রমাবত



বিয়োগান্ত নাটক

শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রণীত



হেতমপুর রাজবাটী
বীরভূম।
১৩১৬ সাল

মূল্য দশ আনা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস্—২২নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

কলিকাতা, ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীহরিচরণ মান্নাদ্বারা মুদ্রিত।

রমাবতী



বিয়োগান্ত নাটক

শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রণীত



হেতমপুর রাজবাটী

বীরভূম।

১৩১৬ সাল

মূল্য দশ আনা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস্—২২নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

কলিকাতা, ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীহরিচরণ মান্নাদ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।



পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব,

নাটক নভেল প্রভৃতি লঘু-সাহিত্য আপনার প্রিয় নয়, ইহা স্থির জানিয়াও 'রমাবতী'কে আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। নগণ্যা 'রমা'র, অপরের নিকট স্নেহ-সমাদর প্রাপ্ত না হইবারই কথা। কিন্তু, আপনার নিকট ত সে আশঙ্কা নাই—পিতার চরণে পুত্রের ভক্তি-উপহার যতই কেন তুচ্ছ হউক না, কখনই ত উপেক্ষিত হয় না। প্রত্যক্ষ দেব! আমি আপনার অযোগ্য সন্তান—আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিবার মত আমার কিছুই নাই। তবে, ভগবান যাহা দিয়াছেন, তাহাই আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম—অকৃতি সন্তানের অকিঞ্চিৎকর সস্নেহ ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিয়া চিরকৃতার্থ করুন। ইতি।

হেতমপুর রাজবাটী
৩১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।

আপনার অযোগ্য সন্তান
শ্রীমহিম

উৎসর্গ।



পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব,

নাটক নভেল প্রভৃতি লঘু-সাহিত্য আপনার প্রিয় নয়, ইহা স্থির জানিয়াও 'রমাবতী'কে আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। নগণ্যা 'রমা'র, অপরের নিকট স্নেহ-সমাদর প্রাপ্ত না হইবারই কথা। কিন্তু, আপনার নিকট ত সে আশঙ্কা নাই—পিতার চরণে পুত্রের ভক্তি-উপহার যতই কেন তুচ্ছ হউক না, কখনই ত উপেক্ষিত হয় না। প্রত্যক্ষ দেব! আমি আপনার অযোগ্য সন্তান—আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিবার মত আমার কিছুই নাই। তবে, ভগবান যাহা দিয়াছেন, তাহাই আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম—অকৃতি সন্তানের অকিঞ্চিৎকর সস্নেহ ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিয়া চিরকৃতার্থ করুন। ইতি।

হেতমপুর রাজবাটী
৩১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬



আপনার অযোগ্য সন্তান
শ্রীমহিম

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

রণজিৎ সিংহ ... ... মোহনপুরের বৃদ্ধরাজা

মানসিংহ ... ... রাজা (যুবরাজ)

দর্পনারায়ণ ... ... দেওয়ান ও রঘু রায়ের আত্মীয় (ভ্রাতুষ্পুত্র) বিধুর (স্ত্রী-প্রমদা)

ফটিক ও ফকির ... রাজভৃত্য ও দেওয়ানের অনুচর

শান্তশীল ... ... রাজ সংসারের বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ-ভৃত্য।

দীনু ... ... পাগল।

সেনানায়ক, দ্বারপাল, সাধু, নিধু ও কৃষকগণ।

স্ত্রীগণ

রমাবতী ... ... রাণী (মানসিংহের), অবন্তীপুরের রাজা রঘুরায়ের কন্যা।

জাহ্নবী ... ... রমাবতীর সখী।

প্রসন্ন ... ... (কুট্টিনী)

নর্ত্তকীগণ

গঙ্গাবালা, বনবালা।

গ্রাম্য স্ত্রীগণ

চিত্রা, চাঁপা, মোহিনী, স্বর্ণ ও সুঁদি।

দর্পের রক্ষিতা হতভাগিনী কুলটাগণ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

রণজিৎ সিংহ ... ... মোহনপুরের বৃদ্ধরাজা

মানসিংহ ... ... রাজা (যুবরাজ)

দর্পনারায়ণ ... ... দেওয়ান ও রঘু রায়ের আত্মীয় (ভ্রাতুষ্পুত্র) বিধুর (স্ত্রী-প্রমদা)

ফটিক ও ফকির ... রাজভৃত্য ও দেওয়ানের অনুচর

শান্তশীল ... ... রাজ সংসারের বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ-ভৃত্য।

দীনু ... ... পাগল।

সেনানায়ক, দ্বারপাল, সাধু, নিধু ও কৃষকগণ।

স্ত্রীগণ

রমাবতী ... ... রাণী (মানসিংহের), অবন্তীপুরের রাজা রঘুরায়ের কন্যা।

জাহ্নবী ... ... রমাবতীর সখী।

প্রসন্ন ... ... (কুট্টিনী)

নর্ত্তকীগণ

গঙ্গাবালা, বনবালা।

গ্রাম্য স্ত্রীগণ

চিত্রা, চাঁপা, মোহিনী, স্বর্ণ ও সুঁদি।

দর্পের রক্ষিতা হতভাগিনী কুলটাগণ।

রমাবতী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রণা গৃহ

দর্পনারায়ণ,—(আসীন)

দর্প। আর কিসের ভয় ? ফটিক, ফকিররে বশ করেছি, আর কি চাই ? দেখ্‌তে দেখ্‌তে, পাঁচজন, দশজন—শতজন—সহস্রজন ; তারপর গ্রাম, নগর, দেশ ; ক্রমে সমস্ত রাজ্য অধিকার। আমিই হ'ব দেশের রাজা। মানসিংহ ? সেত দুর্ব্বল চিত্ত যন্ত্র পুত্তলিকা। যেদিকে চালাব সেই দিকে চল্‌বে ; যেমনভাবে রাখ্‌ব তেমনিভাবে থাক্‌বে। তাকে ভয় করি না, করি, তার বাপকে। সে ব্যাটা বড় পাকা ! ওই যে ফটিক, ফকির আস্‌ছে।

(ফটিক ও ফকিরের প্রবেশ)

এস, ভাই ; তোমাদের মঙ্গলের জন্য দিবারাত্রি চিন্তা করে আমার মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু ধন্য তোমাদের ধৈর্য্যগুণ ; তোমরা বেতনভোগী ভৃত্য বলে রাজা যখন যা' অনুমতি করেছেন তখনই তাই করেছ। তথাপি সময়ে সময়ে যে অপমান ও নিগ্রহ সহ্য করেছ, তা দেখ্‌লে মনে হয়, তোমরা অতি কাপুরুষ, ধমনী প্রবাহিত রক্তে কিছুমাত্র উষ্ণতা নাই। প্রচণ্ড শীতোৎপন্ন তুষার খণ্ডের ন্যায় চিরশীতল। পদদলিত পিপীলিকার যে বৈরনির্য্যাতন তেজ আছে, তোমাদের হৃদয়ে তাও নাই। ধিক্ তোমাদের মনুষ্য জন্ম, ধিক্ তোমাদের পুরুষ নামে, শতোধিক্ তোমাদের জীবনে।

ফটিক। আমাদের আর জীবন! খানিকটা জমাট রক্তমাংস নিয়ে বেড়াচ্চি বৈত নয়।

দর্প। সকল কাজের সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রান্ত হ'লে প্রতিবিধান করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সেদিনের নির্য্যাতন মনে হ'লে উদ্বন্ধনে, আত্মনাশ ইচ্ছা করে। সময়ে আজ্ঞা পালিত হয় নাই ব'লে পদচ্যুতি, অপমান, লাঞ্ছনা ; বাকি রইল কি? এতে কার না ক্রোধ হয়? প্রভুই হোক্, আর দেবতাই হোক্, এতে কার না ঘৃণা জন্মে? তোমাদের নিগ্রহ দেখে নির্য্যাতন পিপাসায় আমার হৃদয় অহরহঃ জ্বল্‌ছে, প্রতিশোধ বাসনা, কালভুজঙ্গ হয়ে আমার বক্ষে দিবারাত্রি দংশন করছে।

স্ফটিক। দেওয়ান মশায়, কি বল্‌ব? একএকবার প্রাণের তার খুব কড়া করে বাঁধি; কিন্তু ভয় হয়, পাছে সুর চড়তে চড়তে শেষে তার ছিঁড়ে যায়। তবে, আপনার মতন ওস্তাদ যদি পাই তা'হলে একহাত বাজিয়ে নি। আপনি সহায় থাক্‌লে আমারা কি কর্‌তে পারি না পারি, তা' একবার দেখিয়ে দি।

দর্প। ভাই, আমার এজীবন তোমাদেরই জন্য। তোমরা কিসে সুখী হও আমার কেবল সেই চিন্তা। তোমাদের হাতে একবার রাজ্যটা তুলে দিতে পারলেই, আমি নিশ্চিন্ত মনে সংসার থেকে অবসর গ্রহণ কর্‌তে পারি। ওই শান্তশীল আস্‌চে তোমরা এখন সরে পড়।

(শান্তশীলের প্রবেশ)

এস, ভাই শান্তশীল, তোমাকে যা' বলেছি তা' ভেবে দেখেছ কি? কিছু স্থির কর্‌তে পেরেছ কি?

শান্ত। দেওয়ান মশায়, আমি অতি তুচ্ছ ব্যক্তি; আমার সাহায্যে যে আপনার বিশেষ উপকার হ'বে তা বোধ হয় না। অধিকন্তু, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমার পরকালের পথ রোধ হবে। ইহজন্মে শান্তিহারা উন্মাদের মত সংসার আশ্রমে ঘুরে মর'ব; পরকালে ঘৃণিত জন্ম ল'য়ে বিশ্বময় হাহাকার রবে ছুটে বেড়াব। আমায় ক্ষমা করুন, প্রাণ থাক্‌তে হস্তোত্তোলন কর্‌তে পারব না।

দর্প। তবে ঘৃণিত, অপমানিত জীবন বহন করা শ্লাঘনীয় ব'লে স্থির কর্‌লে? তোমার প্রাণ এত নিস্তেজ? মনুষ্যজীবনের

অলঙ্কার,—মান, সম্ভ্রম, বংশগৌরব সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে, প্রতি পদে অপমানিত হয়ে নির্লজ্জের ন্যায় প্রভুর পদলেহন করবে সেও ভাল, তবু আত্মোন্নতির চেষ্টা করবে না? এমন ঘৃণিত জীবন কি মনুষ্যের ঈপ্সিত?

শান্ত। তাতে ক্ষতি কি? লজ্জা কি? সন্তান, পিতার দ্বারা প্রহৃত হলে আবার পিতারই অঙ্কে আশ্রয় লয়। স্নেহময় পিতা পুত্রকে কোলে তুলে আবার সোহাগ করেন, আদর করেন। যিনি প্রভু, তিনি আমাদের পিতা; অপরাধ দেখ্‌লে অবশ্য দণ্ড-বিধান করবেন, তাতে লজ্জা কি, দুঃখ কি?

দর্প। দেখ, শান্তশীল, যুবরাজ মানসিংহের অত্যাচারে সকলেই মর্ম্মপীড়িত। কর্ম্মচারী, প্রজা সকলেই তার প্রতিবিধানে কৃতসংকল্প। শীঘ্রই যে রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হবে তার সন্দেহ নাই। সেইজন্য বল্‌ছি, কেন রাজ্যটা পরহস্তগত হয়? আমাদের মধ্যে কিছুদিনের জন্য রাজ্যটা রাখা উচিত। যুবরাজের চৈতন্য হলে আবার তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিলেই হবে; কেবল তাঁকে একটু শিক্ষা দেওয়া বৈ ত নয়?

শান্ত। এ আপনি কি বলছেন? যুবরাজ অত্যাচারী? প্রজা, ভৃত্য, সকলেই তাঁর বিপক্ষ? এ সব কথা ত স্বপ্নেও শুনিনি, মশায়! তবে এইমাত্র জানি যে, ফটিক ফকির এই গুপ্ত মন্ত্রণায় আপনার সাহায্যকারী। তাদের কি স্মরণ হয় না যে, ভদ্র সন্তান হ'য়ে একদিন পেটের দায়ে রন্ধন কার্য্য স্বীকার করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে দিনপাত করতে হ'য়েছিল। তখন তাদের কি দুর্দ্দশা ছিল,

এখন কি তা' স্মরণ হয় না? যখন তাদের পরিবারবর্গ অনাহারে অশ্রুসিক্তলোচনে দিনপাত ক'রত—যখন তাহারা প্রাণের ধিক্কারে আত্মনাশে প্রয়াস পেয়ে দেশময় ঘুরে বেড়াত, তখন তাদের কে রক্ষা করেছিল? যুবরাজ মানসিংহ দয়া পরবশ হয়ে, দারিদ্র্যের করাল কবল হতে তাদের রক্ষা না কর্‌লে আজ তারা কোথায় থাক্‌তো? সেদিন কি মনে নাই? সে দুঃখের দিন কি এখন স্মরণ হয় না? কৃতঘ্নের স্মৃতি কি এত সহজেই ধুয়ে যায়? তাই সে সব ভুলে গিয়ে জীবনদাতার অনিষ্টসাধনে এক্ষণে কৃতসংকল্প! ওঃ কি ভয়ঙ্কর!

দর্প। এ কথা অবশ্য স্বীকার করি যে, যুবরাজ সময়ে সময়ে আমাদের অনেক উপকার করেছিলেন। এরূপ উপকার অনেক দয়াবানই করে থাকেন। তাই ব'লে কি সেই উপকার রজ্জুতে এক ব্যক্তিকে চিরকাল বন্ধন ক'রে তাকে আজীবন লাঞ্ছিত বা অপমানিত করা উচিত? জীব-জগতের মহামূল্য স্বাধীনতা জীবমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষিত; তার মূলে কুঠারাঘাত করা কি উপকারী ব্যক্তির কর্ত্তব্য? হোক্ না সে উপকারী, হোক্ না সে জীবনদাতা, তাই বলে অপমান কর্‌বার পদদলিত কর্‌বার তা'র কি অধিকার আছে?

শান্ত। কার্য্যকুশলী ব্যক্তির যুক্তি তর্কের অভাব হয় না,—ষড়যন্ত্রকারীর ছলনার অভাব হয় না। দেশের আপামর সাধারণ সকলেই জানে, যুবরাজ বিচক্ষণ, প্রজারঞ্জক; উচ্চ নীচ সকলের প্রতি তাঁহার সদ্ব্যবহার। এমন দেবতাকে অত্যাচারী বল্‌লে সাধারণে বিশ্বাস কর্‌বে কেন?

রমাবতী।

দর্প। দেখ্‌ছি তুমি তার অতি পক্ষপাতী, আচ্ছা, ভাই, এখন এস। কিন্তু ভগবানের দিব্য, একথা কা'রও কাছে প্রকাশ করোনা।

(শান্তশীলের প্রস্থান)

ওঃ, কি গর্ব্ব ! কি অহঙ্কার ! বৃদ্ধ মহারাজ নরাধমকে ভালবাসেন বলে অহঙ্কারে জগতকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে। কিন্তু জান নাকি শান্তশীল, বৃদ্ধ রাজা—যুবরাজের হাতে রাজ্যভার দিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন ; আর সেই যুবরাজ আমার হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকা মাত্র। তোমায় অনেক উপদেশ দিলুম, শান্তশীল, কিন্তু দেখ্‌ছি তাতে তোমার চৈতন্য হ'লোনা, বরং গর্ব্ব আরও বেড়ে উঠছে। আগে তোমায় প্রতিফল দিব তারপর অন্য কাজ। (চিন্তা) যে আশা হৃদয়ে জাগছে তা'কি নিষ্ফল হবে ? না, কিছুতেই না।

গিরি নদী বন পরিশোভিত এই বিশাল রাজ্য, লোক ললামভূতা আনন্দময়ী রমাবতী, কখন কি আমার হবে না ? রাণী, রাণী, রমাবতি ! আহা, কি মধুমাখা নাম ! মরি ! মরি ! কি রূপ ! মহা প্রলোভন ! মহা প্রলোভন ! এর তুলনায় প্রাণ অতি তুচ্ছ ! রাজ্য—ঐশ্চর্য্য—রমা।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ

মানসিংহ ও রণজিৎ সিংহ।

মান। বাবা, দেওয়ান দর্পনারায়ণ অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করছেন; তাঁর বিরুদ্ধে আপনার বিশ্বাস বদ্ধমূল, কিন্তু তাঁর কার্য্য নৈপুণ্য দেখ্‌লে, আপনার সে ভ্রম দূর হবে। বাবা, আমার ইচ্ছা আপনি তাঁর কার্য্য একবার পরিদর্শন করুণ।

রণজিৎ। দয়াময়, দয়া কর। মানসিংহ, তুমি যদিও বয়সে বালক নও, তথাপি কার্য্যে বালক; কারণ, আমরা জগতের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেছি, বিভিন্ন-স্বভাব মানবের সহিত ব্যবহার করেছি, তোমার এখন সেরূপ সুযোগ ঘটে নাই; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন সংসার পথে অগ্রসর হবে তখন বুঝবে, তোমার বৃদ্ধ পিতার কথা যথার্থ কি না। দর্পনারায়ণ আমার একজন পরম আত্মীয়, অকারণ তাঁর উপর আমার মমতা হ্রাস হবে কেন? নারায়ণের কৃপায় এত লোক প্রতিপালিত হচ্ছে, আর সেই বা এখানে স্থান পায়না কেন? মানসিংহ, আমি বৃদ্ধ—তোমার পিতা, আমার কথা শোন,—দর্প যতই কার্য্য কুশলী হোক্ না কেন, তার হৃদয় কাল কুটিলতার আধার। তা'কে দেওয়ান পদে নিযুক্ত ক'রে ভাল কর নাই। হরি হে, তোমারই ভরসা।

রমাবতী।

মান। বাবা, হতে পারে কোন সময়ে সে আপনার বিরাগ-ভাজন হয়েছিল, সে ক্রোধ চিরকাল পোষণ করেন কেন?

রণজিৎ। কেবল আত্মরক্ষার জন্য, দয়াময়, দয়াময়, আমি জানি সে কাল ভুজঙ্গ, সুযোগ পেলেই কখন দংশন কর্‌তে পরাঙ্মুখ হবে না। ক্রোধ নয় বাপ্, আত্মরক্ষা। যাই, বাপ্ সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হোল, রাধা বল্লভ, কৃপা কর।

(প্রস্থান।)

মান। পিতার কি ভ্রম!

(দর্পনারায়ণের প্রবেশ)

এস ভাই, দর্পনারায়ণ এস, এসময়ে এলে যে?

দর্প। যুবরাজ, আপনাকে যে কি চক্ষে দেখছি তা আর বল্‌তে পারি না, স্বয়ং জগদীশ্বরই জানেন, আপনাকে একদণ্ড না দেখ্‌লে শান্তিহারা পাগলের মত হয়ে পড়ি; তাই সময়ে, অসময়ে দেখ্‌তে আসি। বোধ হয় বিরক্ত হ'ন না?

মান। না, না,—সে সব কিছু মনে করনা। এখনই মহারাজের কাছে তোমার কথাই হচ্ছিল। কিন্তু, তোমার প্রতি তাঁর কেন এত ক্রোধ বুঝ্‌তে পারি না।

দর্প। কেন যে ক্রোধ সে কথা কাউকে বলব না মনে করেছিলাম; কিন্তু দেখছি এক্ষণে বলাই ভাল। কি বলব যুবরাজ,—বল্‌তেও রসনা জড়িত হয়—যদিও মহারাজ সম্পর্কে আমার খুড়া, তথাপি কোন লোক দিয়ে তিনি আমার বিধবা ভগ্নীকে রাজ

বাড়ীতে পাঠায়ে দিতে আদেশ করেন, আর তাহার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ কর্‌তে সমুৎসুক, তাহাও জানান। খুড়ার এরূপ ব্যবহারে মর্ম্মাহত ও ক্রোধান্ধ হয়ে বলে পাঠালুম যে, মহারাজের এরূপ বরাহবৃত্তি কতদিন থেকে জন্মেছে। তার উত্তরে তিনি বল্লেন যে, যতদিন তিনি এই কটূক্তির প্রতিফল না দিবেন ততদিন তিনি আমার মুখদর্শন করবেন না।

মান। কি সর্ব্বনাশ! সত্য?

দর্প। পাছে আপনি মিথ্যা মনে করেন সেই জন্য একথা এতদিন প্রকাশ করিনি; কিন্তু যুবরাজ, এখন আপনার প্রতি আমার এত ভালবাসা জন্মেছে যে, আপনি কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে গোপন কর্‌তে পারি না।

মান। ছি, ছি, পিতার এই ব্যবহার! যিনি আমার গুরু, উপাস্য দেবতা, তাঁর এই ঘৃণিত প্রবৃত্তি! জগতে তবে কাকে ভক্তি ক'রব?

দর্প। যুবরাজ, তা হ'লে অনুমতি করেন ত এখন আসি, কাছারির বেলা হ'ল।

(প্রস্থান।)

মান। পিতা, বৃদ্ধপিতা, হরিপরায়ণ হয়ে পরকালের পথ উন্মুক্ত না করে তোমার একি ব্যবহার? শুভ্রকেশমণ্ডিত, বার্দ্ধক্য কবলিত, স্থবির পিতা, এ সংসারে আর তোমার কদিন? মুহূর্ত্তের মধ্যে তোমার জীবন আয়ু অনন্তের কোলে বিলীন প্রায়, এবয়সে তোমার একি ব্যবহার? কিন্তু, কি বল্‌ছি? কাকে বল্‌ছি?

রমাবতী।

পিতাকে? পিতা আমার দেবতুল্য, সদা দেবার্চ্চনারত, হরিনামে পূতপিতা—তাঁকে? না, না, তবে একি? কি শুন্‌লেম? দেওয়ানের মুখে এ কি শুন্‌লেম্?

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। (স্বগতঃ) হরি, মুখরেখো, সোনার চাঁদ গাছে তুলে মই কেড়ে নিওনা, বাবা। (প্রকাশ্যে) এই যে যুবরাজ! যুবরাজ, অভিবাদন করি।

মান। এস ফকির, কিছু সংবাদ আছে কি?

ফকির। (স্বগতঃ) কি করি—বল্‌ব? না না, কাজ নেই, জোলা তাঁতির মখমলে হাত কেন বাবা? পেন্নাম করে পালাই, কি কল্লুম, সাত পাঁচ না ভেবে একেবারে বাঘের মুখে এসে পড়লুম। না এলেই ছিল ভাল।

মান। ফকির—কেন এমন করছো?

ফকির। আ—জ্ঞে—জ্ঞে—জ্ঞে—জ্ঞে, হু—জু—জু—জু—র, জ্ঞে—জ্ঞে—জ্ঞে।

মান। কি হয়েছে? কেন এত সঙ্কুচিত হচ্ছ? কিছু কথা থাকে, বল।

ফকির। আজ্ঞে—আজ্ঞে—যুবরাজ—আজ্ঞে—মহারাজ—আজ্ঞে—হুজুর—আজ্ঞে।

মান। কি বলছ, ফকির?

ফকির। (স্বগতঃ) যা থাকে কপালে, বলে ফেলি।

মান। ভয় পাবার কোন কারণ নাই, বল।

রমাবতী।

ফকির। মহারাজের হুকুম হয়েছে, দেওয়ান মহাশয়কে গ্রাম থেকে অতি গোপনে বার করে দিতে। আপনি জানলেই গর্দ্দানা যাবে, তাই হুজুর আপনি যেন জেনেন না, তা হলে আমার প্রাণ যাবে।

মান। কি বল্লে ?

ফকির। আজ্ঞে আমি বলিনি হুজুর।

মান। সে কি, এই যে, তুমি বল্লে।

ফকির। এই যা, করলুম কি ? গরিবের কথা ভুলে যান হুজুর।

মান। আরে না, না, তোমায় এ কথা বল্লে কে ?

ফকির। আজ্ঞে, দেওয়ান মহাশয় বলে পাঠালেন, তবে আসি হুজুর।

মান। কারণ কি ?

ফকির। আজ্ঞে, দেওয়ানের ভগ্নী—ভগ্নী—হুজুর—হুজুর।

মান। ছি, ছি, বাবার এ বড় অন্যায়।

ফকির। বড় অন্যায়,—দেওয়ানের দোষ কি ?

মান। কিন্তু, বাবা কি এমন কাজটা করবেন ?

ফকির। তাইত—তাইত—তাঁহার এমন কাজটা করা সম্ভব হয় না।

মান। তাঁর কি বুদ্ধি ভ্রংশ ঘট্‌ল ?

ফকির। তা ঘটতে পারে, মহারাজের অনেক বয়স হলো; আপনি ঠিক ঠাওরেছেন।

রমাবতী।

মান। কিন্তু, বাবা—

ফকির। কিন্তু, বাবা! সেইজন্য ভীমরতী ঘট্‌তেই পারে না; হুজুর, অনুমতি হয় ত আসি—বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।

মান। কেন?

ফকির। হুজুর, হুজুর, এই বহুমুত্রের ব্যারাম আছে কিনা, তাতেই ঘন ঘন তেষ্ঞা পায়। ফটিককে জিজ্ঞাসা কর্‌লে সব বুঝতে পারবেন। তা হলে হুজুর, যাই।

(দৌড়িয়া প্রস্থান)।

মান। একি, ক্রমশই যে আমার হৃদয় ঘোর তমসাচ্ছন্ন হতে লাগ্‌ল? একি হলো? পিতার বৃদ্ধ বয়সে এমন দুর্ম্মতি কেন হ'ল? আমাকে গোপন ক'রে দর্পনারায়ণের প্রতি তাঁর অত্যাচার? কেন এমন দুষ্কার্য্য করে পিতা এ বয়েসে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিচ্ছেন? এ কথা কি পিতাকে জিজ্ঞাসা করব? আর জিজ্ঞাসা করেই বা ফল কি? যথন তিনি গোপন করে এ কার্য্য করেছেন, তথন কি আমার কাছে এ সব স্বীকার করবেন? এথন করি কি? যদি তাঁকে বোঝাবার কেউ না থাকে, তা হলে দিন দিন তাঁর এ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হবে; এথন করি কি?

(ফটিকের প্রবেশ)

ফটিক। মহারাজ, আমায় স্মরণ করেছেন?

মান। হাঁ, তুমি দেওয়ানের প্রতি পিতার অত্যাচারের কথা কিছু জান?

ফটিক। মহারাজ, কি করে বলি ?

মান। কেন ?

ফটিক। আপনাকে কোন কথা প্রকাশ করতে মহারাজের নিষেধ,—কি করে বলি ?

মান। আমার আদেশ, সকল কথা খুলে বল। দোষ হয় আমার হবে ?

ফটিক। দোহাই যুবরাজ, এ কথা যেন মহারাজ ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারেন। মহারাজ আমার প্রতি হুকুম করেছেন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেওয়ানকে নগর থেকে দূর করে দিতে। হুজুর, কি করি ? যখন আপনাদের নিমক খেয়েছি তখন ভালমন্দ যা বলেন, তাই করতে হবে। এখন, দেওয়ান মহাশয়ের উপায় কি হবে, হুজুর ? আঃ বেচারা আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছটফট্ কর্‌ছে। যে যাই বলুক, হুজুর, লোকটা কিন্তু খুব হুসিয়ার ছিল ; আর তার আপনাঅন্ত প্রাণ, আপনাকে ত্যাগ করলে বেচারা নিশ্চয় ওলাউঠা হয়ে মারা যাবে, হুজুর, আঃ আপনার জন্য তার মায়া কি ? দরদ কি ? যে অবধি শুনেছে, আপনাকে ছাড়তে হবে, সে অবধি কেবল আপনার জন্যই—এই ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদচে, হুজুর।

মান। সে কোথায় আছে।

ফটিক। হয়ত সে এতক্ষণ বেরুবার বন্দোবস্ত কর্‌ছে।

মান। কি অন্যায়, তুমি যাও, তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলগে—আমি যাচ্ছি। (ফটিকের প্রস্থান)

(দীনু পাগলের প্রবেশ)

দীনু। ফুস মন্তর দিলে কানে, মন টলে তারই পানে।
দীনে পাগল বলছে তায়, দেখে শুনে চল ভাই॥

(গীত)

সামলে সবে চল না, ভবের পথ পিছল বড়,
খাবে আছাড়—জান না।
কলিকাল গিলুটি করা, বাছা সোনা যায় না ধরা,
নকলের জমক ভারি, তাই দেখে কেউ ভুলনা॥

মান। কি মনে করে এলে, দীনু ?

দীনু। প্রাণটা আমার খারাপ ভারি, তাইতে এলেম তাড়াতাড়ি,
মানসিংহ, চল মানে, নইলে মজবে ধনে প্রাণে।

মান। দীনু এখন যাও।

(মানসিংহের প্রস্থান)

দীনু। মানসিংহ, আজ চল মানে,
বলে গেল পাগল দীনে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।



রাজ-উদ্যান

(রণজিৎ ও শান্তশীলের প্রবেশ)

রণজিৎ। রাধাবল্লভ! হরি হে! শান্তশীল! দেখ্‌ছি রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। পুত্রের মতিচ্ছন্ন ঘটেছে। পাপিষ্ঠ দর্প তার ঘাড়ে চড়েছে, মানকে বুঝালাম, অনেক উপদেশ দিলাম, কিন্তু যখন যা'র মতিচ্ছন্ন হয় তখন সে কি আর হিত-কথা শোনে। রাধাবল্লভ! তোমারই পদ ভরসা!

শান্ত। মহারাজ! আমি এর আর কি উত্তর দিব, আমি একজন অতি তুচ্ছ ভৃত্য আমার কোনও কথা বলা ধৃষ্টতা; তবে আমি, মহারাজ, বহুকাল থেকে আপনার অন্নে প্রতিপালিত, প্রাণ থাকৃতে আপনাদের অনিষ্ট দেখ্‌তে পারব না। মহারাজ, যুবরাজকে সতর্ক করুন, সাবধানতায় মঙ্গল বই অনিষ্ট নাই।

রণজিৎ। রাধাবল্লভ, রাধাবল্লভ, আর কি করে সতর্ক করব? ছোট ছেলেত নয় যে শাসন কর্‌ব। নানা উপদেশ দিলাম, কত বুঝালাম, না শুন্‌লে কি করব? হরি হে চরণ দেও, আর আমার বৃদ্ধ বয়স, এ সময় বৃন্দাবন বাস করাই কর্ত্তব্য। যা তার কপালে আছে হবেই, কি কর্‌ব বল, রাধাবল্লভ!

শান্ত। মহারাজ, তা' কর্‌বেন না, সময় অতি খারাপ, এ সময়

রমাবতী।

বৃন্দাবন বাসের সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। যুবরাজ সবেমাত্র সংসারে প্রবেশ করেছেন, এখন তাঁকে অসহায় কর্‌বেন না।

রণজিৎ। এত কষ্টে প্রাণ পাত ক'রে পিতৃদত্ত সম্পত্তি রক্ষা কর্‌লাম—এই শেষ বয়সে তার কি ধ্বংস দেখ্‌তে বল? তা' পারব না, আমার কর্ত্তব্য আমি করলুম, তারপর মানের অদৃষ্টে যা আছে, হবে।

শান্ত। মহারাজ, এত অমঙ্গল চিন্তা করছেন কেন?

রণজিৎ। কেন ক'চ্ছি তা' যদি বেঁচে থাক, দেখ্‌তে পাবে, কুলাঙ্গার দর্প, নরপিশাচ দর্প, তারে আমি বিলক্ষণ চিনি, তার অন্তরে গরল, মুখে অমৃত। সে যখন এ সংসারে প্রবেশ করেছে তখন অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। বিপদভঞ্জন মধুসূদন, তোমার ইচ্ছা!

শান্ত। মহারাজ, আপনার রাজবুদ্ধি, আপনার দূরদর্শিতা, সাধারণের সঙ্গে তুলনা হ'তেই পারেনা, কিন্তু এসময় যুবরাজকে অসহায় কর্‌বেন না।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(একদিক্ দিয়া মানসিংহ ও অপর দিক্ দিয়া দীনুর প্রবেশ।)

দীনু। পথে চলা শক্তবড় সাপ বিছে আছে,
চোর ডাকাত দিবা রাত্তি ফিরছে পাছে পাছে।
মানসিংহ বাড়াও পা চেয়ে রাস্তা পানে,
নইলে, পড়বে বিষম ফেরে পাগলা দীনে ভনে॥

মান। দীনু, তুমি ক'দিন থেকে আমার কাছে ঘন ঘন আস্‌ছ কেন বল দেখি ?

দীনু। বক্ বকানি বক্‌ম বক্‌ম বুঝ দেখি ভাই,
ঘুম ভাঙ্গবে দেখ্‌তে পাবে সাপে তুল্‌ছে হাই।

(দীনুর প্রস্থান)

মান। কি করি বিষম সমস্যা, দরিদ্র আত্মীয়, তার উপর অত্যাচার, নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা, কি করে কি করি ? আত্মীয়ের নয়ন বিগলিত অশ্রুধারায় পিতার শান্তিশশী চিরকালের জন্য অস্তমিত হবে। নির্দ্দোষী আত্মীয়ের অশ্রুসম্পাত, অভিসম্পাতে পরিণত হলে বংশ নাশ হবে। কি হবে, কি করি ? যেমন পুত্রের দোষ পিতা দ্বারা লক্ষিত, সেইরূপ পিতার দোষও পুত্রের দ্বারা দৃষ্ট হয়। আমি ভিন্ন পিতাকে এ সকল কথা কে বলবে ? আমি ভিন্ন পিতাকে পাপ কার্য্য হতে কে নিরস্ত করবে ? মা বৈকুণ্ঠবাসিণী, আপদে বিপদে পিতা পুত্রে পরস্পর পরস্পরের মন্ত্রণাদাতা। সুতরাং পিতাকে এ কার্য্য হতে নিরস্ত করা আমারই উচিত। ঐ যে বাবা আস্‌ছেন, বলব তাতে দোষ কি ?

(রণজিৎসিংহের প্রবেশ)

রণজিৎ। হরি বল মন, হরি বল, মান এখানে এমন সময়ে বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

মান। বাবা, কেন আপনি দর্পনারায়ণের প্রতি এরূপ ব্যবহার করছেন ? তাকে ক্ষমা করুন।

রণজিৎ। সে যেরূপ এত দিন গ্রামবাসী প্রজা হয়ে ছিল

রমাবতী।

তাকে সেইরূপভাবে দূরে রাখ, বেশী ঘনিষ্ঠতা কর্‌বার প্রয়োজন নাই।

মান। যদি কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়ে থাকে সে আমাকর্ত্তৃক, সে জন্য তা'র দণ্ড কেন ?

রণজিৎ। কি দণ্ড ?

মান। বাবা, আমায় বল্‌তে হবে না, আপনি স্মরণ করে দেখুন।

রণজিৎ। এ সব কি ? কে তোমায় এ সব কথা বল্লে ?

মান। যেই বলুক,—তাকে ক্ষমা করুন।

রণজিৎ। ক্ষমা আর কি ? বিশ্বাস ঘাতকের সংস্পর্শে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।

মান। তাহ'লে এ জীবনে তার আর ক্ষমা নাই ?

রণজিৎ। না।

মান। এতদিন আপনার আজ্ঞা বেদানুশাসনের ন্যায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। ন্যায় অন্যায়ের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করি নাই, তার ফল কি এই ? এ রাজ্যের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হবার এই পূর্ব্ব সূচনা, কিন্তু পিতা ক্ষমা করবেন, যখন নিরপরাধী দর্পনারায়ণকে আশ্রয় দিয়েছি, তখন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রক্ষা আমার ধ্রুব সংকল্প ; তাই বলি, আপনি এ দারুণ প্রতিশোধ বাসনার সাধ ত্যাগ করুন।

রণজিৎ। মান, এসব কি বল্‌ছিস্‌ ? প্রতিশোধ ! কিসের প্রতিশোধ ?

মান। বাবা, আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কেন? আপনি প্রকাশ করুন, আর নাই করুন, আমি সবই জান্‌তে পেরেছি। আপনার এ বয়সে পাপের সেবা করা কি উচিত? ভগবৎ চরণে আত্মসমর্পণে পরকালের কার্য্য করুন।

রণজিৎ। কি কুলাঙ্গার সন্তান, পিতার চরিত্রে সন্দিহান?

মান। পিতা কোন্ তুচ্ছ—পিতার পিতা পরমপিতার চরিত্রে যদি দোষ দৃষ্ট হয়, তা হলে সেও তুচ্ছ মানবেরও সমালোচ্য। এ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে নারায়ণ অর্চ্চনায় নিযুক্ত হয়ে পরকালের পথ মুক্ত করুন।

রণজিৎ। কুলাঙ্গার সন্তান, তোর মুখ দেখ্‌লেও পাপ। যেখানে অধর্ম্মের প্রভাব, পুত্র পিতৃদ্বেষী, সে গৃহে মুহূর্ত্তকালও বাস করা উচিত নয়। বুঝেছি, দুর্ম্মতি দর্পনারায়ণ তোর মন্ত্রণাগুরু হয়েছে। তার হস্তে তুই যন্ত্রপরিচালিত পুত্তলিকা। এ রাজ্যের আর মঙ্গল নাই, ভগবান বিমুখ, সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

মান। যে রাজ্যে রাজ্যেশ্বরের এমন প্রবৃত্তি, তা'র রক্ষায় ভগবান অশক্ত।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

দর্পনারায়ণের কক্ষে

দর্প ও ফটিক।

দর্প। কামনা সফল, কিন্তু সাবধান ভাই সব, খুব হুসিয়ার, আমাদের এই গুপ্তমন্ত্রণা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও জান্তে না পারে।

ফটিক। ঠিক হয়েছে, বেটা রেগেছে—বাপকে তিরস্কার করেছে, বাপও মুখ বিষকরে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছে। আর চাই কি? নারদ—নারদ—খেঙ্গরা কাঠি, লেগে যা ঝটাপটি।

দর্প। এখনও অনেক চাই। বাপকে এখান হতে তাড়ান চাই, সে থাকৃতে বুদ্ধি বড় খাটবে না। বুড়ো বড় ঝানু। তাকে দেশান্তরিত করাই চাই। আর, ঐ বেটা বিটলে বামুন শান্তশীল, বেটার বড় অহঙ্কার, তাকে এ মোহনপুর থেকে তাড়ান চাই। ব্যস্—তা হলেই কাম ফতে।

ফটিক। শান্তশীলের উপরেও যুবরাজের কোপদৃষ্টি ফেলেছি। আর ক' দিন? দেখুন ত, সে বেটাও শীগ্‌গির্ তলপিতলপা বাঁধে।

দর্প। বেশ করেছ। আমিও ইত্যবসরে একটা বুদ্ধি ভেবে ঠিক করি।

ফটিক। সে জন্য বড় ভাবতে হবে না, মহারাজা হচ্ছে মনসা

কাঁটা। সে ব্যাটাকে সরাতে পার্‌লে সামান্য কুলকাঁটার জন্য ভাবি না। এক মোচড়েই ফরসা হয়ে যাবে।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। মনসা কাঁটা সরেছে আর ভয় নাই, মহারাজ ছেলের উপর রাগ করে বৃন্দাবন চল্লো।

দর্প। সত্য! সত্য! কে বল্লে?

ফকির। বল্‌বে আবার কে; আমি এই চাক্ষুস দেখে এলেম্; শান্তশীল তাকে অনেক বুঝুলে, কিন্তু রাজার মন একবারে তেওড়ে গেছে, সে কিছুতেই মান্‌লে না।

ফটিক। ওঃ! শান্তশীল বেটা কি পাজি।

দর্প। ও ব্যাটাকে না তাড়ালে কোন কাজই হবে না।

ফকির। তার জন্য ভাবনা কি? আপনি আমাদের সহায় থাক্‌লে হ'ল।

দর্প। ভাই, তোমাদের জন্যেই আমার এত উদ্যোগ, এত পরিশ্রম।

(দীনুর প্রবেশ)

দীনু। বসে বসে কর্‌ছে বাঘা শিকার সন্ধান।
মুখটী টিপে, ঘাড়টী গুঁজে, ছাড়ছে বিষের বাণ॥

দর্প। বাবা দীননাথ, এ শ্লোকটী শিখ্‌লে কোথায়?

দীনু। শিখ্‌ব না ত মনে করি কিন্তু ছাড়ে না।
বলে, না শিখ্‌লে দীনু তোমার আকেল হবে না॥

রমাবতী।

দর্প। দীনু বলতে পার মহারাজ কোথায় ?

দীনু। চিতিসাপের বিষ লেগেছে রাজার নরম গায়।
তাই, রোজার তরে মহারাজা বৃন্দাবনে যায়॥

দর্প। (স্বগতঃ) আঃ ঘামদিয়ে জ্বর ছাড়লো। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তোমরা মহারাজের সংবাদটা সঠিক জেনে এসো।

(ফটিক ও ফকিরের প্রস্থান)

দীনু। জ্বর আসে যায় পত্তি করে, আবার ঘুরে ঘুরে জ্বরে ধরে।
হতে হতেই যকৃৎপিলে, তারপরেতেই পটল তোলে,
পাপের বোঝা হলে ভারী, মাঝ দরিয়ায় ডুববে তরি॥

(প্রস্থান)

দর্প। মরি, মরি! কি নন্দনকাননের অপ্সরালাঞ্ছিত রূপ! অরুণকিরণ প্রতিভাষিত কোমল কান্তি! কি পূর্ণবিকশিত বিস্ফারিত পদ্মপলাশলোচন! অবগুণ্ঠনে রূপবতী মেঘাবৃত শশাঙ্কের ন্যায় কি রমণীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করেছে; একবার দেখেছি, দেখে পাগল হয়েছি; আর কি সেরূপ দেখ্‌তে পাব? দেখ্‌বার কামনায় আকুল হৃদয়ে পাগলের মত ঘুরছি, আর কি দেখ্‌তে পাব না? রমাবতী! রাণী রমাবতী! কেন মানসিংহের দ্বারা পদে পদে লাঞ্ছিত, পদে পদে অপমানিত হচ্ছ? এস, অভাগা তোমায় হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করে চিরজীবন তোমার দাসত্ব কর্‌বে।

(প্রসন্নর প্রবেশ।)

প্রসন্ন। ওই কি বলে, কার দাসত্ব কর্‌বে গো?

দর্প। প্রসন্ন এলে? সংবাদ কি?

প্রসন্ন। ওই কি বলে, আগে আমায় বক্‌সিস্ দাও, তারপর বল্‌বো।

দর্প। প্রসন্ন যার প্রতি প্রসন্ন কুতোস্তস্য পরাভবঃ। এখন প্রসন্ন হয়ে বল প্রসন্ন, কতদূর কি হ'ল ?

প্রসন্ন। ওই কি বলে—তবে আমার দূতিগিরির দক্ষিণে ?

দর্প। হবে—হবে।

প্রসন্ন। বটে ? তবে, আমারও হবে—হবে।

দর্প। না প্রসন্ন রাগ করোনা, চল দিচ্ছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(দীনুর পুনঃপ্রবেশ)

দীনু। তাক্‌তা ধিনা নাচরে দীনে ; সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য



অন্তঃপুর কক্ষে

রাণী ও মানসিংহ।

রাণী। কি কর্‌লে ? শুন্‌লেম পিতাকে বাক্যযন্ত্রণায় দেশত্যাগী কর্‌লে ? কর্‌লে কি ? পিতা গুরু, পরম গুরু—তাঁর প্রাণে ব্যথা দিলে ?

রমাবতী।

মান। সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি স্ত্রীলোক, তোমার যা' কর্ত্তব্য, তাই কর।

রাণী। স্বামীর মঙ্গলকামনাই স্ত্রীজাতির একমাত্র কর্ত্তব্য। পাছে তোমার অমঙ্গল হয়, তাই চিন্তা। রাজ্যের জন্য কি আমার জন্য চিন্তা করি না; কি কারণে পিতার সঙ্গে বিবাদ, তাও জান্তে চাই না। বৃদ্ধ পিতার মনোকষ্টে পাছে তোমার অকল্যাণ হয় তাই বড় ভয়। এখনও বাবাকে ফিরিয়ে আন। নইলে, নিশ্চয় অনর্থ হবে।

মান। সেজন্য তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। স্ত্রীলোকের মুখে অনধিকার চর্চ্চা ভাল দেখায় না।

রাণী। তোমার এমন দুর্ম্মতি কেন ঘট্‌লো! তুমি ত আগে এমন ছিলে না, তোমার পায়ে পড়ি, বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তিনি এখনও বেশীদূর যান নাই। তাঁকে নিয়ে এসে পায়ে ধর, ক্ষমাভিক্ষা কর। নইলে, নিশ্চয় তোমার অমঙ্গল হবে।

মান। আমার জন্য তোমায় ভাব্‌তে হবে না। আমরা ক্ষত্রিয়, ভবিতব্যের আশঙ্কা করি না। এখন তোমায় যা বল্‌তে এসেছি শোন; আমি মৃগয়ায় যাব,—সাবধানে থেকো।

রাণী। না, এখন তোমার যাওয়া হবে না। এখন তোমায় ছেড়ে দিব না। যদি বাবাকে না আন, তা'হলে তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিব না; আমি স্ত্রী, পায়ে পড়ি কথা রাখ।

মান। কেন রমা, এত অধীর হচ্ছ? কেন এত আশঙ্কা চিন্তা কর্‌ছ? কোন ভয় নাই। নানাপ্রকারে আমার মন

খারাপ হয়েছে, সেইজন্য মৃগয়ায় গিয়ে মনটা স্থির করবো মনে করেছি।

রাণী। নাথ! দাসী কখনও তোমার কাছে ভিক্ষা চায় নাই। এখন মৃগয়ায় যেও না, এইটাই প্রার্থনা। এই ভিক্ষাটি আমায় দাও; কি জানি, মন বলছে তোমার অমঙ্গল হবে। প্রভু, তুমি দাসীর এ কথাটি রক্ষা কর। তুমি ভিন্ন আমার এ সংসারে আর কেউ নাই। তাই বড় ভয়, পাছে তেমোর অমঙ্গল হয়।

মান। রমা! আমার জন্য তোমার এত চিন্তা কেন? অমঙ্গল যখন হবে তখন নিশ্চয় হবে। কার সাধ্য তার গতি প্রতিরোধ করে? তবে তুমি কেন অনর্থক ভেবে দেহ পাত করছো? কিছু ভেবো না, আমি মৃগয়া থেকে শীঘ্রই ফিরবো।

রাণী। যখন তোমায় নিষেধ করছি তখন একটা কথাই রাখ।

মান। রাখ্‌বার হলে নিশ্চয়ই রাখ্‌তেম্, তোমার আব্‌দার শুন্‌তে গেলে আর আমার কোন কাজকর্ম্ম চলে না!

রাণী। তোমার পায়ে ধরি আজ তুমি যেও না। আগে বাবাকে ফিরিয়ে আন, তারপর যেখানে ইচ্ছা যেও।

মান। রমণীর কার্য্যে রত রহ রমাবতী;
পুরুষের কার্য্যভার পুরুষ উপর।

(প্রস্থান)

রাণী। জগদীশ্বর! আমার স্বামীর কি হবে? আমার প্রাণ কাঁদছে, আমার মন বল্‌ছে, স্বামীর আর মঙ্গল নাই; দয়াময় কি হবে? বাবা! আমি তোমার পুত্রবধূ, আমি ক্ষমাভিক্ষা

রমাবতী।

করছি, তোমার পুত্রকে ক্ষমা কর। জগবন্ধু! আমার স্বামীকে ক্ষমা কর। মানুষ মাত্রেই ভ্রমপূর্ণ। আমার স্বামীর প্রতি রোষ করো না; দয়াময়, নাথ! ফিরে এস, ফিরে এস, আমার কথা রাখ, ফিরে এস।

(গীত)

দাসীর মিনতি রাখ, প্রাণনাথ যেও নাক,
এ সংসার বিপদময়।
চখে চখে রাখি, তবু ভাসে আঁখি,
কি জানি কখন কি হয়॥
তুমি মম ভবে তরি, তুমি ভবে কাণ্ডারী,
ভেঙ্গ না সে সুখ আশ্রয়॥
বিপাকে পড়িলে, আপন প্রাণ ঢেলে,
কে রাখিবে নাথ সেথা হৃদয়ে তুলে;
তাই করি মানা, যেওনা যেওনা,
অভাগীর মিনতি রাখ হয়ে সদয়॥

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। সই, সই! তুমি এমন করে রয়েছ কেন? একি? তুমি কাঁদছ?

(গীত)

রাণী। তুহিন ধারা ঝরে নলিনী বুকে।
কাঁদিতে করোনা মানা আছিলো সুখে।
জনম কাঁদিতে, শেল বুকে নিতে
কাঁদি কাটাব কাল নীরব দুঃখে॥
জাহ্নবী। কেন প্রাণ ঢালি দিবি স্রোতেরই মুখে॥

রাণী। কাঁদব না? আমি না কাঁদলে কাঁদবে কে? সোনার সংসার কি ছিল, কি হ'তে বসেছে। পিতার কোলে মাথা রেখে স্বামীর সোহাগে বর্দ্ধিত হয়ে বনহরিণীর ন্যায় এতদিন সংসারে সুখে বিচরণ করেছি, আজ পিতা গেছেন। স্বামী ব্যথিত হৃদয়ে মৃগয়ায় গেলেন; আজ সবই শূন্য—গৃহশূন্য, প্রাণশূন্য, যে দিকে চাই সেই দিক শূন্য। কি হবে সই! সই, কি কর্‌লে স্বামীর অমঙ্গল হয় না?

জাহ্নবী। সতি রাণী! তুমি কায়মনে যার মঙ্গল কামনা কর তার কি কখন অমঙ্গল হয়?

রাণী। সই! আশীর্ব্বাদ কর তাই যেন হয়।

জাহ্নবী। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কেঁদনা।

(সহসা মেঘগর্জ্জন ও বজ্রপাত)

রাণী। এ কি! কোথা হতে ভীষণ গর্জ্জন
উচ্চরবে বধির শ্রবণ,
তমোময় এ সংসার, দৃষ্টিরোধ সবাকার,
আচম্বিতে কেন সই, হেন ভাবান্তর?
ও কি! ও! চপলা হাসে,
ঝলসিয়া দশদিশা, ঝলসিয়া অন্তর আমার,
ঢাকিতে আঁধার বিশ্ব তম আবরণে।
ভীম কর্কশরবে ধায় প্রভঞ্জন—
মর্ম্মরিয়া তরুকাণ্ড, নিষ্পেষিয়া তুঙ্গশৃঙ্গ,
ভ্রূভঙ্গে পবন মত্ত তাণ্ডবনর্ত্তনে।

রমাবতী।

অমঙ্গল পূর্ব্বাভাস, করিতে প্রকাশ—
ভাবান্তর হেন বিশ্বে লয় মোর মনে।
কি হ'ল সই! কি হ'ল আমার।
জানিনা, জানিনা—পরাণ বোঝে না,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ উঠে আনিবার।

জাহ্নবী। কেন সই বৃথা অমঙ্গল চিন্তা কর্ছো? কোন চিন্তা নাই।

রাণী। নারায়ণ! দেবদামোদর! ক্ষমা কর পতিরে আমার,
পতিবিনিময়ে দেহ দণ্ড অবলারে,—
প্রাণদণ্ড কিম্বা তব যেবা রুচি হয়,
হাঁসি মুখে করিব গ্রহণ।
কিন্তু বিপদভঞ্জন! যাচিহে কাতরে
বিপদে ফেল না হরি, পতিরে আমার।

(পটক্ষেপন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বহির্বাটীস্থ কক্ষ

(দীননাথের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

দীন। (গীত)

তুম্—তা—না—না—না—
পাঁচটা লোকের কারসাজিতে বোকা বনো না॥
এ সংসার চিড়িয়াখানা ভেল আছে নানা,
দেখতে উপর চিকন চাকন গরল-পোরা পেট খানা॥
মাসি, পিসি, বোন্‌পো, ভাসুর, কারুর কেউত করে না;
(তারা) শুলুক বুঝে মারে মুলুক দুনিয়ার এই ত কারখানা।
দীননাথের সাচ্চা কথায় কেউ ভাই তোমরা চটো না॥

(প্রস্থান)

(দর্পের প্রবেশ)

দর্প। এমন সুযোগ আর হবে না। রাজা মৃগয়ায় গেছে, রাণী একা আছে, আমার উপর গৃহ রক্ষার ভার। দর্প, তবে কেন নিশ্চিন্ত থাক? রমা! রমা! কি অমিয় মাখা নাম! ক্ষীরোদ

সাগরের অমৃত ভাণ্ডারেও বুঝি এত সুমিষ্ট সুধা নাই। আবার দেখ্‌তে পাব? আবার কি দেখে নয়ন সফল কর্‌বো? যদি রাণী রমাবতীকে পাই তা হ'লে, নারায়ণ, রাজ্যৈশ্বর্য্য কিছুই চাই না। মরি! মরি, মরি, কি কমনীয় কান্তি! কি ভ্রমরকৃষ্ণ আকর্ণ ভ্রূ যুগল, কি দোদুল্যমান কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম, পিয়াসা—পিয়াসা—দারুণ পিয়াসা। রমাকে পেতে যদি সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়—এমন কি ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে আজীবন নরকে থাক্‌তে হয়, সেও স্বীকার, তবু তাকে ছাড়বো না। আজ রাত্রেই তার উপায় করবো। যেমন করে পারি, এমন কি প্রাণ পণেও রমারত্ন লাভ করবো। কেও?

(প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। আ পোড়া কপাল আর কি—চিন্তে পারছো না?

দর্প। প্রসন্ন, কি কর্‌লে প্রসন্ন? শীঘ্র বল। শীঘ্র বল; বড় পিপাসা। সতৃষ্ণ নয়নে তোমার প্রতীক্ষায় পথ পানে চেয়ে আছি। বল প্রসন্ন, কি হল?

প্রসন্ন। ঐ কি বলে, আমার বক্সিস্‌?

দর্প। তুই যা চাইবি তাই দিব। এমন কি, এই বিশাল রাজ্য তোর পায়ে সমর্পণ কর্‌বো। বল প্রসন্ন, কি হ'লে?

প্রসন্ন। ঐ কি বলে, তুমি যে কাটা পাঁঠার মত ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌ছ। ঐ কি বলে, তার জন্য এত ব্যস্ত কেন গো? ঐ কি বলে, আমার বক্সিস্‌?

দর্প। প্রসন্ন, আজ যে সুযোগ পেয়েছি, এমন সুযোগ আর পাব না। যে সময় ব'য়ে যাচ্ছে, সে সময় আর ফিরবে না। প্রসন্ন, আর আমায় সন্দেহে রেখো না।

প্রসন্ন। আর ছট্‌ফট্‌ করো না। তোমায়, ঐ কি বলে, নিতে এসেছি, চল।

দর্প। প্রসন্ন, প্রসন্ন! তোমার পায়ে পড়ি, সত্য বল।

প্রসন্ন। হ্যাঁ গো আমি রাণীমাকে, ঐ কি বলে, বল্লুম যে মহারাজা দেওয়ান মহাশয়ের বড় বশ; তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে, ঐ কি বলে, পাঠিয়ে দেও, এখনই ধরে আন্‌বে। তাই রাণী মা তোমায় ডেকেছেন। ঐ কি বলে, আমার বক্সিস্‌?

দর্প। চল প্রসন্ন চল, আজ তোমায় আশাতীত পুরস্কার দিব। পুরস্কার দিয়েও তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারব না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(দীনু ও শান্তশীলের প্রবেশ)

শান্ত। উঃ কি ঘোরতর ষড়যন্ত্র! ভগবান, তোমার বজ্র কোথায়? হায়, হায়, এখন উপায় কি করি? দীনু তোর এত জ্ঞান, তোকে পাগল কে বলে? যে বলে সে নিজে পাগল। আমাকে এখানে এনে কি কাজই করেছিস্‌, দীনু, নচেৎ— অসূর্য্যম্পশ্যরূপা মহারাণীকে একটা বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের দ্বারা কি অপমানিতই হতে হতো। ওঃ কি ভয়ানক! কি ঘৃণিত ব্যাপার! যার অন্নে প্রতিপালিত, যার অন্নদাস

রমাবতী।

তারই সর্ব্বনাশে কৃতসংকল্প। সংসার কি ভয়ানক স্থান! এ সংসারে যেন আর কেউ কাকেও বিশ্বাস না করে। ধর্ম্ম, তুমি কোথায়? এই নর পিশাচের লোমহর্ষণ ব্যাপারে কি তুমি, অন্তর্হিত হয়েছ? হে মধুসূদন! তুমিই একদিন জগৎ সংসারে প্রকাশ করেছ ;—

"পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

কোথা আছ দয়াময়! একবার অবতীর্ণ হও! একবার এসে বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচের দারুণ কবল হতে আমার সতী জননীর মর্য্যাদা রক্ষা কর। নচেৎ, তোমার বেদ বিধি অতল জলে ডুবে যাবে। তোমার নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে। হরি হে! তোমার যে কর-কমলবরে নখোদ্ভূত শৃঙ্গ দ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রুধির পান করেছিলে, যে ক্ষত্রিয় রুধির প্লাবনে সংসার হতে পাপ তাপ বিদূরিত করেছিলে, সেই মূর্ত্তি ধরে একবার এস মধু-সূদন! এসে এ নারকীয় কীট দর্পনারায়ণের দর্প চূর্ণ কর। দীনু বল, বল, একবার জয় জগদীশ হরে!!!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।



অন্তঃপুর

রাণী—(উপবেশনে)

ভগবান, দাও মতি পতিরে আমার,
যাহে গৃহে আসি পিতার চরণে মাগি ক্ষমা,
সুখে রহে শান্তির আশ্রয়ে।
কি আছে অসাধ্য তব ? কেন তবে দাসীরে কাঁদাও ?
জীবের উদ্ধার হেতু গৌরাঙ্গের বেশে
দেশে দেশে হরিনাম ঢালি,
পতিতে করিলে তুমি দয়াতে উদ্ধার ;
শিষ্যরূপে যশোদার পদপ্রান্ত করিয়া ধারণ
শিখায়েছ ভক্তি কোমলতা ;
গুরু মূর্ত্তে, রত্নাকরে পাপ পথ হ'তে,
উপদেশ মন্ত্র প্রাণে ঢালি
জ্ঞান মার্গে করিলে প্রেরণ।
তোমার কৃপায় বিশ্বরূপ,
চোর রত্নাকর আজি ধার্ম্মিক প্রধান ;
ব্যোম ব্যাপি তার যশোগান,
গীত হয় ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে !
বায়ু-লগ্ন জলকণা সম,

রমাবতী।

অনন্ত বিশ্বের পটে অনন্তে মিশিয়া সর্ব্বময়,
তুমি হরি করিছ বিরাজ।
শ্যামল বিটপি কুঞ্জে, অগাধ সাগরে
অথবা ভূধর শৃঙ্গে, চির মরুমাঝে,
খেলিতেছ তুমি দেব, রঙ্গে অবিরাম,
অলক্ষে ভবের খেলা, দেখ দিবারাতি ;
শক্তিধর অসাধ্য কি আছে চরাচরে ?
জগবন্ধু, জগন্নাথ, হে রাধাবল্লভ,
কোটী কোটী নমস্কার চরণে তোমার,
প্রাণাধারে দাও দেব, সুমতি ভকতি—
পথ প্রদর্শক হও জটিল সংসারে।

(প্রসন্নর প্রবেশ)'

প্রসন্ন। ও রাণী ঠাকুরুণ, আর কাঁদছ কেন, ঐ কি বলে, দেওয়ানজি এসেছেন। তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়ে দেও, এখনই রাজাকে ধরে আন্‌বে। ঐ কি বলে, তাঁকে ডাক্‌বো ?

রাণী। আচ্ছা ডাক।

(প্রসন্নর প্রস্থান।)

দয়াময়, বড়দায়ে ঠেকেছি, তাই লাজলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে দর্পনারায়ণের সম্মুখে বাহির হতে বাধ্য হলেম। যুবরাজ' দেওয়ানকে ভালবাসেন, বিশ্বাস করেন, তাঁর কথা ঠেল্‌তে পারবেন না তাই দেওয়ানকে ডাকিয়েছি, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে তাঁর

হাতে ধরে বিনয় করে বলব। রাধাবল্লভ, এতে যেন আমার কোন দোষ স্পর্শ না করে।

(দর্প ও প্রসন্নর প্রবেশ।)

প্রসন্ন। এই নিন্ রাণী মা—ওই কি বলে, দেওয়ানকে নিন্।

(প্রস্থান।)

রাণী। আপনি আমার স্বামীর বন্ধু, সুতরাং আমার পূজনীয়; আজ সেই সাহসেই আপনার সঙ্গে লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে কথা কইছি; তাতে অপরাধ গ্রহণ করবেন না। আজ আমার একটি প্রার্থনা রক্ষা করুন; আমার স্বামী যে অবধি মৃগয়ায় গেছেন, সে অবধি প্রাণ বড়ই ব্যাকুল। আপনি আমার স্বামীকে এনে দিন। এই উপকার করে আমার মৃতদেহে প্রাণদান করুন।

দর্প। তুমি তার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু সে তোমায় চায় না। তুমি তার দু' চক্ষুর বিষ। তবে কেন তার জন্য ব্যাকুল হচ্ছ?

রাণী। এ পোড়া অদৃষ্টের দোষে যদি তিনি আমায় বিষ নয়নে দেখেন, তা বলে আমি কেন আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি করবো? আপনি আমার স্বামীকে এনে দিন।

দর্প। সে আসবে না। সে আবার বিবাহ কর্‌বে বলেছে; তখন কেন তার জন্য ভেবে দেহপাত কর্‌ছ?

রাণী। যদি তিনি পুনরায় বিবাহ করে সুখী হ'ন, তাতে আমার আনন্দ বই দুঃখ নাই, কারণ তাঁর সুখেই আমার সুখ। নববধূ আমার ভগ্নীর স্বরূপ হবে, তাকে আদর কর্‌বো, সোহাগ কর্‌বো, তাতেই আমার অপার আনন্দ।

রমাবতী।

দর্প। তোমরা স্ত্রীজাতি, স্বভাবতই দুর্ব্বলা ; আমার কথা শুন, তার চিন্তা ছেড়ে দাও।

রাণী। আপনি এসব কি বল্‌ছেন ?

দর্প। আমি যা বল্‌ছি স্থিরভাবে চিন্তা কর, তাহলে বুঝতে পারবে।

রাণী। কি, স্পষ্ট করে বলুন।

দর্প। রমা, রমা (হস্তধারণ)

রাণী। দূর হ' নরাধম ! (হস্ত ছাড়াইয়া লওন)

দর্প। রমা, যে তোমায় চায় না তার সাধনা কেন ? আমায় ভালবাস, তাহ'লে আদর, সোহাগ, এমন কি এ অমূল্য প্রাণ পর্য্যন্ত তোমার পায়ে সমর্পণ কর্‌বো ! বল রমা ! হৃদয়েশ্বরি, বল তুমি আমার হবে ?

রাণী। এত স্পর্দ্ধা ! সামান্য ভৃত্য হয়ে এত স্পর্দ্ধা বাক্য ! যে দূর থেকে অবনত মস্তকে আজ্ঞা প্রতিপালন করে, তার পদতলে মোহনপুর রাজরাণী সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে কুল, মান, ধর্ম্ম খোয়াবে, এই আত্মধ্বংসকারী বাসনা কে তোর মনে জাগাইল নরাধম ? স্বামীর বন্ধু হয়ে, বিশ্বাসী ভৃত্য হয়ে, তোর এ কি ব্যবহার ? তুই আমার সম্মুখ হতে এখনি দূর হ'।

দর্প। তবে শোন রমা। তুমি যার জন্য এত ব্যাকুল, তাকে আর ইহজগতে দেখ্‌তে পাবে না। তার সঙ্গে ইহ জীবনে মিলন আশা আজ হ'তে জলাঞ্জলি দাও। তবে কেন এত গর্ব্ব ? অহঙ্কার ত্যাগ করে নররাজ মহারাজ দর্পনারায়ণের প্রণয়পাত্রী

হও, পরম সুখে বাস করবে, নচেৎ তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না।

রাণী। যে মন্দিরে বহুআরাধনা ক'রে, বহুতপস্যা করে, দেবমূর্ত্তি স্থাপন করেছি, সেই পবিত্র মন্দিরে, হেয় পদলেহী কুকুর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করবো? নিজের ধ্বংসের জন্য এ স্বপ্ন কোথায় দেখলি নরাধম? আমার জীবন-সর্ব্বস্ব মানসিংহ আমার হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি। অকৃতজ্ঞ ভৃত্য, তুই কোন তুচ্ছ! যদি ভগবান স্বয়ং উপযাচক হন্, তবু তিনি এ হৃদয়ে মানসিংহের স্থান অধিকার করতে পারবেন না। যদি প্রাণেশ্বরের দেখা ইহজীবনে না পাই, তথাপি দেখ্‌বি নরাধম, যতদিন দেহেপ্রাণ থাকবে ততদিন সেই প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে জীবন সার্থক করবো। যদি আমার স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন, আমাকে গৃহ হতে দূর করে দেন, আমার নামে ধিক্কার দেন, তবু যতদিন জীবিত থাকবো, ততদিন সেই মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য মূর্ত্তি এ হৃদয়ে স্থান পাবে না, সেই চরণ ভিন্ন অন্য চরণ সেবা করবো না।

দর্প। এখনও বল্‌ছি সম্মতা হও, নচেৎ অপমানিতা হয়ে সম্মতা হতে হবে।

রাণী। সাবধান নরাধম! যদি আমি সতী হই, স্বামীপদে যদি আমার ঐকান্তিক ভক্তি থাকে, সংসারে ধর্ম্ম থাকে, তাহ'লে কার সাধ্য আমার ধর্ম্মনষ্ট করে? পাপিষ্ঠ! তোর নরকের ভয় নাই? ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই? প্রভু-পত্নীর উপর অত্যাচার! পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি বিসর্জ্জন দিয়েছিস্?

রমাবতী।

দর্প। পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার জন্য সব বিসর্জ্জন দিয়েছি। জন্মজন্মান্তর নরকের কীট হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করবো, তথাপি যে উপায়ে পারি, আমার অভিলাষ পূর্ণ কর্‌তে সঙ্কুচিত হব না। স্বয়ং ভগবান এলেও আমায় নিরস্ত কর্‌তে পার্‌বেন না। যদি সহজে সম্মতা না হও, বলপ্রয়োগ কর্‌বো।

রাণী। এত স্পর্দ্ধা! আমার গৃহে আমার অপমান। সাবধান! নতুবা রাজদণ্ডে প্রাণ হারাবি।

দর্প। গর্ব্বিতা রমণী, এত অহঙ্কার?

(রাণীর অঞ্চল ধারণ ও বলপ্রয়োগ।)

রাণী। নরাধম! বিশ্বাসঘাতক। ভৃত্য হয়ে আমার অঙ্গস্পর্শের আকাঙ্ক্ষা! স্বর্গে কি ভগবান নেই? দণ্ডের কি ভয় নেই?

দর্প। দেখি আজ তোকে কে রক্ষা করে? দেখি তোর সতীত্বের অহঙ্কার কোথায় থাকে? (বল প্রয়োগ।)

রাণী। জনার্দ্দন! কৃপাময়! রক্ষা কর। আর আমার কেউ নাই। দয়াময়! তুমি দুঃশাসনের হাত থেকে দ্রৌপদীর মান রক্ষা করেছিলে, দশাননের অত্যাচার থেকে জানকীর সতীত্ব রক্ষা করেছিলে; তুমি অনাথার নাথ, অসহায়ের সহায়, অনাথবন্ধু, রাধাবল্লভ, এই পিশাচের করাল কবল হ'তে তোমার অধমা কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা কর। গোবিন্দ হে! কোথায় তুমি? করুণাময়! রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(শান্তশীল ও দীনুর প্রবেশ।)

শান্ত ও দীনু। মা, মা! স্থির হও; মার্—মার্—কুলাঙ্গারকে মার্—বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচকে মার। (দর্পকে প্রহার।)

শান্ত। এই কি রে কলির বিচার? এই কিরে যুগ-ধর্ম্ম?

দেবোপম যেই প্রভু,
পিতার আদেশ ঠেলি করিলরে কত উপকার,
অনন্ত বিশ্বাস ঢালি যে করিল বিশ্বাস স্থাপন,
তার কিরে এই পুরস্কার?
যার অন্নে গঠিত শরীর,
ধমনীতে প্রবাহিত শোণিতের কণা
সাক্ষ্য দেয় প্রভুর করুণা;—
তার অগোচরে, প্রভুপত্নী অসহায়া দেখি,
পশিয়া রাক্ষসরূপে অন্তঃপুরে তার,
নিরমল কুলে, মাখাতে কলঙ্ক কালি পিশাচ প্রয়াস?
দূর হ'য়ে নরাধম, পশুর অধম,
বিশ্বাসঘাতক, চোর, লম্পট-অগ্রণী।

(দর্পের প্রস্থান)

রাণী। বাবা, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

শান্ত। আর ভয় কি মা! তোমার সন্তান থাক্‌তে তোমার ভয় কি মা! যতদিন তোমার অন্নগঠিত শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাক্‌বে, ততদিন প্রাণপণে তোমাদের হিত কামনা কর্‌বো, মা শান্ত হ'ন।

রমাবতী।

রাণী। শান্ত, দীনু! তোমাদের কৃপায় আজ আমার মান রক্ষা হ'ল। আজ অবধি জান্‌লেম, বাছা, তোমরাই রাজার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী।

শান্ত। কৃপা কি মা? এ যে আমাদের কর্ত্তব্য। দীনু! রাণী মাকে তুমি সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে যাও। দর্পনারায়ণকে, কে কে সহায়তা করেছে তা' দেখ্‌তে হবে।

(দীনুসহ রাণীর প্রস্থান)

কি অদ্ভুত ব্যাপার! যার অন্নে প্রতিপালিত, যার কৃপায় রক্ষিত, তারই সর্ব্বনাশ! ভগবান! এর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

(প্রসন্নর চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে দীনুর প্রবেশ।)

একি! এও ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে নাকি?

দীনু। লম্বা ভুরি ছেড়ে দিয়ে—গ্যাখে কারখানা।

মেঘের পাশে মুচকি হাসে তাও কি জান না?

প্রসন্ন। দোহাই বাবা! আমি কিছু জানি না। দোহাই বাবা, আমার নামে রাজার কানে, ঐ কি বলে, কিছু লাগিও না। তোমাদের, বাবাঠাকুর, ভাল করে মিষ্টি খাওয়াব।

শান্ত। বেটি! তুমিও এর মধ্যে আছ—তাত জান্‌তেম না।

প্রসন্ন। দোহাই বাবাঠাকুর! আমার চৌদ্দপুরুষ, ঐ কি বলে, এর কিছু জানে না। কোন্ চোক্-থাকী, কোন্ গতর-খাকী, এর কিছু জানে বাবা! তোমায়, ঐ কি বলে, বড় বড় রসগোল্লা খাওয়াব।

শান্ত। দে বেটি—নাকে খৎ দে।

প্রসন্ন। এই দিচ্ছি বাবাঠাকুর! এই দিচ্ছি। ওমা, কি হবে গো! পোড়ারমুখো দেওয়ানের পেটে এত ছিলো? তা' কে জানে মা?

(নাকে খৎ দেওয়ন)

শান্ত। যা বেটি রাজবাড়ী থেকে এখনই দূর হ'য়ে যা, ফের যদি তোরে দেখ্‌তে পাই, তা হ'লে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

প্রসন্ন। না বাবা, এই চল্লুম! আর আমায় ত আমায়, আমার গোবরে তোলা ছাঁচটি পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাবে না।

(প্রস্থানোদ্যত ও উহাকে ধৃত করিয়া দীনু)

দীনু। মিষ্টি দেবার লোভ দেখিয়ে পালাও কেন ধন?
জল পড়ার ভূত নইক আমি ও কাল-বদন।

শান্ত। চল দীনু!

(প্রসন্নর ঘাড়ে ধরিয়া দীনু ও শান্তর প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।



বন-প্রান্ত

শিবির

(রাগের গীত)

সবার চেয়ে ভালবাসি কান্না অভিমান।
দিনের হাসি, জ্যোৎস্নারাশি হানে হৃদে বাণ ॥
নীল আকাশে কাদম্বরী, তুষার ঘেরা নত গিরি,
নোনা ধরা কোটাবাড়ী, দেখ্‌লে ঠাণ্ডা প্রাণ ॥
ভরা নদীর হৃদয় তুফান, কুলবতীর আবেশ মাখা গান ;
রোমে রোমে লাগ্‌ছে যেন দোমে দোমে টান ;
জলকণা আঁখির কোণে, গজমুক্তা হয়লো মনে,
(তার) নলিন আঁখির মলিন রেখা ঠাণ্ডা করে প্রাণ ;
ওলো ঠাণ্ডা করে প্রাণ ॥

(অন্তর্ধান)

(মানসিংহ ও দর্পের প্রবেশ)

মান। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা? স্ত্রী অবিশ্বাসিনী! মানসিংহের স্ত্রী অবিশ্বাসিনী! কখনও চক্ষে দেখিনি, স্বপ্নেও সন্দেহ করিনি। বিশ্বাস হয় না দর্প, বিশ্বাস হয় না।

দর্প। মহারাজ আমি আপনাকে যা' বল্‌ছি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবেন না। অন্য কেউ আপনার কাছে এ কথা বল্‌তে সাহসী হত না। কিন্তু মহারাজ! যখন আমায় বিশ্বাস করে সমস্ত আমার হাতে নির্ভর করে গেছেন, তখন আমি এ সব ব্যাপার কেমন করে গোপন করি?

মান। তুমি স্বচক্ষে দেখেছ, না জনশ্রুতি?

দর্প। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখেছি। কি বল্‌বো? বল্‌তে রসনা জড়িত হয়। রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রসন্ন এসে সংবাদ দিলে, আমি ত্রাস্ত হয়ে বাতায়নের পার্শ্বে যেয়ে দেখলুম্, শান্তশীল আর——

মান। দর্প! আর শুন্‌তে চাই না। কিন্তু তোমায় দেখাতে হবে; যদি না পার সমুচিত দণ্ড পাবে।

দর্প। মহারাজ! তার জন্য চিন্তা কি? আমার সঙ্গে গোপনে আসুন, আমি সমস্ত দেখিয়ে দিব।

মান। আচ্ছা, তুমি এখন বিশ্রাম করগে। আজ রাত্রিতেই আমি গোপনে যাত্রা কর্‌বো।

(দর্পের প্রস্থান)

আজ বুঝ্‌লাম রমণীহৃদয় কুটিলতাময়। অধরে হাসিমাখা সরলতা, অন্তরে হলাহল। পাপীয়সী রমা! তোর বাক্‌চাতুর্য্যে এতকাল মুগ্ধ হয়ে বিশ্বাস করেছিলুম্, তুই আমা ভিন্ন কিছুই জানিস্ না? এ সংসারে আমি তোর একমাত্র উপাস্য দেবতা। ভ্রমেও বিশ্বাস করিনি, যে সর্ব্বদা স্বামীর মঙ্গলকামনায় নিরত,

রমাবতী।

মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদে দুঃখচিন্তায় অভিভূত, সে কখন পর-প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যথেচ্ছাচারিণী হতে পারে? মূর্ত্তি! কার মূর্ত্তি? তুচ্ছ ভৃত্যের ভৃত্য, পরান্নভোজী, দণ্ডে দণ্ডে পদ-তাড়িত, পর্ণকুটীরবাসী নিঃসহায়, নিঃসম্বল, পাপাত্মা শান্তশীলের মূর্ত্তি! ধিক্ রমা, তোরে শতধিক্! আর যে এমন উচ্ছৃঙ্খল পাপীয়সীর পাণিগ্রহণ করে, প্রভাকর করোজ্জ্বল পবিত্রতাময় কুলে কলঙ্ক অর্পণ করেছে, তারও জীবনে ধিক! শান্তশীল! আরে আরে শান্তশীল! মানসিংহের কুলে কালি দিয়ে তুই জীবিত থাক্‌বি? এ মনের কোণেও স্থান দিস্ না। রমা, হতভাগিনী—অবিশ্বাসিনী রমা! তোর পতিকে প্রতারণা করে তার চক্ষুশূল হয়ে কখনও জীবিত থাক্‌বিনি। ঘৃণা! ঘৃণা! প্রতি নিশ্বাসে ঘৃণা! প্রতিপদক্ষেপে ঘৃণা! এ ক্ষত্রিয় জীবনে ঘৃণা! রাজবংশে ঘৃণা, রমণীকুলে ঘৃণা, ঘৃণা—ঘৃণা—অসহ্য ঘৃণা!

(দীনুর প্রবেশ)

দীনু। রাজা, কর্‌ছ কি মন্ত্রণা,
পরের কথায় মেরে বউ, পাবে যাতনা।
এমন কাজও করো না।

মান। দীনু সত্য বল, জান কি, রমা সতী রমণী? না, কুলটা ঘৃণ্যা, যথেচ্ছাচারিণী? জান যদি সত্য বল।

দীনু। সীতার মত রাণী তোমার ভাসিও না জলে
শুনকথা, যাবে ব্যথা, দীননাথ যা বলে।

মান। উন্মাদের কথার কি মূল্য! নিশ্চয় অবিশ্বাসিনী। দর্প যা বল্‌ছে কখন সে কথা মিথ্যা নয়।

দীনু। দেখে শুনে কর কাজ।
হার জিত নাহি লাজ॥
এ কথা যদি মিথ্যা হয়।
দীননাথ তার বাপের নয়॥

মান। ভাল, সেই ভাল। স্বচক্ষে দেখবো, তার চরিত্র স্বচক্ষে পরীক্ষা করবো, মনের সমস্ত সন্দেহ ঘুচাবো, তার পর প্রতিকার; তারপর প্রায়শ্চিত্ত। যাব, এখনি যাব—যাতনা—মর্ম্মভেদী যাতনা!

(প্রস্থান)

(দীনুর গীত)

দম্ দাদ্রে তা,—না—না।
ভবে সবে বুঝে চল না॥
কোথাও লতাপাতা ফুল পরিপাটী,
তার তলাতে কেউটে সাপ চায় মিটিমিটি,
শোভায় ভুলে সেথায় গেলে তুলবে পটল জান না।
কোথাও বালির ঘর, উপরটি তার চিকন চাকন, মরি কি সুন্দর!
খোকাছেলে সেথায় গেলে, চট্‌কে দিবে প্রাণখানা॥

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।



রাজবাটী সংলগ্ন রাজপথ

(গ্রাম্য বালিকাগণ)

বিন্দু। আর শুনেচিস্ বোন্ ?

মধু। কি হয়েছে লো ?

সরসী। ছুঁড়ীর কি বুকের পাটা, আমরা গেরস্ত ঘরের মেয়ে আমাদের অত সাহস নাই।

মধু। বলনা সরসী দিদি, কি হয়েছে ?

মতি। আর কি হয়েছে! কার পেটে যে কি আছে বোন কিছু বোঝা যায় না। গেরস্ত ঘরে হলে কি আর কিছু বাকী থাকৃত ? পোড়ারমুখাকে ঝাঁটায় বিষ ঝেড়ে দিব।

মধু। আরে মলো, আগে কি হয়েছে বল্ না, তারপর ঝেঁটায় বিষ ঝাড়িস্।

সরসী। রাজরাণী—রাজার বউ, পোড়া কপাল আর কি, দুধ ক্ষীরে অরুচি হয়ে পচা ঘোলে সাধ! গলায় দড়ি!

মধু। মর পোড়াকপালী, কি হল জিজ্ঞাসা করে করে গলা ভেঙ্গে গেল তবু কথাটা কি, বললিনি ?

সরসী। তুই শুনিস্‌নেই ? আ কপাল!

মতি। তুই ছিলি কোথায় ছুঁড়ি? সহর শুদ্ধ গোল—আর তুই জানিস্‌নি?

বিহু। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা, মা!—রাজা টের পেলে সব ফরসা করে দেবে।

মধু। আরে মলো! বল্‌না ছাই।

সরসী। আর শুন্‌তে বাকী থাক্‌বে কি না? কুলটার ঢাক বেজে গেছে, তখন আর কতক্ষণ?

মধু। তোর পায়ে পড়ি দিদি, বল কি হয়েছে?

সরসী। ওলো পশু রাণীর বিশ্বে বেরিয়ে গেছে।

মতি। রাণীর নয় লো—দেওয়ানের।

বিহু। না, লো না, রাণীতে আর দেওয়ানে—

মধু। কি করে এমনটা হলো?

বিহু। তা শুনিস্ নেই? রাণী নাকি তাকে দিন দিন আনতো, এনে চোরকুঠুরিতে লুকিয়ে রাখতো।

সরসী। তবে সবই জানিস্ আর কি। আমি নাজিরের মেয়ের কাছে এখনি শুনে আস্‌চি। শান্তশীলের সঙ্গে তার ঘটনা হয়েছে।

মতি। থাম্—থাম্! কিছু জানিস্‌নি? রাণী শুয়েছিল, আর দেওয়ান সেই সময় তার ঘরে ঢুকেছিল।

মধু। বেশ তাই হ'ল। নে আর পথের মাঝখানে ঝগড়া করিস্‌নে। কে কোথায় শুন্‌বে। রাজার কাণে যাবে, বড় ঘরের বড় কথা—তোর আমার দরকার কি? আয় একটা গান গাই।

মণিবতী।

গীত

বয়লো সুখে মলয় বায়।
তালে তালে কোকিল বধূ লতায় আড়ে গায়,
কাল জল নাচে ধীরে, রবি ছবি সোহাগ করে,
যেন মণি মালা গলে পরে, প্রণয় বিলায়॥

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

অন্তঃপুর সংলগ্ন রাজোদ্যান

(দর্প, ফকির ও ফটিকের প্রবেশ)

দর্প। ভাই! মহারাজ গোপনে আমার বাড়ীতে আছেন। তাঁকে বলেছি, শান্তশীলের সহিত রাণীর অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, মহারাজও বিশ্বাস করেছেন। তবে তিনি এ ব্যাপার চাক্ষুষ দেখ্‌তে চান।

ফটিক। তা হ'লেই ত ঘোল খাওয়ালে?

দর্প। তার ভাবনা কি? তুমি এক কাজ কর—শান্তশীলকে মহারাজের নাম ক'রে উদ্যানে ডেকে আন।

দর্প। আমি এদিকে ঠিক করেছি, শান্তশীল এখানে উপস্থিত হলে পরিচারিকা রাজার নাম ক'রে রাণীকে বাতায়নে ডেকে দেবে;

শান্তশীল উদ্যানে, আর রাণী বাতায়নে থাক্‌বে। সেই মিলন একবার মহারাজকে দেখাতে পার্‌লে আর কিছুই চাই না।

ফকির। উহু, হুহু, (কম্প।)

দর্প। ও কি হ’ল ?

ফকির। দেওয়ান মশায়! আমার কম্প এল।

দর্প। সে কি ? হঠাৎ ?

ফকির। হঠাৎ নয়, হৃৎকম্প আজ ক’দিন থেকে হচ্ছে। আজ দেখ্‌ছি গা-কম্প। মশায়, আমার শরীর খারাপ।

দর্প। বুঝেছি, কিন্তু ফকির এ কার্য্য না কর্‌লে রাজ্য লাভের পথ নিষ্কণ্টক হবে না। রাণী থাক্‌তে, রাণীর আত্মীয়-স্বজন সহায় থাক্‌তে, আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম পণ্ড হবে। ভাই! এতদূর অগ্রসর হ’য়ে আর পশ্চাৎপদ হয়োনা। রাজ্য তোমার করায়ত্ত—মঙ্গলঘট পদাঘাতে ভেঙ্গ না।

ফকির। আপনার কথা বুঝেছি, কিন্তু বুঝেও ত কম্প আট্‌কাতে পার্‌ছিনা ? দোহাই দেওয়ান মশাই! ঐ কাজটী আমি কর্‌তে পার্‌ব না। আমায় পক্ষাঘাতে ধর্‌বে।

দর্প। তা না কর্‌লে ত আমাদের কামনা সফল হবে না ? যেমন ক’রে হ’ক মানসিংহকে সহায়হীন করা চাই। যদি কখনও সে আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা জান্‌তে পেরে আমাদের বিপক্ষ হয়, তখন যাতে সে স্বপক্ষে শ্বশুরের নিকট কিংবা অন্য কোনও স্থান থেকে সাহায্য না পায় তার পথ আগে বন্ধ কর্‌তে হবে। ভাই, রাজ্য চাও ত হিতাহিত, ন্যায় অন্যায় বিচারে জলাঞ্জলি দাও। সংসারে

কা'রও চক্ষুর জলে ভুলনা; মায়া মমতা যেন হৃদয়ে স্থান পায় না। যদি ধনধান্যপূর্ণ এ বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হ'তে চাও, যদি মানসিংহের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চাও—তাহ'লে ভাই আমার কথা শোন। আমার উপদেশ অনুসারে কার্য্য কর, অচিরে রাজ্যলাভ হবে। রাজ্য! রাজ্য—বিশাল রাজ্য!

ফটিক। বলেন কি, রাজ্য! রাজ্য—বিশাল রাজ্য! পান্তুয়ার মত তাকিয়া, মোহনভোগের মত বিছানা, তাও কি ছাড়া যায়? ঠিক্ বলেছেন দেওয়ান মশায়! রাজ্য চাই। আগে রাজ্য! তারপর জান্। আমি প্রস্তুত আছি, দেওয়ান মশাই।

ফকির। (স্বগতঃ) আ মলো শালা বলে কি? রাজ্যটা একা ভোগা দেবে নাকি? এত করে শেষে রাজ্যটা হাত ফস্কে যাবে? শালা বড় কথাই বলেছে, পান্তুয়ার তাকিয়া, মোহনভোগের বিছ্না! আহা! ও শালা রাজা হবে আর আমি যেমন ফকির তেমনই থাক্‌বো। না বাবা তা হচ্চে না, দুধসাগরে ক্ষীরের ঢেউ? (প্রকাশ্যে) আমার কম্প সেরে গ্যাছে দেওয়ান মশাই। এই দেখুন আপনার কাজ কর্‌বার জন্য ছট্ ফট্ করছি।

দর্প। তবে ফকির আর ক্ষণকাল বিলম্ব করোনা; যাও শীঘ্র যাও, শান্তশীলকে নিয়ে এস।

ফকির। নিশ্চয় খাজা, গজা, মতিচুর, যেন দুধসাগরে ক্ষীরের ঢেউ! (প্রস্থান)

দর্প। যাও ফটিক, তুমি সতর্ক হ'য়ে রাজপথ রক্ষা কর, যেন কেউ এখানে দাঁড়াতে না পায়। (ফটিকের প্রস্থান)

দর্প। রমা তোর এত অহঙ্কার! এত গর্ব্ব! ঘৃণায় দর্প-নারায়ণকে পদাঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়ে যে বিষের আগুন জ্বেলে দিয়েছিস্ সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হবি। আমি পুরুষ, দুর্ব্বলাবালার তেজ, গর্ব্ব, তার নিকটে বালুকার প্রাচীর মাত্র। রমা, গর্ব্বিতা রমা, দ্যাখ তোর কি দুর্দ্দশা করি। যার সহায় বলে উত্তেজিত হয়ে ধরা শরা জ্ঞান কর্‌তিস্, যে গরিমায় আমার আশা নির্ম্মূল করে অবমাননা করেছিস্, আজ তোর সে তেজ, সে সহায় হরণ করে, ঘোর বিপদ সাগরে তোকে নিমগ্ন কর্‌বো। রমা! পুড়ে মর্, পুড়ে মর্! নচেৎ দর্পনারায়ণের শান্তি নাই।

(প্রস্থান)

(শান্তর প্রবেশ)

শান্ত। মহারাজ কখন্ এলেন; কেন এস্থানে আস্‌তে আদেশ দিলেন, কিছুই বুঝতে পারছি না! সেই রাত্রি অবধি দর্পনারায়ণও নিরুদ্দেশ। সে যেরূপ ভয়ঙ্কর ব্যক্তি, তাতে তার অসাধ্য কিছুই নাই। তারই কি কোন কারসাজি? আর এতেই বা তার কারসাজি কি খাটবে? এখানে এলুম, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, তারপর যদি মহারাজের দেখা না পাই, চলে যাব।

(রাণীর বাতায়ন সম্মুখে দণ্ডায়মান)

শান্তশীল। মা, শুন্‌ছি রাজা এসেছেন। দেখা হয় কিনা মা?

রাণী। না, বাবা, কোথায় তিনি? একবার ডেকে দাও।

(বাতায়ন হ'তে রাণীর প্রস্থান)

রমাবতী।

(মানসিংহ, দর্প, ফটিক ও ফকিরের প্রবেশ।)

মান। তবে রে বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচ! আমার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আমারি সর্ব্বনাশ!

শান্ত। মহারাজ! একি! বিনা অপরাধে আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন?

দর্প। মহারাজ, ওর কোন কথা শুনবেন না। ও বড় শয়তান। কুলাঙ্গারের প্রাণ বধ ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

মান। নির্লজ্জ, এখনও তোর মুখে বাক্য স্ফুরণ হচ্ছে? এখনও বল্‌ছিস্ নিরপরাধী? স্বচক্ষে যে কার্য্য দেখ্‌লুম তারও প্রতিবাদ কর্‌তে সাহসী হচ্চিস্? বিশ্বাসঘাতক! তুই কি মনে করিস্ যে তোর মত আমার চক্ষুও বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য কর্‌বে?

শান্ত। মহারাজ! বুঝেছি দুরাত্মা দেওয়ানের কৌশলে আজ আমার এই দুর্গতি।

দর্প। কি পাষণ্ড, নিজের দোষস্খালনের জন্য আমার উপর দোষারোপ? মহারাজ! পাপাত্মার সহিত অধিক বাক্যব্যয়ে আপনার পবিত্র রসনা কলুষিত করবেন না। বধ করুন।

মান। শান্তশীল! আর কেন আত্মগোপন? যদি নিজের প্রাণ চাও, যদি নিষ্কৃতি চাও, তা হ'লে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বল।

ফটিক ও ফকির। মহারাজ! আর কেন? কাজ শেষ ক'রে ফেলুন।

দর্প। সেই কথা ভাল। ও মাথামুণ্ড কত কি বল্‌বে, অপরাধীর কথা কবে বিশ্বাসযোগ্য?

শান্ত। প্রাণ যায় ক্ষতি নাই। মানের কাছে প্রাণ অতি তুচ্ছ! মহারাজ! সেই মান যখন গেল, তখন এ জীবনে আর ফল কি? জীবীত থেকে চিরদিন পুড়ে মরা অপেক্ষা এখনই প্রাণ বধ করুন। আত্মার শান্তি হউক। কিন্তু ধরণীশ্বর! বিশ্বাস করুণ আর নাই করুন, চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষি করে বল্‌ছি, ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করে বল্‌ছি, শালগ্রাম হাতে দিন, স্পর্শ করে বল্‌ছি।

ফটিক। যা বল্‌বি ব্যাটা বলে ফেল্‌। তোর আর ভাঁড়ামিতে কাজ নাই। কি সত্যবাদীরে? তোর স্পর্শে শালগ্রামও শিউরে উঠে।

শান্ত। ভগবানকে এই ধন্যবাদ দি যে, কখনও রাজপরিবারের অমঙ্গল চিন্তা মনোমধ্যে তিলার্দ্ধের জন্যও স্থান পায় নাই। আর নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে তিলেকের জন্য যেন সেই পিশাচভাবের উদয় না হয়। মহারাজ! প্রাণ রক্ষার জন্য প্রাণের মমতায় বলি নাই; দোষ হ'তে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বলি নাই। বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, এই মোহনপুরের রাজলক্ষ্মী আপনার পাট মহিষী সতীশিরোমণি সাবিত্রীরূপিনী! চন্দ্রের কলঙ্ক আছে, দেব চরিত্রেরও কলঙ্কের কথা শ্রুত হয়, কিন্তু মহারাজ, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহু তপস্যার ফলে যে স্ত্রীরত্ন লাভ করেছেন, যার শান্তিছায়াস্পর্শে, আপনি এতকাল সর্ব্বসুখের অধিকারী, সেই মহাপুণ্যময়ী রমণীর চরিত্র অতুলনীয়। সেই সতী রাণী আমার মা, আমি তাঁর অধম পুত্র।

দর্প। ওঃ কি ভণ্ড! শুনে আমার আপাদমস্তক জলে উঠ্‌লো। বেটা চোখে চোখে ধরা পড়্‌লো—আর এখন ভণিতা দেখ!

ফটিক। চোখ বলে চোখ! ফুটি কানা নয়, রাত কানা নয়, সূর্য্যিকানা নয়!

ফকির। দিন কানা নয়, টেরা নয়, মাস্‌ত্যাল্‌পড়া নয়, ছানি পড়া নয়, টল্‌টলে চল্‌চলে জ্বল্‌জ্বলে, ফ্যাল্‌ফেলে এমন এমন পেঁচার মত রাজার চোখ্‌।

ফটিক। চোখ বলে চোখ্‌?

দর্প। বেটা কি মিথ্যুক হে! ঝর ঝর ক'রে মিথ্যা কথা গুলো ঝরিয়ে দিলে, একটা ঢোকও গিল্লে না।

মান। আচ্ছা, শান্তশীল, বল দেখি তুমি কি জন্য এমন সময় এখানে এসেছিলে? এখানে তোমার কি কাজ ছিল?

ফটিক। মহারাজ! আর কেন? কচ্‌ক'রে গলাটা কেটে দিন্‌, টক্‌ ক'রে মুণ্ডটা পড়ে যাক্‌, চট্‌ ক'রে কাজ শেষ হয়ে যাবে।

মান। আমার প্রশ্নের কি কোন উত্তর আছে?

শান্ত। আছে, মহারাজ। আর বল্‌বো না। এ সময় বল্লে আপনি বিশ্বাসও কর্‌বেন না। তা' ছাড়া, অপরের নামে গ্লানি কর্‌তেও প্রবৃত্তি নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, আমি স্বইচ্ছায় এখানে আসি নাই, আপনার নাম ক'রে কা'রও দ্বারায় আনিত হ'য়ে ছিলাম, এবং মহারাণীও বোধ হয় সেই কৌশলে ঐ বাতায়ন সম্মুখে প্রেরিত হয়েছিলেন। মহারাজ! চক্র, ভয়ঙ্কর

চক্র। আর আমায় প্রশ্ন কর্‌বেন না। কর্‌লে উত্তর দিতে পার্‌বো না। মহারাজের বিচারে যথার্থই যদি আমি অপরাধী হই, আমায় শাস্তি দিন, তাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই।

দর্প। বেটা মিথ্যাবাদী! নরপিশাচ! নরপাংশুল!

শান্ত। ভগবান তোমায় সকল পাপ থেকে রক্ষা করুণ।

মান। তোমাদের অন্তরের ভাব তোমরাই জান, আর জগদীশ্বরই জানেন; কিন্তু আমার চক্ষুকে অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না। এক্ষণে তোমার প্রতি এই আদেশ, অনতিবিলম্বে তুমি নগর ত্যাগ কর। নচেৎ তোমার অমঙ্গল ঘট্‌বে।

শান্ত। সে কি মহারাজ! গুরুতর অপরাধের এই কি শাস্তি? যদি আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে থাকেন তা' হ'লে আমার প্রাণবধাজ্ঞা দিন—গুরুতর অপরাধের কি এই দণ্ড? মহারাজ! আমায় শাস্তি দিন, দণ্ড দিন। এই ধর্ম্মের সংসারে যদি আমি মহাপাপে লিপ্ত হয়ে থাকি তা' হ'লে নারায়ণ! তুমি আমার উপযুক্ত দণ্ড বিধান কর। আর এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্ব্বান্তঃকরণ নিঃসৃত আশীর্ব্বাদে যেন মহারাজের চিরলক্ষ্মী চির অচলা হয়ে সর্ব্বদা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন্। মহারাজ! আমি আপনার অন্নদাস, এই অন্নগঠিত শরীরে যতদিন প্রাণ থাক্‌বে, ততদিন কায়মনোবাক্যে মহারাজের মঙ্গল কামনা কর্‌বো। অধীন ভৃত্যের এই শেষ, নিবেদন, কুচক্রীর কুচক্রে প'ড়ে' আমার সতী জননীর অমর্য্যাদা কর্‌বেন না; তাঁর মনঃপীড়ায় আপনার অমঙ্গল হবে। চাটুকারের চাটুবাক্যে মোহিত হবেন না, দুর্ব্বল মন সবল করুণ।

রমাবতী।

মান। আমার সুমুখ থেকে চলে যাও। ভগবান এর বিচার করুন।

(প্রস্থান)

(দর্পনারায়ণ কর্ত্তৃক শান্তশীলের গলায় হাত দিয়া দূরীকরণ)

সকলে। কাম ফতে! শান্তশীলের বিসর্জ্জন, কাম ফতে।

ফটিক ও ফকির। খুব বুদ্ধির খেল যা' হ'ক, এর কাছে টাকু মোড়ল, আত্মারাম সরকার কোথায় লাগে।

দর্প। হ্যা হে! দর্প কর্‌তে নেই—দর্প কর্‌তে নেই। আমার এতে কি—তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদ। আর এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই, চল।

ফটিক ও ফকির। ব্যস্‌ বাবা! কাম ফতে! ক্যা-মজা, কাম ফতে! (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

অন্তঃপুর

মান। শান্তশীলের কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার হৃদয় ঘোর সন্দেহে আচ্ছন্ন। নির্ভীক হৃদয়ে সে যা' বল্লে, পাপীর মুখ হ'তে এ সকল বাক্য কখন নিঃসৃত হয় না। তবে কি রমা অসতী নয়? তবে কি সে দ্বিচারিণী নয়? তবে আজ একি দেখ্‌লেম!

রমা বাতায়নে, শান্ত উদ্যানে। কেন? কি জন্য? কি অবোধ্য কারণ সমবায়ে উভয়ের সম্মিলন? চক্র! শান্ত বল্লে চক্র! তবে তাই কি? সম্ভব। সে যে ভগবানের চেয়ে পবিত্র, সে কি কখন বিশ্বাসঘাতিনী হ'তে পারে? আমি যে তার সংসার, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বর—আমি যে তার সুখে দুঃখে আশ্রয়—সে কি কখন আমায় ভুলে, আমার ভালবাসা পদদলিত করে, পরপুরুষ আসক্ত হ'তে পারে? রমা কলঙ্কিনী? অসম্ভব। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, এমন কি দেবতাদের মধ্যেও কলঙ্ক থাকৃতে পারে কিন্তু রমা, কলঙ্কিনী নয়। রমা বিশ্বাসঘাতিনী নয়; রমা ধর্ম্মরাজ্যের ঈশ্বরী রমা সতীশিরোমণি, রমা আমার হৃদয়মন্দিরের রাজরাজেশ্বরী। কে বলে দিবে, কে বুঝিয়ে দিবে, নারায়ণ বলে দাও, আমার রমা, যাকে প্রাণে প্রাণে হৃদয় বিনিময়ে ভাল বেসেছি, আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে যার ছবি বুকে ধরেছি, একবার বলে দাও দয়াময়—সেই রমা কি দুশ্চারিণী কলঙ্কিনী?—না আর্য্যাবর্ত্তের উজ্জ্বলতম রত্ন সতীশিরোমণি?

(রমার প্রবেশ)

রমা। একি, মহারাজ, এ কি শুন্‌লেম্? শান্তশীল নাকি নির্ব্বাসিত? তোমারি একমাত্র বন্ধু; রাজ্যের একমাত্র হিতৈষী, সে নাকি রাজ্য হ'তে দূরীভূত? একথা কি সত্য?

মান। (স্বগতঃ) উঃ দুশ্চারিণী, শান্তশীলের জন্য উন্মত্তা! (প্রকাশ্যে) সম্পূর্ণ সত্য।

রমাবতী।

রমা। কেন মহারাজ, তার অপরাধ কি ?

মান। তার যা' অপরাধ—তোমারও সেই অপরাধ।

রমা। আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পারছি না। এ সব কথা কি ? তোমারই বা এ ভাব কেন ?

মান। রমা, এখনও কি মায়ায় মুগ্ধ কর্‌তে চাও ? যে কুহক জাল বিস্তার ক'রে এতদিন আমায় আচ্ছন্ন রেখেছিলে তা' ছিন্ন হয়েছে। আর প্রতারণা কেন ? যার প্রতিমা দেবীভ্রমে এতদিন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেছিলাম আজ তাকে চিনেছি, আজ সে প্রতিমার বিসর্জ্জন দিয়েছি।

রমা। এ কি বল্‌ছ ? আমি কুহকী ? প্রতারক ? যে তোমায় পেয়েছে সে কি কখনও প্রতারক হ'তে পারে ? তোমার সংস্পর্শে যে পিশাচও দেবতা হয়।

মান। আর কেন রমা ? মায়াতে ভুলাতে আর পার্‌বে না। এতদিন রাক্ষসীর মায়াজালে আমার দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল, এখন আমার সে মোহান্ধকার ঘুচে গেছে।

রমা। তোমাকে ভালবাসা ভিন্ন অন্য মায়া শিখিনি—তোমার ধ্যান, তোমার চিন্তা, তোমার পূজা ভিন্ন অন্য ব্রত কখনও গ্রহণ করিনি। দেবতা সাক্ষী—আজীবন কখন মিথ্যা কথা বলিনি, কখন অসত্য ব্যবহার করিনি।

মান। তবে সত্য বল—বাতায়নে দাঁড়িয়ে শান্তশীলের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল ?

রমা। ধর্ম্ম সাক্ষী, তোমার কথা ছাড়া আর কোন কথা

হয়নি। তুমি আমায় ডেকেছিলে তাই সেখানে গিয়েছিলুম্। সে আমার পেটের সন্তান, তোমার যথার্থ বন্ধু। মহারাজ, তোমার পায়ে ধরি, তাকে নির্ব্বাসন করো না।

মান। (স্বগতঃ) এত স্পর্দ্ধা; এখনও তার নাম! (প্রকাশ্যে) এতক্ষণে স্থির জানলুম, রমা তুমি পাপে ডুবেছ, পবিত্র কুলে কালি দিয়েছ, তোমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ভগবান করবেন। আমি দণ্ডের ব্যবস্থা করে, জগৎময় কলঙ্কের ধ্বজা উড়িয়ে, পবিত্র মোহনপুরের ক্ষত্রিয়কুল অনপনেয় কালিমায় কলঙ্কিত করতে ইচ্ছা করি না। ভগবান দণ্ডপ্রদাতা; আমি নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু যে কলঙ্কিনী, তার এ গৃহে স্থান হ'তে পারে না।

রমা। আমি কলঙ্কিনী? কারে কথা বলছ, মহারাজ?:

মান। শুধু কলঙ্কিনী কেন; তুমি বিশ্বাসঘাতিনী, দ্বিচারিণী।

রমা। আমি বিশ্বাসঘাতিনী? আমি দ্বিচারিণী? ব্রহ্মাণ্ড অবিশ্বাস করে, হৃদয়ের সমস্ত বিশ্বাস তোমার হৃদয়ে স্থাপন করলে যদি আমি অবিশ্বাসিনী হই তা হ'লে আমি শতবার অবিশ্বাসিনী। পুণ্য, ধর্ম্ম, সুখ, শান্তি, স্বর্গ, ঈশ্বর, পিতা, মাতা, সকল ত্যাগ করে একমাত্র তোমাতে অনুরক্ত হ'লে যদি দ্বিচারিণী হই তা হ'লে আমি সহস্রবার দ্বিচারিণী।

মান। আমিও বলি, যে নারী আত্মমর্য্যাদা, মান সম্ভ্রম, ধর্ম্ম, স্বামী ভুলে পরপুরুষানুরক্ত হয়, সে সহস্রবার কেন লক্ষবার দ্বিচারিণী। তুমি রমণী, তোমার প্রতি পরুষ ব্যবহার অনুচিত, তাই বলি, আমার বর্দ্ধমান ক্রোধ বহ্নিতে ঘৃতাহুতি ঢেলো না।

রমাবতী।

রমা। মহারাজ, তুমি যখন আমায় কলঙ্কিনী বলেছ তখন আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। দুঃখ পেলে যার বুকে মাথা রেখে প্রাণের ব্যথা জুড়াব, সেই যখন আমায় কলঙ্কিনী বলেছে তখন আমার যন্ত্রণার ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সংসার, পৃথিবী সকলই আছে, কিন্তু তুমি ছাড়া আমার কিছুই নাই। তুমি আমার সুখ, স্বর্গ, তুমি আমার একমাত্র কাম্য, একমাত্র ধর্ম্ম। তোমার সম্মুখে বিশ্ব, চরাচর, তেত্রিশকোটি দেবতাকে সাক্ষী রেখে বলছি, যদি আমি কখনও পরপুরুষের উপযাচিকা হয়ে থাকি, যদি কখনও ভ্রমে কিম্বা স্বপ্নে, জ্ঞানে কিম্বা অজ্ঞানে, মোহনপুরাধিপতি মহারাজ মানসিংহ ব্যতীত অপরের মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করে থাকি, তা হ'লে যেন অন্তিমকালে তোমার চরণদর্শন আমার অদৃষ্টে না ঘটে। যেন জন্মজন্মান্তরে পতিপুত্রে বঞ্চিত হই।

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। কাকে কলঙ্কিনী বল্‌ছ, মহারাজ? যে সাবিত্রীর চেয়ে সতী, লক্ষ্মীর চেয়ে পবিত্র, তাকে কলঙ্কিনী বল্‌ছ, মহারাজ তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। যার কথা তোমার নিকট বেদমন্ত্র সে যখন আমার সইকে দ্বিচারিণী বলেছে, তখন তুমি আমার কথায় যে প্রত্যয় করবে না তা জানি। কিন্তু মহারাজ, বল্‌তে রসনা জড়িত হয়, কি বল্‌ব? যে পাপিষ্ঠের কুহক মন্ত্রে ভুলে দেবতুল্য পিতাকে দেশত্যাগী করেছ, সেই মহাপাপিষ্ঠ কীটাণুকীট, তোমার কুল কলঙ্কিত কর্‌তে নিশীথে অপাপবিদ্ধা সতীরাণীর কক্ষে প্রবেশ

করেছিল। ধার্ম্মিক চূড়ামণি শান্তশীল সে বিপদ হ'তে সইকে রক্ষা না কর্‌লে, আজ তোমার বংশের মান কোথায় থাকৃত? পুরস্কার স্বরূপ ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত কর্‌লে, অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিলে। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে, রাজকুলবধূকে কলঙ্কিনী বলে বিদূরিত করেছ? বিনা দোষে সতীর অপমান ক'রে স্বইচ্ছায় মহাবিপদ আহ্বান করো না, মহারাজ। ভূতভাবন ভবানীপতি সতী পূতদেহ স্কন্ধে ধরে ত্রিভুবন পর্য্যটন করেছিলেন, তা' কি ভুলে গেছ, মহারাজ? বৃন্দাবনবিহারী শ্রীহরি যে সতীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁর চরণ-যুগল ধারণ করেছিলেন, ঐশ্বর্য্য বিলাসোন্মত্ত পাষাণহৃদয় মানসিংহ, তুমি সেই সতীর অপমান করে কেন রাজকুল ধ্বংশের অঙ্কুর রোপিত করছ?

মান। তুমি পাপিষ্ঠার সহচরী—তোমার কথায় প্রত্যয় করি না। যে মায়ায় মুগ্ধ হয়ে এতদিন মায়াবিনীকে সতী ভ্রমে গলায় পরেছিলাম, আজ সে মায়াজাল ছিন্ন হয়েছে, যে কলঙ্কিনী সে পরিত্যাজ্যা; এ গৃহে তার স্থান হ'তে পারে না, যাও জাহ্নবী, বিশ্বাসঘাতিনীকে আমার গৃহ হ'তে লয়ে যাও।

(প্রস্থান)

রমা। মহারাজ, চল্লুম—জন্মের মত চল্লুম—আমার সর্ব্বস্ব এখানে রেখে চল্লুম। আর আসব না—আর তোমায় জ্বালাব না। কিন্তু মহারাজ, মনে রেখো তুমি নিরপরাধিনীকে, কুলবধূকে অকারণ কলঙ্ক অপবাদ দিয়ে গৃহ হতে বহিষ্কৃত কর্‌লে। যদি সত্য ধর্ম্মের উপর এ সংসার প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি স্বর্গে দেবতা থাকে, যদি

রমাবতী।

পাতিব্রত্যে ধর্ম্ম থাকে, তা হ'লে মোহনপুররাজ, স্মরণ রেখো একদিন অশান্ত প্রাণে আবার আমায় খুঁজে বেড়াবে, আবার আমায় দেখা দেবে, আবার আমায় আদর করে ডাকবে।

(প্রস্থান)

(গৃহলক্ষ্মীর অবির্ভাব ও গীত)

কেন মিছে বল চঞ্চলা।
থাকিব কেমনে, অধীর পরাণে, কত বা সহিব জ্বালা
স্নেহ ভরে যারে, করিবে কোলে, হতাদরে মোরে চরণে ঠেলে,
ব্যথিত হৃদয়ে, কত থাকি সয়ে, চ'লে যাই হয়ে ব্যাকুলা॥

(পটক্ষেপন)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রণা গৃহ

(নর্ত্তকীগণের গীত)

ঐ ভাসে দিনমনি সুনীল গগনে।
হাসে তরুশির, সমীরণ ধীর, ঝরে সুধাধারা বিহগ কূজনে॥
ধায় তটিনী, মৃদুগামিনী, ফলফুলহারে শোভিতা ধরণী;
মোহনমালা, প্রেমের খেলা, প্রাণে প্রাণে বাঁধা মোহন মিলনে॥

(প্রস্থান)

দর্প। এইবার অনেকটা নিষ্কণ্টক! অনেকটা নির্ভয়। বৃদ্ধ নির্ব্বাসিত, শান্তশীল বিতাড়িত, রাণী বিদূরীত! আপদ গ্যাছে।

স্ফটিক। বেটি দুপুর রোদে হেঁটে গেল।

দর্প। যাবে না? গাড়ী, পাল্কী, মুটে সব বন্ধ করে দিছ্‌লুম।

রমাবতী।

ফকির। বেটির কি রূপ! দশদিক আলো করে যাচ্ছিল।

দর্প। আর ওসব কথা তুলো না। তাঁকে মনে পড়লে— তার কথা উঠ্‌লে, আমি সব ভুলে যাই। যা'ক্‌, কোন রকম ক'রে বেটাকে দিন কয়েকের জন্য দেশান্তরিত কর্‌তে পার্‌লে আর আমাদের কে পায়।

ফকির। তা হ'লে কি হবে?

দর্প। আবার কি হবে? তোমরাই রাজা হবে।

ফটিক ও ফকির। অ্যাঁ! রাজা হব? বলেন কি?

ফটিক। আমি রাজা হলে দিনকতক পোলাও কালিয়া খেয়ে নিব। শাক-চড়চড়ি আর ভাল লাগে না।

ফকির। আরে, ও ত আছেই; আমি রাজা হলে পায়ে চলে গা—এ সাই, বাৎ কহেগা—হু, হু! গোঁফমে তাও দেগা—ই—য়্যাঃ।

দর্প। চুপ করো, মহারাজ আস্‌ছেন।

(রাজা মানসিংহের প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন)

মান। দেওয়ান! আমার চিত্তের স্থিরতা নাই। রাজকার্য্য তুমিই পর্য্যালোচনা কর, তোমারই উপর সব নির্ভর কর্‌লেম।

দর্প। যে আজ্ঞা মহারাজ! তার জন্য চিন্তা কি? আপনাকে কোনও কষ্ট পেতে হবে না। কিন্তু মহারাজ, যে রকম সব রাজ সরকারে কর্ম্মচারী, তাতে সহজে কেউ কথা শুন্‌বে না। সেই জন্য মহারাজ, আমায় একটি হুকুমনামা দিন।

মান। আচ্ছা একটা লিখে আন; আমি স্বাক্ষর করে দিচ্ছি।

দর্প। যে আজ্ঞে মহারাজ!

(জনৈক দ্বারপালের প্রবেশ)

রাজার হস্তে পত্র দান।

মান। (পত্র পাঠ করিয়া) পিতার আসন্নকাল উপস্থিত। তিনি আমাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন। অদ্যই রওনা হব। কাল-বিলম্ব কর্‌বো না। আমার যান বাহনাদি প্রস্তুত কর্‌তে শীঘ্র আদেশ দাও।

দর্প। যে আজ্ঞে মহারাজ। তা হলে হুকুমনামাটা সহি করে দিন্।

মান। (তথাকরণ) আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হইগে।

(প্রস্থান)

ফটিক। (স্বগতঃ) হ্যা হওগে। যমের বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হওগে।

দর্প। ভাই, ভগবান সময় দিয়েছেন, এ সুযোগ ছাড়লে আর পাবে না।

ফটিক। গোলাম হাজির, কি কর্‌তে হবে আদেশ দিন্।

ফকির। আর বেশী দেরী সইছে না। শিগ্‌গির একটা রাজা বনিয়ে দিন। রাজা হবার জন্য গা-টা মাটি মাটি কর্‌ছে।

দর্প। তার জন্য ভাবনা কি ? রাজা হয়েছই ধর। এখন মানসিংহ নামে রাজা, কার্য্যতঃ তোমরাই রাজা। আর এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। চল, মান বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করিগে। (সকলের প্রস্থান)

রমাবতী।

(দীননাথের প্রবেশ)

(গীত)

দৃম্ তাদৃম্ তাদৃম্—তা, না—না।
শনির প্রেমে গলাগলি আর যাচু টে কেনা।
জন্মদাতার হ'ল মরণ ঘরের লক্ষ্মী বিসর্জ্জন,
শনির খেলায় ভেঙ্কি লাগায় নলের কি বিড়ম্বনা।
বোকা রাজা আঁখি মেল, দেখে শুনে পথটা চল,
নইলে, সাপের ছোবল খেয়ে শেষে উড়ে যাবে প্রাণখানা॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ

(দর্পনারায়ণের প্রবেশ)

দর্প। আর কি! কারেও ভয় করি না। নায়েব, গোমস্তা, কারকূন, জমাদার, বলে, কৌশলে, প্রলোভনে, হস্তগত করেছি; আর কারেও ভয় করি না। তবে ফটিক ফকিরের বড় আশা— তাঁরা রাজ গদিতে বস্‌বেন! কিন্তু নির্ব্বোধ! এটা বুঝতে পার না, দর্পনারায়ণ কি পরের জন্যই এ রাজ্য-পথ নিষ্কণ্টক করেছে?

সংসারে এত সার্থশূন্য কে আছে ? মূর্খ ! যতই আকাশকুসুম দেখ না, এ রাজসিংহাসন দর্পনারায়ণের জন্য। নারায়ণ এলেও আমায় বিফলমনোরথ করতে পারবেন না। তা তোমরা কোন্ তুচ্ছ ! তবে এখন নিরাশ করবো না, আগে সমস্ত আপদ বিপদ দূর করি, রাজ্যের ভিত্তি অধিকতর দৃঢ় করি, তারপর অপমানিত করে তোমাদের বহিষ্কৃত করবো। যদি তাতেও প্রতিবন্ধক হও, তা হলে তোমাদের প্রাণবধেও কুণ্ঠিত হবো না। ঐ যে মূর্খেরা আনন্দ করতে করতে আসছে।

(ফটিক ও ফকিরের প্রবেশ)

ফটিক। আমি রাজা হব।

ফকির। কি চেহারা রে, যেন অমাবস্যার রাত্রি ! তোকে রাজা সাজবে কেন ? আমি রাজা হব।

ফটিক। মরি মরি ! প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গেল আর কি ? নিজের মুখখানি কখনও আর্শিতে দেখ নি ? কিষ্কিন্ধারাজ, কিষ্কিন্ধাধামে যাও। সেইখানে বেশ রাজা সাজবে। নল, নীল, হয়গ্রীব প্রভৃতি মন্ত্রী স্ব স্ব লাঙ্গুল বিস্তার করে চারিধারে ঘিরে বসবে, একবারে ইন্দ্রের সভা বনে যাবে আর কি ! মোহনপুরের রাজা আমি হব।

ফকির। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! আর যে হাঁসি রাখতে পারিনি ! দেওয়ান মশাই ! একবার শুনুন শুনুন। কথা শুনুন।

দর্প। কেন তোমরা ঝগড়া করছ ?

রমাবতী।

ফকির। বেশ কথা দেওয়ান মশাই, বলুন ত, রাজা কাকে সাজে?

দর্প। তার জন্য ঝগড়া কেন? দুজনেই রাজা হবে। দুই জনেই রাজ্য ভাগ করে নেবে।

ফটিক ও ফকির। সেই বেশ কথা। তা হলেই বিবাদ মিটে যাবে।

দর্প। এখন এক কাজ কর, তোমরা সপরিবারে রাজবাড়ীতে বাস কর। রাজার মত আদব কায়দা শিখলে তোমাদিগে সিংহাসনে বসিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনে বনে তপস্যা করতে যাব।

ফটিক। না, না, দেওয়ান মশাই, তা' হবে না। আপনি এত ক্লেশ করছেন, আমরা আপনাকে ছাড়্ব না। আপনি যেমন দেওয়ান আছেন তেমনি থাকবেন।

দর্প। আচ্ছা, সে পরে চিন্তা করা যাবে। এই হচ্ছে মাহেন্দ্রক্ষণ, আর কালবিলম্ব করো না। এখনই রাজবাড়ীতে যাত্রা কর।

ফকির। আজ ফকরের মায়ের ফকরের কি অনন্দ রে!

ফটিক। আজ ফটিকের বেটা ফটিকের কি আনন্দ রে!

(উভয়ের প্রস্থান)

(দ্বারপালের প্রবেশ, পত্রদান ও প্রস্থান)

দর্প। এ যে দেখ্ছি মানসিংহের পত্র! (পত্র পাঠ) অদ্যই ত সে প্রত্যাগমন করছে! কই হ্যায়?

(দ্বারপালের প্রবেশ)

তুমি শীঘ্র সেনানায়ককে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

দ্বারপাল। মহারাজ! তিনি দরবার গৃহে আপনার জন্য প্রতীক্ষা কর্‌ছেন।

দর্প। ডাক (দ্বারপালের প্রস্থান) (দর্পের পত্র লিখন)

(সেনানায়কের প্রবেশ)

দর্প। সেনানায়ক! তুমি এক সহস্র সৈন্য নিয়ে শীঘ্র সিংহ-দ্বারে সজ্জিত থাক, আর মুহুর্মুহু তোপধ্বনি কর্‌তে থাক। যখন মানসিংহ আসবে, তাকে এই পত্র দিয়ে মানে মানে নগর ত্যাগ কর্‌তে বল্‌বে। যদি সহজে স্বীকৃত না হয়, বলপ্রয়োগে দূর করে দেবে। যেমন ঘটনা হবে, দূতদ্বারা তৎক্ষণাৎ আমায় সংবাদ পাঠাবে।

সেনানায়ক। যথা আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

দর্প। আর ভয় কি! এমন শাসন করেছি যে, একটী বন্যপক্ষীও মানসিংহের সাহায্য কর্‌তে যাবে না। এখন মোহনপুর রাজ্যের আমিই যথার্থ প্রভু। সকলে আমার ভয়ে ত্রাস্ত, কেউ আর দেওয়ান বল্‌তে সাহস করে না। সকলেই মহারাজ বলে সম্বোধন করে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! মহারাজ মানসিংহ সিংহদরজায় এসে উপ-স্থিত হয়েছেন।

দর্প। কি দূত! যদি তোমার মুখে পুনরায় 'মহারাজ মানসিংহ' উচ্চারিত হয়, তা'হলে এখনই তোমার জিহ্বা দ্বিখণ্ড কর্‌বো।

রমাবতী।

আমি ব্যতীত এ রাজ্যের রাজা আর কেউ নাই। সেনাপতি কোথায়?

দূত। আজ্ঞে মহারাজ! তিনি সিংহদ্বরজায় উপস্থিত আছেন।

দর্প। যাও, মানসিংহকে শীঘ্র দূর করে দিতে বল।

দূত। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

দর্প। ঐ যে—ঐ যে—কামান গর্জ্জন! দর্পনারাণ, আজ তোর কি আনন্দ! এমন দিন যে কখন হবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। (তোপধ্বনি) ঐ যে ফের কামান নিনাদ। দর্পনারাণ, আজ মোহনপুরে তোরই আধিপত্য। তুই আজ শত শত প্রজার রক্ষক, তোরই হাতে শত শত প্রাণীর জীবন, মরণ। কি আনন্দ! কি সুখ! (পুনরায় তোপধ্বনি) ফের! ফের! সেই চরাচর ভীতিবিধায়ক গগনভেদী তোপধ্বনি! আহা! বড় দুঃখ, প্রাণেশ্বরী প্রমদাকে রাজরাণী কর্‌তে পারলেম না। প্রমদা, প্রমদা, কেন অকালে সংসার ছাড়্‌লে! দেখ তোমার স্বামী আজ মোহনপুরের অধীশ্বর। অদৃষ্টদোষে একটীও সন্তান হয় নাই। আমার অন্তে এ বিশাল রাজ্য কে ভোগ কর্‌বে? তার ভাবনা কি? যখন রাজ্য হয়েছে তখন সবই হবে। হাজার হাজার প্রাণেশ্বরী আস্‌বে, কত পুষ্যিপুত্রের উমেদার হবে। তার ভাবনা কি? টাকাতেই সব হবে।

রমাবতী।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ, অভিবাদন করি।

দর্প। কি সংবাদ?

দূত। মহারাজ, মহারাজমানসিংহ না, না, হুজুর, মানসিংহ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার প্রস্তাব কর্‌লেন। সেনাপতি সে আবেদন মঞ্জুর করলেন না। তার পর তার সৈন্যেরা যুদ্ধ কর্‌তে চাইলে, তাতেও তিনি বাধা দিলেন। বল্লেন; 'ভগবানের ইচ্ছা, পূর্ণ হোক্‌। আমার প্রায়শ্চিত্ত হোক।' এই বলে তিনি কোথায় চলে গেলেন। সেনাপতি বলে পাঠালেন, আর কোন আশঙ্কা নাই।

দর্প। দূত! কল্য তোমায় পুরস্কৃত করবো, যাও, শীঘ্র সেনাপতিকে সসৈন্যে পাঠিয়ে দাও।

(দূতের প্রস্থান)

আর আমায় কে পায়? শান্তবেটা আমায় ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে এসেছিল; তাই তার ধর্ম্ম ফল কপাল ফলে গেছে। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম কি? মানুষের ইচ্ছাই ধর্ম্ম—অনিচ্ছাই অধর্ম্ম। যদি আমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে চিরকাল আকাশপানে তাকিয়ে থাকৃতেম, তা হ'লে কে আমার রাজ্য হাতে তুলে দিতে আস্‌তো? এ সংসারে কাপুরুষেরাই ধর্ম্মের দোহাই দেয়। নির্ভীকপুরুষ কখনও ধর্ম্মের মুখাবলোকন করে না। এইবার ফটিক ফকিরের প্রাণসংহার করতে হবে, নচেৎ ভবিষ্যৎ পথ নিষ্কণ্টক হবে না। মানসিংহের সহিত যোগদান কর্‌তে পারে।

রমাবতী।

(সৈন্যসহ সেনাপতির প্রবেশ)

সকলে। জয়! জয়! মহারাজ দর্পনারায়ণের জয়।

দর্প। তোমরা আমার প্রাণ হতে প্রিয়তম। কারণ তোমাদের কৃপায় আমি রাজ্য লাভে সমর্থ হয়েছি, তোমাদের সকলকে কাল যথাযোগ্য পুরস্কৃত করবো।

সকলে। জয়! জয়! মহারাজের জয়।

(ফটিক ও ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। আমি নিব আলোয়ার।

ফটিক। আমি নিব রামপুর।

ফকির। দেওয়ান মশায়। আমি নিব আলোয়ার।

ফটিক। দেওয়ান মশায়! আমি নিব রামপুর।

দর্প। যাও সবে যমপুর।

ফটিক ও ফকির। দেওয়ান মশায়! সে কোথা?

দর্প। এই যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সেনাপতি, এই পামর দুটাকে গ্রেপ্তার কর।

(তথাকরন)

ফটিক ও ফকির। একি! একি! দেওয়ান মশায়! একি হবে?

দর্প। তোমাদের যমের বাড়ী যেতে হবে। যাও বধ্যকাষ্ঠে এদের বধ করগে।

ফটিক। ওগো, সটিকের বেটা ফটিকের কি হলো রে? কোথায় আলোয়ার, কোথায় রামপুর!

ফকির। দেওয়ান মশায়! আর কোথায় যমপুর। ফকুরের মায়ের ফকুরে ভিন্ন যে আর কেউ নাই গো।

সেনাপতি। এই, মুখ সাম্‌লে কথা বল। দেওয়ান কি? মহারাজ বল।

ফটিক। কই বাবা! মহারাজকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। এ যে দেওয়ানজী।

সেনাপতি। তোম্ কোন হ্যায়?

ফটিক। আমি বাবা ফ, ফ, টিক্, টিক্ টিক্ টিক্ টিক্

সেনা। তুমি তো ভারি বেকুব। যখন দেওয়ান ছিলেন, তখন দেওয়ান বলেছিলে, এখন ইনি হ'চ্ছেন মোহনপুরের মহারাজ দর্পনারায়ণ।

ফকির। তা বেকুব না হ'লে বা গুটি পোকার মত আপনার জালে আপনি জড়াই? দোহাই মহারাজ! হুজুর ধীরাজ! এই নাকে খৎ, এই কানে খৎ, বাবা প্রাণে মারবেন না। রাজ্য চাই না, কানাকড়িটী পর্য্যন্ত চাই না, প্রাণে মারবেন না।

দর্প। লে যাও—কোতল্ কর।

(প্রস্থান)

ফকির। বাবা সেনাপতি, আর যাই করবি তাই কর, প্রাণে মারিসনা বাপ! না বুঝেই কচু পোড়া খেয়েছি। দোহাই বাপ, প্রাণবধ করিসনি। বাবা, বুঝলুম, ধর্ম্মের কাঠি আপনি নড়ে।

ফটিক। বাবা, আমার বহুপরিবার। আমিই তাদের একমাত্র অন্নদাতা; আমি গেলে তাদের কি হবে বাপ? সেনাপতি ছেড়ে

দাও ; তোমার পায়ে পড়ি। দয়াময়! প্রাণ বাঁচাও, আর কখনও এমন কাজ হতে দিব না।

সেনা। এখন কাঁদলে কি হবে? এমন অন্যায় কাজ করতে গিয়েছিলে কেন? নির্ব্বোধ, জান না, এ সংসার, আর্শিতে মুখ দেখা, যেমন কাজ করবে তার তেমন ফল পাবে। চল, যমপুরের রাজগদিতে বসাইগে।

ফকির। আমরা যে পথের পথিক, তুমি ও তো তাই বাবা!

সেনাপতি। কে বলে?

ফকির। আমি বাবা। ফ, ফ, কিরি, রি, রি, রি, রি,।

সেনা। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করতঃ) যা বলেছ, সত্য। কিন্তু সৈনিক জাতি হুকুমের দাস; হুকুম পালন করতেই তাদের জন্ম। তারা হিতাহিত লক্ষ্য করে না, ন্যায় অন্যায় বিচার করে না। মহারাজ মানসিংহ দর্পনারাণের আদেশপালন করতে হুকুম দিয়েছেন, তাই করছি। এতে পাপপুন্য জানি না। আর কেন বিলম্ব করছো। এখন এই রাজ-পরিচ্ছদ পরে চল। (শৃঙ্খলবদ্ধ করন)

ফটিক। হায়, হায়, এতদিনে আমার চোখ ফুটলো; ধর্ম্ম আছে এতদিনে জানলেম্। ভগবান, তোমার পানে কখন চাইনি। নিঃশঙ্কচিত্তে এতদিন পাপাচরণ করে এসেছি। তাই আজ আমার এই দশা। প্রভু, দয়াময়, যে পাপের তুল্য পাপ নাই, সে পাপ অবাধে করেছি। যে ভালবাস্ত, যে বিশ্বাস করত, তার সর্ব্বনাশ করেছি। বধ্যকাষ্ঠে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চল্লুম।

ফকির। মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আজকে হ'ল; এমন দিন এক

দিন আসবে যে দিন দর্পনারাণকে আমাদের মত পাপাচরণের ফল-ভোগ করতে হবে। আজ আমাদের প্রায়শ্চিত্ত।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ ফটিক ফকিরকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

জাহ্নবী পুলিন।

মানসিংহ।

মান। দয়াময়! আমায় মৃত্যু দাও। মর্ম্মান্তিক যাতনা দিয়ে পিতাকে হত্যা করেছি, পতিপরায়ণা পত্নী, পাষণ্ড অত্যাচারে শেলবিদ্ধ হৃদয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত—তুহিন নিষিক্ত পদ্মিনীর ন্যায় দণ্ডে দণ্ডে নিষ্প্রভ স্বামীগতপ্রাণা অভাগীর প্রাণ বধ করলুম। ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে সকল মহাপাপ বর্ণিত আছে, যার প্রায়শ্চিত্ত বিধানে শাস্ত্রকর্ত্তাও অক্ষম, সেই মহাপাপের স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছি। এ মহাপাপের শেষ থাকে কেন? তাই আজ আত্মহত্যা করতে চলেছি। ভগবান, মৃত্যু দাও। আমি রাজ্য হারা হয়েছি বলে দুঃখ নাই। উত্তম হয়েছে। যে মহামূর্খ ধর্ম্মপ্রাণ পিতার চরিত্রে অবিশ্বাস ক'রে—চাটুকারের বাক্ চাতুর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে কলঙ্কের ডালি মাথায় দিয়ে সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন দেয়—যে

নরাধম পিতার চরণে আত্মসমর্পণ না ক'রে পত্নীর হৃদয়ে আত্মদান না ক'রে, বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের পদে আত্মসমর্পণ করে, সেই পাষণ্ডের এই হচ্ছে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। কৃপাময়! কৃপা করে এ অভাগাকে মৃত্যু দাও। যে মৃত্যু কামনা করে, সে মৃত্যু পায় না কেন? যে মায়াস্বপ্নে মুগ্ধ হ'য়ে আশার চক্ষে সংসার সুখধাম জ্ঞান করে, পুত্র কন্যা পরিবেষ্টিত হ'য়ে সংসারে স্বর্গসুখ উপভোগ করে, ভব কামনায় অন্ধ হয়ে যে সংসারে অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে, অচিরে মৃত্যু তার সে সাধ ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু যে মৃত্যু চায় সে মৃত্যু পায়না কেন? আহা! ঐ যে হরিপদবিহারিণী ত্রিতাপ হারিণী সুরধনী তরঙ্গে তরঙ্গে পাপতপ্ত জীবের তাপহরণ সংকল্পে শুভ্রবসনে দ্রুতগামিনী, মাগো! এ অভাগা ভীষণ পাপে লিপ্ত। সর্ব্বপাপহরা জননী, এ পাপাত্মা সন্তানের সে মহাপাপ হরণ কর্‌তে পার্‌বে কি? কেন পার্‌বি না মা? কলুষদগ্ধ কলির জীবকে উদ্ধার কর্‌তে পাপভারাবনত ধরার বক্ষে মন্দাকিনী ধারায় অহর্নিশি প্রবাহিতা। তবে এ পাপীর পাপভার অপনয়ন করতে কেন পার্‌বিনি মা? আজীবন সংসারে দুষ্কর্ম্ম করেছি, কখনও ভগবানের নাম গ্রহণ করি নাই, তার ফলে অনন্ত যাতনায় পুড়ে মর্‌ছি। কোল দে মা, কোল দে মা।

(গঙ্গাবালার উত্থান ও গীত)

এক মনে চলে যাও—ফিরে চেও না।
আসুক উষা, কুসুম ভূষা তিমির বসনা।

হো'ক সুখ দুঃখ হাসি অধোমুখ,
তার উজল আলো, আঁধার কালো, ফিরে দেখ না।
ওগো বিধির লেখা আঁখির আড়ালে,
দেখাবো সাধে উঠবে গরল, নিরাশা সাগরে ডুব না।

মান। কে গো? কে গান কর্‌লে? অপ্সরানিন্দিত, সুকোমল কণ্ঠনিঃসৃত আশাপূর্ণ ঝঙ্কারে কে আমার মেঘাবৃত হৃদাকাশে আশা-শশধরের স্নিগ্ধালোক ঢেলে দিলে। কে না বল্লে, মরো না? আত্মহত্যায় মহাপাপ। কে না ব'লে গেল, পিতার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি পুত্রের সকল দোষ মার্জ্জনা কর্‌বেন। তবে কি আবার ফির্‌বো? কই কই, আমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবমূর্ত্তি কৈ? তাঁর কাছেও কি ক্ষমা পাব? সেখানে যে নিষ্ঠুরতা নাই, পাপ নাই। আমি কেমন করে আমার পাপরাশি ল'য়ে তাঁর সামনে দাঁড়াব? সাধ হয় একবার সতী রাণীর পদপ্রান্তে পড়ে ক্ষমা চাই, একবার সেই স্বর্গজ্যোতিঃ প্রতিভাত করুণা মাখা মুখখানি পানে চেয়ে তেমনি করে "রমা", "রমা" বলে ডাকি। কিন্তু—কিন্তু, কোন্ মুখে সেখানে আর দাঁড়াব? না, না, আর আশায় মুগ্ধ হব না—কুহকীর ছলনায় ভুলে আর আত্মহারা হব না! এ বিশ্বরাজ্যে আমার সব ফুরায়েছে; সংসারে আর সুখ কি? সবই গ্যাছে, শ্মশান, শ্মশান, আর পারি না মা—এ যন্ত্রণাময় অনুতাপদগ্ধ জীবন আর বইতে পারি না, মা! ত্রিতাপহরা জাহ্নবী, কোল দে মা—কোল দে!

রমাবতী।

মাতঃ শৈলসুতা সপত্নী বসুধা শৃঙ্গার হারাবলিং
স্বর্গারোহণ বৈজয়ন্তী ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি চরণাচ্চ্যুতম্।
ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতুমাম্।
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
শৈল প্রচারি গিরিরাজগুহা বিদারি
ঝঙ্কারকারি হরিপাদ রসোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি।

(ঝম্পোদ্যত)

(উদাসীন বেশে শান্তশীলের প্রবেশ)

শান্ত। কর কি ?—কর কি ?

মান। কে তুমি ! কেন আমার গন্তব্যপথে বাধা দিলে ?

শান্ত। এ নবীন বয়সে কেন আত্মবিসর্জ্জনে প্রয়াস ?

মান। মহাপুরুষ, আর প্রশ্ন কর না, হৃদয় পাপদাহে দগ্ধ, এ সংসারে আর আমার সুখ হবে না। সব গ্যাছে, কেবল আঁখিজল মাত্র সার হয়েছে, তাই মায়ের কোলে আশ্রয় নিতে চলেছি। সন্তান বিপদে পড়্লে মা ভিন্ন আর কার কোলে স্মরণ নিবে ?

শান্ত। সে ত ঠিক কথা, কিন্তু আত্মবিসর্জ্জন কর্‌তে কে মায়ের কোলে আশ্রয় নিতে যায় ? আর এমন কঠোর হৃদয়া জননীই বা কে আছেন, যিনি পুত্রকে আত্মনাশে সহায়তা করেন ? আত্মহত্যায় মহাপাপ ! কদাচ আত্মবিসর্জ্জন করো না।

মান। পাপ? আমায় পাপের ভয় দেখাচ্ছ? আর পাপের ভয় করি না। জগতে যত কিছু পাপ আছে সমস্তই করেছি— গুরুহত্যা করেছি, স্ত্রীহত্যা করেছি, এ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর কি আছে, সন্ন্যাসী? পাপ-জর্জ্জরিত হৃদয়ে পাগলের মত দিবারাত্র ঘুরছি। বুঝলুম, এ ঘোর নরকের কলুষ ভার ধারণ করতে বসুন্ধরাও অশক্তা। তাই, সর্ব্বপাপহারিণী সুরধনী জলে আত্মবিসর্জ্জন করতে এসেছি।

শান্ত। আত্মহত্যায় শান্তি পাবে না। শান্তি পাবার অন্য পথ, সে পথ সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু বর্জ্জিত। সেই পথে অগ্রসর হও, অনন্ত সুখের অধিকারী হ'য়ে অনন্ত প্রাণে চির শান্তিধামে বাস করবে। যুবক! বোধ হয় সংসারসুখে মত্ত হয়ে দয়াময়কে বিস্মৃত হয়েছিলে, তাই তোমার এত যাতনা। কিন্তু যাই হ'ক, করুণাময় কখনও করুণাদানে কাতর নন্। সেই জগবন্ধুর চরণে মনোবেদনা জ্ঞাত কর, কায়মনোবাক্যে দীনবন্ধু রাধাবল্লভের নিকটে ক্ষমাভিক্ষা কর, দয়াময় তোমায় নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। তিনি জগতপিতা। আমরা তাঁর স্নেহপালিত আদরের ধন। পুত্র যদি শত অপরাধ করে, অনুতপ্ত হৃদয়ে পিতার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে, পিতা কি তার প্রতি দয়া করবেন না? অবশ্য করবেন। ঐকান্তিক প্রাণে করযোড়ে রাধাবল্লভকে ডাক, দীনবন্ধু তোমার শত অপরাধ ক্ষমা করে তোমার হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করবেন।

মান। দয়াময় কি আমায় ক্ষমা করিবেন?

শান্ত। অবশ্য করবেন। বৎস, দ্বিধা করো না। দ্বিধাই

রমাবতী। হচ্ছে ধর্ম্মনাশের মূল। দেখ্‌ছি, তুমি অনাহারী, আমার আশ্রমে এস, সুস্থ হ'লে তোমার সঙ্গে এ বিষয় আলাপ কর্‌বো।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ

(সাধু, নিধু ও স্ত্রীদ্বয়ের প্রবেশ)

(গীত)

কাঁদে রূপভানু—ওরে আমার কপালে বিধি হই
এত দুক্ষু লিখেছিল—হারে ওরে বল্‌বো ও কার কাছে।
এত ছোট ছাতির ভিতর, মস্তবড় দুক্ষ—হারে ওরে বল্‌বো কার কাছে।

সাধু। ওরে নিধে! খুব কপালের জুর মাইরি! তাই পালায়ে আস্‌তে পেরেছি।

নিধু। হাঁ খুড়ো! তা' নইলে ইজ্জৎ মেরেছিল আর কি?

সাধু। নিধে, আর শুনেছিস্, নবদ্বীপের নতুন পরিজনটাকে কাল শালা ধরায়ে এনে ইজ্জৎ মেরেছে।

নিধু। বলিস্ কি খুড়ো, সত্যি নাকি?

সাধু। দূর শালা চাষারডিম্, খুড়ো ইঁয়ে তুর সাঁত্যে নক্‌সা কর্‌ছি নাকি।

নিধু। বলিস্ কি ?

প্রথমা স্ত্রী। আর বলিস্ কি ? যখন ধরে নিয়ে যায় তখন আমি গো'নে দাঁড়াইয়ে দেখেছি। বউটো পুকুরে গিয়েছিল সেই সময়ে দুটো যমদূতের মতন সিপেই এসে, ছুঁড়িটেকে লুফে নিয়ে গেল। বউটো কেঁদে খুন হলো। তাকে নিয়ে কুনবাগে ঢুকলো আর নজর হ'লো না।

দ্বিতীয়া স্ত্রী। আহা ! আমাদের সাবেক রাজা বেশ লুক ছিল। আমরা রামরাজত্তিতে বসত করছিলুম। ইঃ, আঁটকুড়ের বেটাকে কে রাজা করলে ? রাজা হলো যদি, তবে মরেনা কেন ? মরুক্, মরুক্, ম'লে আপদ যায়।

নিধু। দূর শালি, এত কারখানা হঁয়ে গেল, কিছুই কি শুনিস্নি ? দেওয়ান গুখুকোরবেটা বুড়ো রাজাকে, রাণীকে, শেষে ছুট রাজাকে তেড়ে দিয়ে রাজা হইছে। ছুট রাজা নাকি ধিৎ-কারে গাঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে।

সাধু। রাজা গেল—গেল, রাণীর কপালে তেঁতোল গুলে গেল আর কি ?

(শান্তশীলের প্রবেশ)

শান্ত। হ্যাঁ বাপ্, এদিকে কারেও যেতে দেখেছ ?

সাধু। এ বাবা ! একি রে নিধে ; ডর লাগ্‌ছে যে।

নিধু। কিছু ভয় নাই খুড়ো, এত তরাস কিসের ?

শান্ত। বলনা বাপু, কেউ এদিকে গেছে ?

রমাবতী।

সাধু। কেনে বাবা ডর দেখাচ্ছ ? আমরা ছুট লুক ! আমাদের কি চোক্ আছে যে দেখ্‌বো ?

শান্ত। কোন ভয় নাই। আমি সন্ন্যাসী, আমাহ'তে তোমাদের কোন অনিষ্ট হবে না।

নিধু। হ্যাঁ পিভু দেখেছি, একপাল কেয়ো (কাক) উড়ে গেল। একপাল রাম ভেঁড়া মেমাতে মেমাতে গেল, তার পেছাতে একটা হুড়কোদামড়া নেজুড় তুলে ছুটলো।

১মা স্ত্রী। মর পোড়াকপালে ; আর তার পেছনে যে একটা ধলা বেঁড়ে কুকুর গেল তা বল্লিনা ?

নিধু। ঐ দেখ ঠাকুর ! অত কি ঠাওর থাকে ? একটা বেঁড়ে কুকুরও গেইছিল।

শান্ত। অ্যাঁ ! তোমরা পাগল নাকি ?

২য়া স্ত্রী। না ঠাকুর, উওরা পাগল নয় ; পাগল উওর পিশেষের—লাত্‌জামাইএর—শাড়ুভাই।

শান্ত। কি আপদ ! কোন লোককে যেতে দেখেছ ?

সাধু। তাই বল ঠাকুর, তা'ত দেখেছি।

শান্ত। কই, কোন দিকে গেল ?

নিধু। আমাদের সাথে তামাসা কর্‌ছো কেনে ঠাকুর ?

শান্ত। না—বাবা—তোমাদের সঙ্গে তামাসা করি নাই।

নিধু। কেনে ঠাকুর, এই তো তোমাকেই দেখ্‌ছি, আর বলছো কোন বাগে গেল ?

সাধু। পিভু; কাল থেকে পেটে ভাত নাই। জিউয়ের বিকুলিতে ছুটে ছুটে পালায়ে আছি। এখন কি লকৃসা কর্বার সময়?

শান্ত। কেন বাপ্; তোমরা কার ভয়ে পালায়ে এসেছ?

নিধু। আর ঠাকুর বলো না। মোহনপুরের দপা বলে এক জ্যাওয়ান ছিল, সেই গুহোটা এখন রাজা হয়েঁ ভারি জ্বালাইছে। নিধনের ধন হ'লে দিনে দেখে তারা। পিভুগো, আর বউ বিটির ইজ্জৎ রাখলে না।

শান্ত। এ্যাঁ, বল কি?

সাধু। আর বল কি? সুমস্ত বউ বিটি দেখ্ছে, আর ধরে ধরে ইজ্জৎ মারছে। কি করি ঠাকুর, ছুট লুক বলে কি আমাদের মান ইজ্জৎ নাই? তাই গাঁ ছেড়ে পালাইছি। আর সে রাম রাজত্তি নাই। আগে পুণ্যি করেছিলুম্, তারই জোরে এমন রাম রাজা পেয়েছিলুম। কপাল ভেঙ্গেছে, তাই ছিরামচাঁদও বনে গেইছে। যেমন সুখ করেছিলুম তেমনি দুঃখু হইছে।

শান্ত। কোথা যাবে?

নিধু। আর কোন ব্যুগে যাব, রাণীমায়ের গাঁয়ে যাই। শুনেছি, তিনি শ্বশুরঘরের লোককে খুব চেঁহ করেন।

২য়া স্ত্রী। ও হতভাগা, ও চোক্‌খাগির পুত, হাঁ-করে ভাবছিস্ কি? ঐ ভ্যাথ, সেই দীনে খ্যাপা।

সকলে। ধল্লে—ধল্লে, পালা—পালা! (সকলের প্রস্থান)

রমাবতী।

(দীনুর প্রবেশ)

দীনু। একি বাবা! একি তোমার বেশ?
কাপড় ছেড়ে, খিল্‌কে ধরে, সেজেছে যে বেশ॥

শান্ত। দীনু, অনেক দিন পরে দেখা হ'ল, ভাল আছতো?

দীনু। আছি পড়ে ভবের বাজারে
ভাল কি মন্দ বাবা, কে বল্‌তে পারে?

শান্ত। রাণীমার খবর কিছু রাখ কি?

দীনু। রাজার শোকে রাণীর দেহ দিন রাতি জ্বলে—
যম মান্‌সে টানাটানি পাঁচজনাতে বলে।

শান্ত। হা ভগবান! রাণীর কপালে এত দুঃখ লিখেছিলে? দীনু, এখন রাজ্যের অবস্থা কিরূপ?

দীনু। রাজ্য এখন থাবি খাচ্ছেন।
সেপাই শাস্ত্রী পালিয়ে গেছেন॥

শান্ত। বল কি? তা'হলে এই সুযোগে মহারাজকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর্‌লে হয় না?

দীনু। গেলেই রাজ্য হাতে পাবে।
দর্প দেশান্তরিত হবে॥
পাপের সরা চৌদ্দ পওয়া।
ফটীক ফকির কোতল হয়া॥
পাপের ফল পাক্‌বে যবে।
দর্পের দর্প চূর্ণ হবে॥

শান্ত। বল কি? তা'হলে আর কালবিলম্ব নয়। মহারাজে

কষ্ট আর দেখা যায় না কিন্তু, মহারাজ কোথা গেলেন, খুঁজে পাচ্ছি না।

দীনু। নিমক হালাল এরেই বলি
চল তবে বেলাবেলি।
তাকৃতা ধিনা নাচ্‌রে দীনে,
সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

বন

(বনবালাগণের গীত)

আধ সুধা আধ, বিষমাখা প্রাণ, ঢলিয়া ঢলিয়া বহিয়া যায়।
আধ মধুর কুঞ্জ, আধ কুসুমপুঞ্জ, মলয়হিল্লোলে খেলে সদাই॥
আধ শ্মশান, আধ মরুময় স্থান, হলাহল বাণ ছোটে কোথায়।
কোথাও হাসি, দিবসনিশি, কোথাও রোদন ভাসে নিরাশায়॥

মান। কেউ চারিটি অন্ন দাও। ক্ষুধায় প্রাণ যায়। এ বিশ্বে অনেক দয়াবান আছ; দয়াকরে এই বুভুক্ষুকে চারিটি অন্ন দাও। মনে করেছিলুম, আমার রক্ষাকর্ত্তা মহাপুরুষ ভিক্ষাদ্বারা প্রাণধারণ

করেন, তাঁর গলগ্রহ হব না; তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চলে এসেছি। কিন্তু দেখ্‌ছি, এ কাজ ভাল করি নাই। পেটে অন্ন নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই—পর্ব্বতে, জঙ্গলে, অহর্নিশি ঘুরছি। জঠর জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু কা'র কাছে ভিক্ষা করবো? কা'রও সহিত দেখা হচ্চে না। এস্থান অপরিচিত; কোথায় যাব? মাগো অন্নপূর্ণা! অন্নদানে তুমি জগতের জীবকে পালন কর্‌ছো; দয়াময়ী! তবে কেন, অভাগার প্রতি বাম? বুঝেছি মা! যে অভাগা, নরাধম, তার দৃষ্টিতে শস্যশ্যামলা ধরণী মরুভূমি হয়, অনন্ত পারাবারও সলিলশূন্য হয়। আমিই সেই ঘৃণিত নরাধম। আমার আগমনে এ পথ পথিকশূন্য। কোথা যাই? আমার সুখের আশ্রয়, স্ব ইচ্ছায় শ্মশান করেছি। সব ছিল, সব গেছে। কেবল স্মৃতি মাত্র পড়ে আছে। আর পারি না, দুর্ব্বল দেহে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারি না।

(শয়ন)

স্বর্গবাসি পিতা! আমায় ক্ষমা কর। রমা, হৃদয়েশ্বরী রমা! তুমি স্বর্গের পারিজাত কুসুম, আমি পাপানলদগ্ধ পুরীষকীট। আমায় ক্ষমা কর। তোমরা না প্রসন্ন হ'লে কৃপাময়ের কৃপালাভ অসম্ভব।

(শান্তশীলের প্রবেশ)

ভগবন! এ অভাগার আবেদন কি গ্রহণ করলে? তাই সাহায্যার্থ এই পথিককে পাঠিয়ে দিলে? কে ভাই! আহার দিয়ে অভাগার প্রাণ বাঁচাও।

শান্ত। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কাহার কাতরকণ্ঠ শুন্‌ছি না? বড় অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না। কে গা? বোধ হচ্ছে ক্ষুধার্ত্ত পথিক। (অগ্রসর হইয়া) এই যে! তুমি—এখানে? তোমার সন্ধানে কাল রাত্রি থেকে ঘুর্‌ছি—আমার কাছ থেকে কেন পালিয়ে এলে বাপ?

মান। মনে করেছিলুম তোমার গলগ্রহ হব না। তাই পালিয়ে এসেছিলুম; কিন্তু কাজ ভাল করি নাই। আর কথা কইতে পার্‌ছি না। ক্ষুধায় প্রাণ যায়—কৃপা করে কিছু খেতে দাও।

শান্ত। তোমার ভার ভগবান আমার হাতে অর্পণ করেছেন, তুমি পালিয়ে এলে হবে কি? এই নাও বাপ, খাও।

(খাদ্যদান ও মানসিংহের ভক্ষণ)

মান। আঃ! মহাপুরুষের কৃপায় আবার জীবন পেলাম। নবশক্তি সঞ্চারে প্রাণ শীতল হলো। কিন্তু আমার এই অকিঞ্চিৎ-কর জীবনে লাভ কি? আমি পুষ্টিকর আহারে উদর পূর্ণ করছি, আর আমার রমা, ভগ্ন হৃদয়ে রোগ শয্যায় শায়িতা, সর্ব্বপ্রকার সুখে, তৃপ্তিকর আহারে বঞ্চিতা। ধিক্ আমার প্রবৃত্তি! ধিক আমার দগ্ধোদর, আর কি আমার প্রাণ ধারণ করা উচিত? না, আর আহারে প্রয়োজন নাই।

(আহারপাত্র দূরে নিক্ষেপ)

রাণী! রাণী! রমা! হৃদয়েশ্বরী। কোথা তুমি? কোথা তুমি? (প্রস্থানোদ্যত)

রমাবতী।

শান্ত। যুবক শান্ত হও। সমস্ত বুঝেছি বাপ্। কেন এত আত্মগ্লানি? তুমি কি কর্‌তে পার? যা অদৃষ্টে ছিল তাই ঘটেছে। কর্ম্মের স্রোত কেউ রোধ কর্‌তে পারে না। ভগবান নিয়ন্তা, তুমি উপলক্ষ মাত্র।

মান। মন বুঝেও বোঝে না। পিতৃহত্যা করলুম, অবলা বালা, যে আমা বই জানে না, মিথ্যা কলঙ্ক ডালি, তার মাথায় দিয়ে গৃহ হ'তে দূর করলুম। আহা! তাই সেই নয়ন বিগলিত অশ্রুধারা, সেই ভয়ব্যাকুল-বিবশা করুণ-প্রতিমা, সেই বিপন্নাবেশে পদধারণ, প্রভু! সব একে একে স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। হায় রমা! তোর কি করলুম? পিতা, তোমায় হত্যা কর্‌লুম, কি কর্‌লুম, কি কর্‌লুম! আমি কি কর্‌লুম!

শান্ত। বাছা, সংসারাশ্রম, মহাযোগস্থান! এ অপেক্ষা অধিকতর কঠোর সংযম শিক্ষার স্থান আর নাই। প্রতি পদে পরীক্ষা—প্রতি পদে লাঞ্ছনা! শোক দুঃখানলের দাহিকা যন্ত্রণা, অচ্ছেদ্য প্রলোভনের মায়াজাল। যে মহাপুরুষ এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন, বনচারী ফলমূলাহারী তাপসাপেক্ষা তিনি শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তুমিও আজ সেই পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত। উতলা হয়ো না। ধৈর্য্যাবলম্বন করে রাধাবল্লভকে ডাক, ঐ চরণ সার কর, দুঃখের দিন অবসান হবে।

মান। পর্ব্বত প্রমাণ যাতনায় কি ক্ষয় আছে? এ জীবনে কি আর দুঃখ যাবে?

শান্ত। যাবে কি? গ্যাছে। তোমার কাতরকণ্ঠ নারায়ণের

কোমল হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করেছে। দয়াময় তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করেছেন, আপন রাজ্যে চল। তোমার অভাবে সিংহাসন শূন্য, প্রজাগণের আর্ত্তনাদে গগনতল প্রতিধ্বনিত। দর্পনারায়ণের অত্যাচারে দেশবাসী মর্ম্মপীড়িত। চল মহারাজ! রাজ্যে চল। তোমায় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'রে, সতী জননীকে তোমার হাতে সমর্পণ করে, প্রাণের সকল জ্বালা শান্ত কর্‌বো।

মান। সে কি! রাজ্য!—রমা—আমি? একি স্বপ্ন না দৈববাণী? নরদেহধারী, কে তুমি করুণা মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে বিরাজিত!

শান্ত। সে কথা পরে হ'বে; এখন চলুন মহারাজ, রাজ্যে চলুন।

মান। রাজ্য চাই না— রমা চাই। সেই আমার রাজ্য, সেই আমার ঐশ্বর্য্য। তা'রে পেলে আমার নরকেও স্বর্গ সুখ। রমা! রমা! কোথা গেলে তোমায় পাব? কোথা তুমি?

শান্ত। ভগবান, একি হ'ল? রাজা কি অবশেষে উন্মাদ হ'লেন? (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।



অবন্তিপুর

রমার পিতৃগৃহ

(রাণী রমাবতী ও জাহ্নবী পালঙ্কোপরি উপবিষ্টা)

(রমার গীত)

ছিঁড়ে গেছে হৃদি-তার, বীণাত বাজেনা আর।
সকলি ফুরায়েছে, নাহি সে ঝঙ্কার॥
সে বীণা পঞ্চম স্বরে, গাহিত প্রেমের গান,
এখন বাজে তায়, নিরাশার ভাঙ্গা তান।
ভাঙ্গা বুকের ভাঙ্গা গান, পোরা আছে সে বীণায়
একদিন সুধাধারা, ঝরিত গো অনিবার॥

জাহ্নবী। সই রে, আর কাঁদিস্‌নে, কেঁদে কোন ফল নাই।

রমা। ভগবান যখন অভাগিনীকে সংসারে কাঁদতে পাঠিয়েছেন, তখন কাঁদা ভিন্ন উপায় কি সই? কাঁদি, যতদিন পোড়া দেহে প্রাণ থাকে, ততদিন কাঁদি। সই! কাঁদতে নিষেধ করোনা।

জাহ্নবী। কেঁদে কেঁদে তোমার দেহ দুর্ব্বল—পীড়াগ্রস্ত। বৃথা অশ্রুবর্ষণে ফল নাই। দেখ সই, এই দগ্ধ জীবনে কখন পতির

সোহাগ, স্বামীর আস্বাদ পাই নাই। কেবল নারায়ণে আত্মসমর্পণ ক'রে, সে দারুণ যন্ত্রণা ভুলেছি। এ সংসারে কে কার? সবই ক্ষণস্থায়ী। জলকোলে বায়ু সঞ্চারিত জলবিম্ব মত সবই অনিত্য। তাই বলি সই, বৃথা সন্তাপ পরিত্যাগ করে আত্মসমর্পণ কর, এ জীবনে অনন্ত সুখের অধিকারিণী হবে।

রমা। স্বামী পূজা ভিন্ন এ জীবনে যে অন্য পূজা জানিনা। সই, তিনিই আমার সংসার, তিনিই আমার ভগবান।

জাহ্নবী। কেন অসত্যে প্রাণ সমর্পণ ক'রে আত্মনাশে প্রয়াস পাচ্ছ?

রমা। যদি পতি আমার অনিত্য হন, জগতে নিত্য কি? সত্য কোথায়? যদি জগতে দেবতা থাকেন, স্বামীই আমার দেবতা। যদি ধর্ম্ম থাকেন, স্বামীর চরণযুগল পূজাই আমার ধর্ম্ম। আমি ভগবান জানিনা, ধর্ম্ম পুণ্য জানিনা, কেবল পতির চরণই জানি।

জাহ্নবী। যদি জাননা, যদি শিখ নাই সই, এখন জান—সেই জগতস্বামীর অর্চ্চনা ভিন্ন, এ দুঃখময় জীবনে শান্তি নাই।

রমা। যদি স্বামীপূজায় অনন্ত নিরয়গামী হই, যদি স্বামী অর্চ্চনায় দুঃখ সন্তাপ আমার চির সঙ্গী হয়, তাতেও আমার যে আনন্দ, বৈকুণ্ঠেও সে সুখের তুলনা নাই। আমি ঈশ্বর চাইনা, মুক্তি চাইনা, শান্তি চাইনা। স্বামীর উদ্দেশে উদ্বেলিত প্রাণে, দরবিগলিত বারি-সিঞ্চনে, আমার যে আনন্দ, ভগবৎ লাভেও আমার সে আনন্দ, সে সুখ হবে না। স্বামী দর্শন যদি এ পোড়া অদৃষ্টে না ঘটে, যতদিন বাঁচব, মানসে সেই দেবতামূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন

ক'রে চন্দন নিষিক্ত পুষ্পোপহারে তাঁর চরণযুগল ধ্যান করে ধন্য হ'ব।

জাহ্নবী। সই, ধন্য তোমার অচলা পতিভক্তি।

রমা। কি বল্‌ব সই, প্রাণের আবেগে যখনি কেঁদে ভগবানের চরণপ্রান্তে মনের দুঃখ জানাতে যাই, ঠাকুর আমার কি কর্‌লে বলে যখনই নতমস্তকে ভূমি স্পর্শ করি, তখনই শিরোপরি আমার স্বামীর চরণযুগল দেখতে পাই। জাহ্নবী, যে পূজা শিখেছি, তা' কি আর এজীবনে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো?

(রঘুরায়ের প্রবেশ)

রঘু। মা, কেমন আছ এখন?

রমা। বেশ আছি বাবা; তুমি আমার জন্য ভেবোনা।

রঘু। মা, আমার এ সংসারে কেউ নাই। স্ত্রী পুত্র সকল ধনে বঞ্চিত। তুমিই আমার জননী, তুমিই আমার কন্যা। তোমারই আশায় সংসারে বাস। তোমায় সুস্থ দেখলেই আমার আনন্দ। কিন্তু মা, তোমার অবস্থা ত ভাল দেখ্‌ছি না। হা' ভগবান, কি কর্‌লে? কোমল কলিকায় বজ্রাঘাত? দয়াময়! তোমার রাজ্যে অবিচার কেন?

জাহ্নবী। বাবা, চিন্তা কর্‌বেন না। ভগবান নিষ্ঠুর নন, সই, দিবারাত্রি কেঁদনা। বাবা, ভাল চিকিৎসকের ব্যবস্থা কর।

রঘু। বেশ কথা বলেছ জাহ্নবী! তাই করি। মা, তুমি চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে ভগবানকে ধ্যান কর—এ দুদিন আর

থাক্‌বে না। জাহ্নবী, রমার মন যাতে ভাল থাকে তাই কর। আমি চিকিৎসক আনবার ব্যবস্থা করিগে।

(প্রস্থান)

জাহ্নবী। সই, একটা গান শোন, মন প্রফুল্ল হবে।

(গীত)

এ ভব সাগরে, কেন মরি ঘুরে,
হৃদি ধনে কেন দেখি না।
কায়াটা গড়িয়ে পরাণ অর্পিল,
খেলিতে খেলা ভবে পাঠাইল;
কাঁদালে কাঁদি হাসালে হাসি
কেন ভেবে পাই যাতনা।
হৃদয়ে সাহস নাহিক লেশ,
আঁখিজল শুধু অবশেষ,
আমি কি করি, কি করিতে পারি
তবু আমি আমি কথা ছাড়ি না।

সপ্তম দৃশ্য



গ্রাম্যপথ

(মানসিংহ ও শান্তশীল)

মান। মহাপুরুষ, তোমার কৃপায় আমি জীবন পেয়েছি, আশ্রয় পেয়েছি। জানিনা তুমি কে ?

শান্ত। মহারাজ! আমি দেবতাও নই, মহাপুরুষও নই, আমি আপনার ভৃত্য মাত্র। মহারাজের সেবা আমার ব্রত; সেই ব্রতপালন কর্‌তে আজীবন চেষ্টা পেয়েছি, আপনার নিকট যে উপকার লাভ করেছি, আজীবন সেবাতেও তাহা পরিশোধ হবার নয়। আমি আপনার অন্নদাস শান্তশীল।

মান। শান্তশীল! শান্তশীল—তুমি ? (আলিঙ্গন।) প্রভুগতপ্রাণ শান্তশীল! তোমাকে অশেষ যাতনা দিয়েছি, তথাপি নরাধমের প্রতি এত ভক্তি—এত অনুরাগ! দেবচরিত্র শান্তশীল! নিষ্ঠুর প্রভুর প্রতি তোমার এত দয়া! আজ হ'তে তুমি ভৃত্য নও, আমার পিতা। আমি তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তান। তুমি ব্রাহ্মণ—আমি ক্ষত্রিয়। তুমি দয়ার আধার, আমি মূর্ত্তিমান অধর্ম্মাবতার। পায়ে ধরি পিতা, আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর।

শান্ত। মহারাজ! করেন কি? করেন কি? আপনি অন্নদাতা পিতা, আমি আশ্রিত সন্তান। আপনার দোষ কি আমি গ্রহণ করতে পারি? কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি, মহারাজ রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে চিরশান্তি লাভ করুন। চলুন মহারাজ, গৃহে চলুন।

মান। আমার আবার গৃহ কোথায়?—তরুতল?

শান্ত। না মহারাজ। দর্পকে দূরীভূত করে রাজ্যোদ্ধার করুন।

মান। আর না, শান্তশীল, বাসনানল হৃদয়ে জ্বালাবার আর চেষ্টা ক'র না। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য কিছুই আর চাই না। সকল বাসনা ত্যাগ করছি।

শান্ত। সে কি মহারাজ! বিশ্বাসঘাতকের হাতে রাজ্য তুলে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন? একবার ফিরে দেখ্‌বেন না, সে পাষণ্ড কি ভয়ানক অত্যাচারে আপনার প্রিয়তম প্রজাদের প্রপীড়িত করছে?

মান। কর্ম্মফলের হাত হ'তে কেহই নিষ্কৃতি পাবে না। নিয়তির গতিরোধ ক'রে এমন শক্তিধর কে আছে?

শান্ত। আপনিই তাদের নিয়তি, রাজার ইঙ্গিতে প্রজার ভাগ্য পরিবর্ত্তন।

মান। রাজা কে? দর্পনারায়ণ এখন রাজা।

শান্ত। সে প্রভুদ্বেষী ভৃত্য; রাজা আপনি।

মান। রাজা আমি? ভুল বুঝেছ, শান্তশীল। মানসিংহ মরে গেছে—আমি ভিখারী।

শান্ত। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকবে ততদিন আপনি রাজা।

মান। ক্ষুধায় যার জঠর জ্বলছে, কৌপিন মাত্র যার অবলম্বন হয়েছে, বৃক্ষতল যার একমাত্র আশ্রয়, সে যদি রাজা হয় তবে আমি নিশ্চয় রাজা। ধন, প্রাণ, পিতা বিসর্জ্জন দিলে সংসারে যদি নিয়তি বলে খ্যাতি লাভ হয়, তবে আমি নিঃসন্দেহ ভাগ্যবিধাতৃ বলে জনসমাজে পরিচিত হ'তে পারি। আর আমায় বুঝাতে চেষ্টা করো না, শান্তশীল, আমাকে আমি বেশ বুঝেছি।

(কয়েকজন প্রজার প্রবেশ)

১ম প্রজা। মহারাজ, রক্ষা কর—দেশ ছারখার হ'ল—এতদিন কোথায় ছিলে, মহারাজ?

মান। কাকে মহারাজ বল্‌ছো, বাবা?

১ম প্রজা। আমার কাছে লুকুতে পারবে না—আমি তোমায় অনেক বার দেখেছি। মহারাজ ছদ্মবেশ ছাড়, সিংহাসনে এসে বসো। দপা বেটা রাজ্যটা যে ছারখারে দিলে, মহারাজ!

২য় প্রজা। এই দেখ, মহারাজ দপাবেটা আমার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।

৩য় প্রজা। আমার যুবতী স্ত্রীকে ধ'রে নিয়ে গেছে, মহারাজ।

৪র্থ প্রজা। দপাবেটা আমার ঘর লুট করে সব নিয়ে গেছে মহারাজ।

৫ম প্রজা। রক্ষা কর, রক্ষা কর, মহারাজ, আমরা ধনে প্রাণে মলুম, তুমি আস্‌বে ব'লে পথ পানে চেয়ে আছি—তাই

আজও দেশ ছাড়িনি। তুমি সিংহাসনে বসো, দেওয়ানকে তাড়িয়ে দাও।

মান। একি, শান্তশীল, মনোমধ্যে আবার ক্রোধ জাগ্‌ছে কেন? যা' নিবে গেছে, তার আবার শিখা কেন? রাধাবল্লভ, প্রবৃত্তি নিবাইয়া দাও; সংসারে আর আমায় লিপ্ত করো না।

(স্ত্রীগণের ভেট লইয়া প্রবেশ ও গীত)

আজি, আকুলিত ভীতচিত, হরষিত।
দুঃখ নিশাগত, চন্দ্রমা উদিত, মধুপবনে সুধা ক্ষরিত॥
ধর ধরণীধর, আদর উপহার, নয়ন সিঞ্চিত, ভকতি হার;
ধন জন জীবন, পালন কারণ, (করি) দরশন চিত উল্লসিত॥

মান। হা ভগবান, আমার মত অভাগাকে, লোকে আজও ভালবাসে? তোমরা জাননা আমি কে, তাই তোমারা আমায় ভালবাস। যারা আমায় ভাল বেসেছিল তাদের আমি নির্য্যাতন করেছি, যারা আমার মঙ্গল খুঁজেছিল, তাদের দূর করে দিয়েছি। তোমরা দূরে থাক, কাছে এসনা, ভাল বেস না; এ অভাগাকে ভাল বাস্‌লে কাঁদতে হবে, একদিন আমারই হাতে লাঞ্ছিত হ'তে হবে।

১ম প্রজা। মহারাজ, আমাদের কান্না দেখে কি তোমার দয়া হয় না? তুমি ত এমন ছিলে না, মহারাজ? প্রজার কান্না দেখ্‌লে তুমি ত কখন স্থির থাকৃতে পার্‌তে না? চল, মহারাজ,

রমাবতী।

রাজধানীতে চল, দেওয়নাকে মেরে আমরা তোমায় সিংহাসনে বসাব।

(জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

স্ত্রী। (চরণে পড়িয়া) রক্ষা কর, রক্ষা কর, মহারাজ, আমার জাতি, কুল, মান সব যায়।

মান। তোমার কি হয়েছে ?

স্ত্রী। আমার একমাত্র পুত্রবধূকে পাপিষ্ঠ দপা হরণ করে নিয়ে গেছে। কি হবে মহারাজ, আমার কি হবে! (ক্রন্দন)

মান। কোথায় কোন পথে গেছে ? শীঘ্র বল।

স্ত্রী। চলো, মহারাজ, রাজধানীর দিকে চল।

সকলে। মার, মার, দপা বেটাকে মার।

(প্রস্থান)



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রমোদ ভবন

(চিত্রা, চাঁপা, মোহিনী, স্বর্ণ ও সুঁদি—সকলের গীত)

মোরা বিকচ কমল, তপন সম্বল, হাসি ভাসি ল'য়ে সরসীর জল।
থাকি সরম আবেশে, সদা কাঁপি তরাসে, ব্যথা দিলে কে কঠিন পরশে,
কেবা সাধিল বাদ, ওহো ঢালিল গরল॥
হাসি হাসি অনল ঢেলে দিলি, মরম দাহে অঙ্গ হ'লো কালি,
উহু জীবন ক্ষার, ওগো চিত চঞ্চল॥

চিত্রা। আমাদের কি কষ্টের জীবন! হৃদয় জ্বালাময়, মুখে হাসি। প্রাণে হা হুতাশ, অধরে গীত। কি ছিলেম্, কি হলেম্। কোথায় স্বামীরতা গৃহস্থ বধূ, আর কোথায় চিরকলঙ্কিতা রক্ষিতা বেশ্যা।

চাঁপা। ভগবান কি বিচার করবেন না? এ অত্যাচারের কি প্রতিকার কর্‌বেন না? যে পাপিষ্ঠ আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে—সে ভগবানের বিচার হ'তে কখন নিষ্কৃতি পাবে না!

রমাবতী।

মোহিনী। ভগবান! আর কেন বিলম্ব করছ? পাপের ফল শীঘ্র দাও?

স্বর্ণ। যেমন সাধ্বী সতীর সতীত্ব হরণ ক'রে পোড়ার মুখো মা বাপকে কাঁদায়েছে, তেমনি যেন হতভাগা আজীবন কেঁদে কেঁদে মরে।

সুঁদি। ভগবান। পূর্ব্ব জন্মে অনেক পাপ করেছি। তার ফলে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি। দয়াময় মুক্তি দাও। পিশাচকে নিপাত কর।

(দর্পের প্রবেশ)

দর্প। তোফা! তোফা! অপ্সরীগণ চুপ করে কেন? গান লাগাও, গান লাগাও।

(স্ত্রীলোকগণের গীত)

শশী উদিল সুনীল ভালে।
হেলে দোলে কত মানিনীকুল সোহাগ হিল্লোলে॥
রজত কিরণ ঢলে, দলে দলে চকোর করে সুধাচুরি, বিভোরা কুমুদি জলে।
যমুনা পুলিনে বাঁশরি গান, দূরে ঝরে কত অমিয় তান,
শত চাঁদ মাখা কালিন্দির জল, হীরক ঝল্‌কি জ্বলে॥

দর্প। আমি কি সুখী? আমার মত সুখী দুনিয়াতে কে আছে? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, ইন্দ্রভবন রাজপ্রাসাদ, প্রাণোন্মাদকর উদ্যান, সহস্র সহস্র আজ্ঞাবহ ভৃত্য, লক্ষ প্রাণী আমার কৃপালাভ আশায় প্রতিদ্বন্দ্বী, অপ্সরী বিনিন্দিত নর্ত্তকীদল। মরি, মরি! সংসারে যা' কিছু সুন্দর সব আমারি জন্য।

(প্রসন্নের প্রবেশ)

প্রসন্ন। মহারাজ, মহারাজ, এই যে মহারাজ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। (হাস্য)

দর্প। কি হ'ল প্রসন্ন?

প্রসন্ন। মহারাজ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) ছাড়বার মেয়ে? প্রিথমে, ঐ কি বলে, মস্করি করেছিল—(হাস্য) কিন্তু যাবে কোথা? যেমন, ঐ কি বলে, পুকুরে এসেছে, আর অম্‌নি ইসারা। আর যেমন ইসারা, অম্‌নি কি বলে, পাঁচফোরন সিং, তেজপাত সিং একেবারে লুফে—মহারাজ (হাস্য)—আমার বক্‌সিস্?

দর্প। তবে তারা এখন এলনা কেন?

প্রসন্ন। আস্‌ছে মহারাজ, আস্‌ছে। তবে সোজা রাস্তায় না এসে, ঐ কি বলে, একটু ঘুর পথে আন্‌ছে। কি জানি যদি কেউ ছিনিয়ে নেয়? মহারাজ, বক্‌সিস্।

দর্প। কার এত আস্পর্দ্ধা যে রাজভোগের সামগ্রীতে হাত দেয়? যা হো'ক প্রসন্ন, তোমার বাহাদুরী আছে। তোমায় আজ ভাল করে পুরস্কৃত করবো।

(জনৈক স্ত্রীলোকসহ প্রহরিগণের প্রবেশ)

প্রসন্ন। ঐ যে মহারাজ। (হাস্য)

দর্প। তোমরা রাজসরকারের উপযুক্ত ভৃত্য। কল্য যথাযোগ্য পুরস্কৃত করবো।

(প্রহরিগণের প্রস্থান)

প্রসন্ন। ও রাঙা বোউ, আর কারে লাজ? ঐ কি বলে,

রমাবতী।

ঘোম্‌টা খোল, তোর বড় পুণ্যি বউ, তোর বড় পুণ্যি, তাই আজ রাণী হলি। এখন রাজবাড়ীতে থাক্; ফুরফুরে বাতস খা—আর চাঁদের আলোতে—ঐ কি বলে—পাইচারি কর।

বউ। না, আমি এখানে থাক্‌বো না। আমায় ছেড়ে দাও।

দর্প। সে কি ধনমণি? এমন রাজ্য ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ ক'রে তুমি যাবে কোথায়? পর্ণকুটির কি তোমার যোগ্য স্থান? আমি তোমার দাস হ'ব, তোমার পায়ে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌বো, তুমি আমায় ছেড়ে যাবে কোথায়?

প্রসন্ন। ও বউ, আর কি চাস্? মহারাজ তোর নকর হ'লো, ঘুম্‌টা খুলে,—ঐ কি বলে—দুটো আলাপচারি কর।

বউ। আমি রাজঐশ্বর্য্য চাই না। ভগবান আমায় যা দিয়েছেন, আমি তাতেই সুখী। আমায় ছেড়ে দাও।

প্রসন্ন। মর ছুঁড়ি! সুখে খেতে ভুতে কিলোয় বুঝি? মর্‌ছিলি জল ব'য়ে—ভাত রেঁধে;—একবেলা অন্ন জুট্‌তো—এক বেলা জুট্‌তো না—এখন ঐ কি বলে—রাজরাণী হ'লি, ভাল খাবি, ভাল পরবি, তা' নয়, ছুঁড়ির গরব দেখ?

দর্প। আহা! ওকে কটু কথা বলোনা। যার এত রূপ, তা'র প্রাণে ব্যথা দিও না। তোমাকে আমি আদরে রাখ্‌বো, যত্ন কর্‌বো, কোন অভাব থাক্‌বে না।

বউ। আমার যা অভাব, এরাজ্য কোন্ ছার, সমস্ত পৃথিবীর রাণী হলেও সে অভাব দুর হবে না। মহারাজ, আপনার পায়ে ধরি, আমায় ছেড়ে দিন্।

দর্প। তোমার যা অভাব আছে বল, সমস্তই দূর কর্‌বো। তার জন্যে ভাবনা কি?

প্রসন্ন। ওরে বেটি? তোর পেটে এত বুদ্ধি? কিছু বিষয় নেবার মতলব ফেঁদেছ?

বউ। মহারাজ! যদি অবলার প্রতি এত দয়া, তবে সতীত্বে কালি দিবেন না। ভগবানের ইচ্ছায় আমি যাঁকে স্বামিত্বে বরণ করেছি, তাঁর কাছে আমায় পাঠিয়ে দিন। আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য কামনা করি না। আমার এই অভাবটি মোচন করুন। আমি অতি দীন গৃহস্থবধূ, মহারাজের যোগ্য নই।

প্রসন্ন। ওমা! কোথা যাব মা! ছুঁড়ির অহঙ্কার দেখে আর বাঁচিনে। মহারাজ! ও মিষ্টি কথার কেউ নয়। এত বড় লোকটা কাকুতি মিনতি কর্‌ছে—ঐ কি বলে—একটু গেরাহ্যি নাই? আমরা তু করে ডাক্‌লেই ছুটে যাই। তবে পোড়াকপালী এখন কি আর সে দিন আছে?

দর্প। তুমি সে আশা ত্যাগ কর, তোমার স্বামীকে ভুলে যাও। তুমি যদিও দীনদরিদ্র, তথাপি রূপে অতুলনীয়া; রাজ্যের উৎকৃষ্ট সামগ্রীতে আমার অধিকার।

প্রসন্ন। তার আর বল্‌তে মহারাজ? ওলো ছুঁড়ি, তুই কি করে জান্‌বি। তুই সেদিনকার মেয়ে বইত নয়? রাজা হওয়া কত মজা তুই কি করে বুঝবি? একটি ভাল ফলের গাছ আজ্‌জালুম ভোগে এল রাজার। খরচ করে—পুকুর কাটিয়ে,—মাছ ফেল্‌লুম ভোগ করবে রাজা। ওলো মিষ্টির ভাণ্ডার থেকে পায়খানা পর্য্যন্ত

যেথানে যা কিছু ভাল মাল আছে, সব রাজার। তাই বলি, তোর স্বামীর মুখে নুড়ো জেলে রাজরাণী হ', গৃহস্থ ঘরের কথা ভুলে যা'।

বউ। ভুল্‌বো ? কখন ভুল্‌বো না। তুচ্ছ জীবন বলি দিব। তথাপি যাকে বরণ করেছি, সে দীন, দরিদ্র, পথের ভিখারী হো'ক্, অন্ধ হ'ক্, খঞ্জ হ'ক্ এ জন্মে তাকে ভুল্‌তে পারব না।

দর্প। অবশ্য পার্‌বে। জান না, তুমি কার সঙ্গে কথা কচ্ছ ?

বউ। জানি, একটা ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে, সত্য কথা বল্‌তে ভয় কি ? আমার পর্ণকুটিরবাসী দরিদ্র স্বামীই আমার ঐশ্বর্য্য। আমি ধন সম্পদের ভিখারী নই। মহারাজ এখনও বল্‌ছি, আমার সর্ব্বনাশে উদ্যত হবেন না।

প্রসন্ন। ও মাগো ! ছুঁড়ির যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ওমা কি হবে !

(জনৈক প্রহরীর বেগে প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ সর্ব্বনাশ হয়েছে। প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে নগর আক্রমণ করেছে।

দর্প। তাদের তাড়িয়ে দিতে বলগে।

প্রহরী। কাকে বল্‌ব মহারাজ ? সকলেই যে মাইনে না পেয়ে পালিয়েছে। দু'দশজন যারা নেমকের চাকর, তারাই আমার মত আজও আছে।

দর্প। তোমরাই তাদের তাড়িয়ে দাওগে।

প্রহরী। আমরা পার্‌বো কেন মহারাজ—তারা যে অনেক !

দর্প। না পার, কয়েদ যাবে—যাও এখনি যাও।

(প্রহরীর প্রস্থান)

এখন সুলোচনে, কাছে এস দেখি।

বউ। দূর হও পাপিষ্ঠ।

দর্প। তুমি অবলা—তাই এ সকল কথা বল্‌তে অবকাশ পাচ্ছ। নচেৎ এখনি তোমার মস্তক স্কন্ধ হ'তে বিচ্যুত হ'ত।

বউ। মরণের ভয় কারে দেখাও? জান না কি মহারাজ? আর্য্যকন্যা জীবন্তে জ্বলন্ত চিতায় হাস্যমুখে আরোহণ করে। আমিও সেই আর্য্যদুহিতা। মৃত্যুর ভয় যদি থাকৃতো, তা'হলে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ঢেলে পতি সার কর্‌তে পার্‌তাম না।

প্রসন্ন। ও বেটি ছোট লোক। আর ঐ কি বলে, কথায় কাজ নাই।

দর্প। গর্ব্বিতা অবলা, তোমায় অনেক ক্ষমা কর্‌লুম। আর বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। ঐ গুপ্তমন্দিরে চল।

বউ। যাব না—কিছুতেই না।

দর্প। নিশ্চয় যেতে হবে।

বউ। কার সাধ্য আমায় নিয়ে যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ, বিদ্রোহীরা নগর ও দুর্গ অধিকার করেছে।

দর্প। বেশ করেছে। তোকে কে এখানে আস্‌তে বল্লে?

(প্রহরীর প্রস্থান)

প্রসন্ন, দুষ্টাকে ধর। সয়তানি, তুই কি জানিস্‌নে,—আমার নামে যম পর্য্যন্ত কম্পিত ?

প্রসন্ন। এই যে মহারাজ। (বধূর হস্তধারণ)

বউ। তবে রে পোড়ারমুখী, সতীর অঙ্গে হাত ?

(প্রসন্নর কেশধারণ)

প্রসন্ন। ওহোঃ হোঃ হোঃ। গেলুম্, গেলুম্,—ছাড়—ছাড়—ছাড়। উহুঃ হুঃ হুঃ হুঃ—ঐ কি বলে—গেছি—গেছি—ছাড়—ছাড়।

দর্প। (বধূর হস্ত হইতে প্রসন্নকে মুক্ত করণ)

প্রসন্ন। ও মাগো! ফটাশ্‌ ফটাশ্‌—ঝন্‌ ঝন্‌। ওমা চিড়িক্‌ চিড়িক্‌—টন্‌—টন্‌।

দর্প। কি স্পর্দ্ধা! একটা তুচ্ছ রমণীর দ্বারা অপমান ? তবে রে পাপীয়সি—(হস্তধারনোদ্যত ও বধূর ইতস্ততঃ পলায়ন)

বউ। দীনবন্ধু, রাধাবল্লভ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। কোথা আছ, দয়াময় রক্ষা কর—রক্ষা কর।

দর্প। দুষ্টা, কতক্ষণ পালিয়ে বেড়াবি ? যখন আমার ক্রোধানল জ্বেলেছিস, তখন তোর নিস্তার নেই।

বউ। দয়াময়, আর বুঝি পারলেম্‌ না। দুষ্ট দস্যুর হস্ত থেকে, আর বুঝি সতীত্বরত্ন রাখ্‌তে পারলেম না। কোথা আছ রক্ষাকর্ত্তা। মান রাখ।

(শান্ত ও মানসিংহের প্রবেশ)

মান। কেন পারবে না মা ? অবশ্যই পারবে। এক প্রাণে

নারায়ণকে ডেকেছ, তিনি তোমায় রক্ষা করেছেন। যিনি পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করাচ্ছেন, বামনকে চন্দ্র স্পর্শ করাচ্ছেন,—তিনি তোমার সতীত্ব রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না ? মা, কোন ভয় নাই।

বউ। বাবা রক্ষা কর, রক্ষা কর।

মান। ভয় নাই মা, গৃহে যাও।

বউ। বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

(প্রস্থান)

মান। চিনিতে কি পারহে দেওয়ান ?

দর্প। কোই হ্যায় ?

শান্ত। দর্পনারায়ণ, ঘোর অত্যাচারে রাজ্য উৎসন্নে দিয়ে মরুভূমি করেছ। দেশবাসী, কর্ম্মচারী, ভৃত্য সকলে তোমার অত্যাচারে প্রপীড়িত হ'য়ে পালিয়ে গেছে। আর কারে খুঁজছো ? এ মরুভূমির মধ্যে কাকে পাবে ?

দর্প। তোমরা কে ? (মানের প্রতি) তুমি ! তুমি কে ?

মান। আমি ? চেন না কি আমায় দেওয়ান ?

পিতার আদেশ ঠেলি যে জন গৃহেতে
দিয়েছিল তোমারে আশ্রয়,
প্রেমপ্রীতি দিয়ে, রেখেছিল হৃদয়মন্দিরে,
ভ্রাতৃস্নেহ আবরণে ;
আত্মপ্রাণ ঢালি তোমার কথায়
যে জন করিল তার পিতারে নিধন ;
তব বাক্য করি যেই বেদবাক্য জ্ঞান,

রমাবতী।

সতীরে করিল দূর পদাঘাত করি
মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বোধ অধম ;
যেই ভিক্ষুকের বেশে, দেশে দেশে অনাহারে করিল ভ্রমণ,
সেই, সেই আমি মানসিংহ নরাধম।
কিন্তু তব কাল পূর্ণ এবে,
প্রজার জীবন, খেলারপুতুলীসম—
অকাতর প্রাণে, কেড়ে নেছ পাষাণ হৃদয়ে।
মর্ম্মভেদী করুণ রোদনে, ব্যোমতল ধ্বনিত সতত।
শান্তি বিলাইতে নারী এসেছে জগতে,
পারিজাত সম আহা সতীত্ব রতন,
ছিঁড়ি সে সুন্দর ফুল, বন্যশূকরের প্রায়,
ডুবায়েছ অকাতরে পঙ্কিল পাথারে।

চিত্র। মহারাজ, আমরাই সেই হতভাগিনী। এই নরপিশাচ আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে সতীত্ব নষ্ট করেছে। আমাদের জনসমাজে ঘৃণিতা, অস্পৃশ্যা করেছে। মহারাজ, অনুমতি করুন—নখাঘাতে পাষণ্ডের বক্ষবিদীর্ণ করে রক্ত পান করি। আর সহ্য হয় না।

মান। শুন দর্প, মর্ম্মভেদী গাথা, কাঁদেনা কি পরাণ তোমার ?
সতীর আঁখির জল অনাথ রোদন,
পীড়িতের আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষু হুতাশ,
উঠেছে আকাশ পথে ঈশ্বর উদ্দেশে,
ধর্ম্মের তুলাদণ্ড নত তব ভরে—
অশক্ত ধরিত্রী এবে ধরিতে সে ভার।

বন্ধুভাবে আজীবন করিনু পালন
ফল তার অনন্ত যাতনা।
যাও রাজ্য ত্যজি গহন কাননে
দেহে থাকে যদি বল, চ'খে থাকে যদি জল
প্রায়শ্চিত্ত কর তার আজন্ম ক্রন্দনে,
দগ্ধমুখ লোকালয়ে না দেখাও আর।

শান্ত। ধন্য মহারাজ আপনার ক্ষমাশীলতা।

রমণীগণ। দুরাচার, যেমন আমাদের সতীত্ব হরণ করে সমাজের হেয় করেছিস, এই পদাঘাত (পদাঘাত করণ) তাহার সামান্য প্রতিফলস্বরূপ গ্রহণ কর।

(দর্পের প্রস্থান)

চিত্রা। মহারাজ নিরাশ্রয়া অবলাদের গতি কি হবে?

মান। শান্তশীল এদের জন্য এক পৃথক বাড়ী নির্দ্দিষ্ট করে দাও। তারা যেন তথায় আজীবন উত্তমরূপ ভরণপোষণ প্রাপ্ত হয়।

রমণীগণ। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। (প্রস্থান)



দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর

দর্প। হায় আমি কি কর্‌লুম—আমি কি কর্‌লুম। এ্যা কি বলছ? মহাপাপ—নিশ্চয় তাত করেছি, তবে আর কেন তিরস্কার—কেন ভয় দেখাও? একি! একি! কেও? জটাজুট সমাচ্ছন্ন ভ্রুকুটী কুটিল বদন রোষকষায়িত লোচনে আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে? এলে যে? এসে পড়লো যে? কোথা পালাবো, কোথা রক্ষা পাবো? বিশ্বাসঘাতককে আশ্রয় দিবে কে? কে আছ রক্ষা কর, রক্ষা কর। (বেগে অগ্রসর) ও কি? কি কর্কশ স্বর—জলদগম্ভীরস্বরে বল্‌ছে, দর্প গুরুহত্যা, স্ত্রীহত্যা, প্রভুহত্যা—তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত—ওরে ওরে গেল—গেল—বজ্রাঘাত—বজ্রাঘাত, ব্রহ্মাণ্ড মস্তকে ভেঙ্গে পড়্‌লো। যাই যাই—কোথা যাব—আমি প্রতারক—আমি বিশ্বাসঘাতক—কে আশ্রয় দিবে—আমার কি হলো—আমি কি কর্‌লুম—মলুম—মলুম—ঐ ঐ ঘেরে ফেল্লে—পুড়িয়ে ফেল্লে—অগ্নি, অগ্নি—চতুর্দ্দিকে অগ্নি। কে আমায় রক্ষা করবে? বিশ্বাসঘাতককে কে আশ্রয় দিবে? কে আছ গো রক্ষা কর রক্ষা কর। আর আমি বিশ্বাসঘাতকের কাজ কর্‌বো না, প্রতারণা; প্রবঞ্চনা জন্মের মত জলাঞ্জলি দিলুম। উপকারী ব্যক্তির চিরকাল

দাসত্ব কর্‌বো। ওহো হো! বুক ভেঙ্গে গেল। কি বিকট হাস্য, শ্রবণ বধির হলো। কি বল্‌ছো? আমি বিশ্বাসঘাতক? আমার কথায় কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না? তবে কি আর আমার স্থান নাই। ইহকালেও নাই, পরকালেও নাই? জীবনে নাই, মরণেও নাই? হায় আমার কি হলো? হায় আমি কি কর্‌লুম?

(কতিপয় কৃষকের প্রবেশ)

সকলে। ওরে! ওরে! দেখ্, দেখ্, সেই গুখেকোর বেটা দর্পা। মার শালাকে—গো-বেড়েন কর।

দর্প। কে তোমরা গো? কে তোমরা? আমায় আশ্রয় দাও।

১ম কৃষক। এই যে শালা! তোমায় আছ্‌রা ভাল ক'রে দিচ্ছি। একবার মহারাজের ঘরে আছ্‌রা নিয়ে তার সর্ব্বনাশ করেছ, রাজ্যের বউ বিটির ইজ্জৎ মেরেছ, এবার আছ্‌রা নিয়ে কি কর্‌বি রে, শালা? মার শালাকে, জিউ রেখে মার। (প্রহার)

দর্প। মারিস্‌নে ভাই, মারিস্‌নে। আর কিছু কর্‌বো না। যে আমায় আশ্রয় দিবে তার চিরকাল মঙ্গল কামনা করবো।

২য় কৃষক। শালার ধর্ম্মের কথা শোন্‌রে! ওরে শালা! রাজার মতন কি তুঁই আমাদিগকে বোকা পেয়েঁছিস্! মার, মার্, শালাকে। (পুনঃ প্রহার)

৩য় কৃষক। বিশ্বাসঘাতুক্—ইষ্টুভিড্, ড্যাম, শালে! তোম্ কেঁউটে সাপের জাত বেটিস্, হামি কি পারতা নাইরে বেটা? খুন কর—শালাকে খুন কর। (প্রহার)

রমাবতী।

দর্প। আর মারিস্ না ভাই—আর মারিস্ না।

১ম কৃষক। হাঃ হা, করছিস কিরে মুখ্যুর ডিম? মানুষটা যে মরে যাবে? তখন কি খুনের দায়ে পড়্বি?

২য় কৃষক। কি কর্লি রে শালা? আর যে মানুষটা নড়ে না—মলো নাকি? চল, চল পালাই চল।

৩য় কৃষক। ইষ্টুভিড্, ড্যাম্ শালে? (সকলের প্রস্থান)

(শান্তশীল ও দীনু পাগলের প্রবেশ)

শান্ত। দীনু, শীঘ্র চল, মহারাজ জলস্পর্শ করেন নাই। এত বুঝালেম্ কিছুতে শুন্লেন না। উন্মাদের মত রাণীমাকে আন্তে ছুটেছেন। শীঘ্র চল।

দীনু। পাপের তরী, হলো ভারি।
দর্প হেথায় গোঙ্গায় ভারি॥

শান্ত। (চকিত হইয়া) সত্যিই তো! দর্পনারায়ণের একি দশা? জ্ঞানশূন্য? দীনু, শিগ্গির জল আন।

দীনু। জল দিলে কি হবে ভাই।
দর্প এখন খাবি খায়॥

(প্রস্থান)

শান্ত। দর্প, দর্প।

দর্প। জল, জল! বড় তৃষ্ণা। কে ভাই—বড় তৃষ্ণা।

(জল লইয়া দীনুর প্রবেশ)

শান্ত। (জলদান) দর্প, ওঠ, কোন লোকালয়ে যাও। অনাহারে কয়দিন বাঁচবে?

দর্প। লোকালয় ? কোথা লোকালয় ? আর লোকালয় কেন, যমালয়ে পাঠিয়ে দাও।

শান্ত। আহা ! দর্প তোমার কষ্ট দেখে বাস্তবিকই দুঃখ হচ্ছে।

দর্প। আমার কষ্ট দেখে তোমার দুঃখ হচ্ছে ভাই ? কোন উপকরণে তোমার হৃদয় গঠিত ? কোন গুণে তুমি বিশ্বাসঘাতকের প্রতি দয়া কর্‌ছো ? তুমি কে ভাই ?

শান্ত। আমি শান্তশীল, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না ?

দর্প। তুমি শান্তশীল। বিনা অপরাধে যার সর্ব্বনাশ করে-ছিলুম, তুমি কি সেই শান্তশীল ? আমার প্রতি তোমার এত দয়া ? তুমি মানব না দেবতা ? তুমি স্বার্থপর সংসারের—না স্বর্গের ?

শান্ত। আর সে কথা কেন তোল ভাই ? যা' হবার হয়ে গেছে। এস আমার সঙ্গে এস, তোমায় কোন লোকালয়ে রেখে যাই।

দর্প। আর সে কথা তুল্‌বোনা। তোমার শ্রীপদের ধূলি দাও। তুমি ভগবান, লোকালয়ে আর যাব না। আমি বিশ্বাস-ঘাতক আমায় ত্যাগ কর।

শান্ত। ভাই, দুঃখ করো না—সবই ভগবানের ইচ্ছা। তুমি কি করতে পার।

দর্প। আমি কি করতে পারি ? প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, লোকের সর্ব্বনাশ করতে পারি। আমি বিশ্বাসঘাতক।

(বেগে প্রস্থান)

শান্ত। আহা ! দর্প বেচারা উন্মাদ হয়ে গেছে। কোথায় গেল ? অনাহারে কি প্রাণ ত্যাগ কর্‌বে ?

দীনু। পাপের মজা দুদিন ভাল, শেষে দুঃখ চিরকাল।
ভেবে আর কি করবে বল, চল আমরা যাই চল।

শান্ত। তবে যাই চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রসন্ন।

প্রসন্ন। ওগো আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে গো। ওগো কে কোথায় আছ আমায় রক্ষা কর—ডাকাতে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে গেছে গো। এতদিন গতর খাটিয়ে যা' কিছু করে ছিলুম, সব নিয়ে গেছে গো। আমার হাত মুচ্ড়ে,—তাগা বালা—আর, নাক কান ছিঁড়ে নথ, মাকড়ি নিয়ে গেছে গো। ওগো কোথায় কে আছ গো, আমায় বাঁচাও গো।

(দীনুর প্রবেশ)

দীনু। একি, এখনো থামেনি হাঁক?
পাড়ছে যেন ষাঁড়ের ডাক,
তোর দর্পা বেটা মরে থাক,
এখনো তবু বাজছে শাঁক?

দর্প। লোকালয়? কোথা লোকালয়? আর লোকালয় কেন, যমালয়ে পাঠিয়ে দাও।

শান্ত। আহা! দর্প তোমার কষ্ট দেখে বাস্তবিকই দুঃখ হচ্ছে।

দর্প। আমার কষ্ট দেখে তোমার দুঃখ হচ্ছে ভাই? কোন উপকরণে তোমার হৃদয় গঠিত? কোন গুণে তুমি বিশ্বাসঘাতকের প্রতি দয়া কর্‌ছো? তুমি কে ভাই?

শান্ত। আমি শান্তশীল, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না?

দর্প। তুমি শান্তশীল। বিনা অপরাধে যার সর্ব্বনাশ করে-ছিলুম, তুমি কি সেই শান্তশীল? আমার প্রতি তোমার এত দয়া? তুমি মানব না দেবতা? তুমি স্বার্থপর সংসারের—না স্বর্গের?

শান্ত। আর সে কথা কেন তোল ভাই? যা' হবার হয়ে গেছে। এস আমার সঙ্গে এস, তোমায় কোন লোকালয়ে রেখে যাই।

দর্প। আর সে কথা তুল্‌বোনা। তোমার শ্রীপদের ধূলি দাও। তুমি ভগবান, লোকালয়ে আর যাব না। আমি বিশ্বাস-ঘাতক আমায় ত্যাগ কর।

শান্ত। ভাই, দুঃখ করো না—সবই ভগবানের ইচ্ছা। তুমি কি করতে পার।

দর্প। আমি কি করতে পারি? প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, লোকের সর্ব্বনাশ করতে পারি। আমি বিশ্বাসঘাতক।

(বেগে প্রস্থান)

শান্ত। আহা! দর্প বেচারা উন্মাদ হয়ে গেছে। কোথায় গেল? অনাহারে কি প্রাণ ত্যাগ কর্‌বে?

রমাবতী।

শান্তি কোথাও মিল্‌বে নাক,
মরবি শুধুই মাথা খুঁড়ে॥

(প্রসন্নের পুনঃ প্রবেশ)

প্রসন্ন। (গীত)

তোরা দেখে যা', তোরা দেখে যা' কেমন মজা মেরেছি,
পয়সার পাছু ছুটে ছুটে, কেমন দাগা পেয়েছি।
আর ছুট্‌বো নাক বাপ,
আর করবো নাক পাপ,
হা, হা হা হা, হি হি হি হি, বড় হাসা-হেসেছি,
হা, হা, হা হা, হো হো, হো হো, ভূতের বোঝা ফেল্‌ছি॥

(শান্তর প্রবেশ)

শান্ত। দীনু সব শেষ হয়েছে,—মা আমাদের ত্যাগ করে চলে যেতে বসেছেন—জীবনের আর কোন আশা নাই। এতদিন পরে মোহনপুর রাজবংশ লক্ষ্মীভ্রষ্ট হ'ল—রাজ্য ধর্ম্মহীন হ'ল।

দীনু। এখানে যে বড় তাপ, ফুট্‌তে পারে কি পারিজাত,
ফুট্‌লে পরে শুকিয়ে মারবে করে পদাঘাত।
আকাশের ফুল হেথা শিউরে মলো পাপে,
আমিও এবার দেশ ছাড়লুম তোমাদেরই দাপে॥

(প্রস্থান)

শান্ত। হায়, হায় একি হ'ল! সকলি ফুরাল!
তম কাদম্বিনী ঘেরা আঁধার গগনে।
ছিল মাত্র একটি তারকা।

প্রসন্ন। না গো, তা নয়। কে, দীনু ঠাকুর? তোমার পায়ে পড়ি, আমায় রক্ষা কর। আমি যা' কিছু এতকাল ধ'রে করেছিলুম তা পুঁটুলি বেধে নিয়ে পালাচ্ছিলুম—রাস্তায় ডাকাতে কেড়ে নিয়ে গেছে গো। ওগো আমার সব নিয়ে গেছে গো, কেবল পরণের কাপড় খানা রেখে গেছে গো। হায় হায় আমার কি হবে গো?

দীনু। তুই হয়েছিলি বড় ভারি।
তাই খসে গেল পয়সা কড়ি।
যদি হতে পারিস হাল্‌কা ভারি,
তবে পারবি দিতে ভব পাড়ি॥

প্রসন্ন। ওমা পাগলের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমিও পাগল হব নাকি? আমার মাথার ভিতর কেমন কচ্ছে; আমার সর্ব্বস্ব গেছে তবুও আমি দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছি? আমার কি হবে গো? আমায় কে খেতে দেবে গো?

(বেগে প্রস্থান)

দীনু। পাপে ডুবলে প্রথম মজা,
শেষকালেতে বিষম সাজা।
দপা বেটার গতি দেখে
আপন মনকে আপনি বোঝা।
পাপের বোঝা মাথায় করে
ফিরবি দেশে ঘুরে ঘুরে।

রমাবতী।

শান্তি কোথাও মিল্‌বে নাক,
মরবি শুধুই মাথা খুঁড়ে॥

(প্রসন্নের পুনঃ প্রবেশ)

প্রসন্ন। (গীত)

তোরা দেখে যা', তোরা দেখে যা' কেমন মজা মেরেছি,
পয়সার পাছু ছুটে ছুটে, কেমন দাগা পেয়েছি।
আর ছুট্‌বো নাক বাপ,
আর করবো নাক পাপ,
হা, হা হা হা, হি হি হি হি, বড় হাসা-হেসেছি,
হা, হা, হা হা, হো হো, হো হো, ভূতের বোঝা ফেল্‌ছি॥

(শান্তর প্রবেশ)

শান্ত। দীনু সব শেষ হয়েছে,—মা আমাদের ত্যাগ করে চলে যেতে বসেছেন—জীবনের আর কোন আশা নাই। এতদিন পরে মোহনপুর রাজবংশ লক্ষ্মীভ্রষ্ট হ'ল—রাজ্য ধর্ম্মহীন হ'ল।

দীনু। এখানে যে বড় তাপ, ফুটতে পারে কি পারিজাত,
ফুটলে পরে শুকিয়ে মারবে করে পদাঘাত।
আকাশের ফুল হেথা শিউরে মলো পাপে,
আমিও এবার দেশ ছাড়লুম তোমাদেরই দাপে॥

(প্রস্থান)

শান্ত। হায়, হায় একি হ'ল! সকলি ফুরাল!
তম কাদম্বিনী ঘেরা আঁধার গগনে।
ছিল মাত্র একটি তারকা।

কেবল একমাত্র স্বামীকে দেখতে চাই। একবার তাঁকে দেখাও দয়াময়! যিনি তোমার মত সুন্দর, বিশ্বের ন্যায় অসীম, বারিধি তুল্য গম্ভীর, একবার তাঁকে দেখাও দীননাথ। (যুক্তকরে কাঁদিতে কাঁদিতে) স্বামিন্, প্রভু কোথা তুমি? একবার দেখা দাও। যেখানে থাক একবার এস। যদি তুমি আমার একমাত্র উপাস্য হও, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার আজীবন পূজা করে থাকি, তা'হলে তুমি যেখানেই থাক প্রভু, আমার অন্তিম সময়ে দেখা দাও।

(মানসিংহের প্রবেশ)

এসেছ! কাছে বসো; আরও কাছে ব'সো। একবার তোমায় স্পর্শ করি—একবার তোমায় ভাল করে দেখি। অনেকদিন তোমায় দেখি নাই। অনেকদিন তোমায় স্পর্শ করি নাই? ঐখানে ব'সে অম্নি করে ঐভাবে আমার পানে তাকিয়ে থা'ক, অম্নি করে তোমার গণ্ড বক্ষ প্লাবিত করে চক্ষের জল ছুটুক—আমি একবার নয়ন ভরে দেখি।

মান।—রমা! রমা! আমি পাষণ্ড নরাধম—আমার এ অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

জাহ্নবী।—সতীর চরণ স্পর্শ কর—সতীর নিকট ক্ষমা চাও সকল পাপ হ'তে মুক্ত হ'বে।

রমা।—ছি, ছি, করো কি? পায়ে হাত দিও না। জাহ্নবী, আমাকে ও আমার স্বামীকে কেন পাপে নিমজ্জিত কর।

জাহ্নবী। পাপে নিমজ্জিত করলুম? তোমার পায়ের ধূলা

নিলে পাপ হয়? জানি না, জগতে এতদপেক্ষা পুণ্যময় কিছু আছে কিনা! দ্বাদশ বৎসর তোমার পাশে পাশে, ছায়ার ন্যায় ফিরৃছি, তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক চিন্তা, আমি অবগত আছি। জানি না, তোমার হৃদয়খানি অপেক্ষা জগতে কিছু পবিত্র আছে কিনা—জানি না, তোমার ঐ চরণ অপেক্ষা কোন তীত্রক্ষেত্র পুণ্যময় আছে কিনা? ভারতে যত পুণ্যতোয় নদী, যত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, এমন কি স্বয়ং ভগবান—মহারাজ মান-সিংহের পাপ ধৌত করৃতে পারেন কিনা সন্দেহ স্থল। কিন্তু তোমার ঐ পবিত্র চরণ—যাহা নারায়ণের অসাধ্য তাহাও সংঘটিত করৃতে পারে।

রমা। ছি, ছি, ছি, জাহ্নবী, কেন এমন সময় আমার মনঃ-পীড়া দাও? বালিকা বয়সে স্বামী হারাইয়ে স্বামী কেমন দেখ নাই? যদি দেখ্‌তে তা হ'লে এমন কথা বল্‌তে পারৃতে না। স্বামীন্ সরে এস, পা এগিয়ে দাও, তোমার ঐ পায়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।

মান। রমা, রমা, তুমি আমায় একি দেখাচ্ছ? ধর্ম্ম পাপের নিকট পদানত! কেন রমা, তুমি আমার পদতলে? এ দৃশ্য যে আর সহ্য হয় না, আমার বুক যে ফেটে যায়, রমা। তুমি আমায় তিরস্কার কর, তাতে শান্তি পাব, কিন্তু এ আদর, এ সম্ভাষণ আমার বুকের ভিতর যে দাবানল জ্বেলে দিচ্ছে, রমা।

রমা। স্বামীন্ আজ আমার সুখের মৃত্যু—কেঁদে আমার এ সুখ নষ্ট করো না, প্রভু, দুদিন পরে আবার সেই অনন্ত ধামে

কেবল একমাত্র স্বামীকে দেখ্‌তে চাই। একবার তাঁকে দেখাও দয়াময়! যিনি তোমার মত সুন্দর, বিশ্বের ন্যায় অসীম, বারিধি তুল্য গম্ভীর, একবার তাঁকে দেখাও দীননাথ। (যুক্তকরে কাঁদিতে কাঁদিতে) স্বামিন্, প্রভু কোথা তুমি? একবার দেখা দাও। যেখানে থাক একবার এস। যদি তুমি আমার একমাত্র উপাস্য হও, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার আজীবন পূজা করে থাকি, তা'হলে তুমি যেখানেই থাক প্রভু, আমার অন্তিম সময়ে দেখা দাও।

(মানসিংহের প্রবেশ)

এসেছ! কাছে বসো; আরও কাছে ব'সো। একবার তোমায় স্পর্শ করি—একবার তোমায় ভাল করে দেখি। অনেকদিন তোমায় দেখি নাই। অনেকদিন তোমায় স্পর্শ করি নাই? ঐখানে ব'সে অম্নি করে ঐভাবে আমার পানে তাকিয়ে থা'ক, অম্‌নি করে তোমার গণ্ড বক্ষ প্লাবিত করে চক্ষের জল ছুটুক—আমি একবার নয়ন ভরে দেখি।

মান।—রমা! রমা! আমি পাষণ্ড নরাধম—আমার এ অপ-রাধের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

জাহ্নবী।—সতীর চরণ স্পর্শ কর—সতীর নিকট ক্ষমা চাও সকল পাপ হ'তে মুক্ত হ'বে।

রমা।—ছি, ছি, করো কি? পায়ে হাত দিও না। জাহ্নবী, আমাকে ও আমার স্বামীকে কেন পাপে নিমজ্জিত কর।

জাহ্নবী। পাপে নিমজ্জিত কর্‌লুম? তোমার পায়ের ধূলা

নিলে পাপ হয় ? জানি না, জগতে এতদপেক্ষা পুণ্যময় কিছু আছে কিনা! দ্বাদশ বৎসর তোমার পাশে পাশে, ছায়ার ন্যায় ফির্‌ছি, তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক চিন্তা, আমি অবগত আছি। জানি না, তোমার হৃদয়খানি অপেক্ষা জগতে কিছু পবিত্র আছে কিনা—জানি না, তোমার ঐ চরণ অপেক্ষা কোন তীত্রক্ষেত্র পুণ্যময় আছে কিনা ? ভারতে যত পুণ্যতোয় নদী, যত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, এমন কি স্বয়ং ভগবান—মহারাজ মান-সিংহের পাপ ধৌত কর্‌তে পারেন কিনা সন্দেহ স্থল। কিন্তু তোমার ঐ পবিত্র চরণ—যাহা নারায়ণের অসাধ্য তাহাও সংঘটিত কর্‌তে পারে।

রমা। ছি, ছি, ছি, জাহ্নবী, কেন এমন সময় আমার মনঃ-পীড়া দাও ? বালিকা বয়সে স্বামী হারাইয়ে স্বামী কেমন দেখ নাই ? যদি দেখ্‌তে তা হ'লে এমন কথা বল্‌তে পার্‌তে না। স্বামীন্ সরে এস, পা এগিয়ে দাও, তোমার ঐ পায়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।

মান। রমা, রমা, তুমি আমায় একি দেখাচ্ছ ? ধর্ম্ম পাপের নিকট পদানত! কেন রমা, তুমি আমার পদতলে ? এ দৃশ্য যে আর সহ্য হয় না, আমার বুক যে ফেটে যায়, রমা। তুমি আমায় তিরস্কার কর, তাতে শান্তি পাব, কিন্তু এ আদর, এ সম্ভাষণ আমার বুকের ভিতর যে দাবানল জ্বেলে দিচ্ছে, রমা।

রমা। স্বামীন্ আজ আমার সুখের মৃত্যু—কেঁদে আমার এ সুখ নষ্ট করো না, প্রভু, দুদিন পরে আবার সেই অনন্তধামে

দেখা হ'বে। সেখানে বিচ্ছেদ নাই, কান্না নাই—অনন্ত কাল ভ'রে তোমায় নিয়ে থাকৃব।

মান। রমা, রমা, কি কর্‌লে আবার সে সব ফিরে পাওয়া যায়—কি কর্‌লে আবার তেম্‌নিটি হয়?

রমা। স্বামীন্—চলিলাম—বিদায়—মনে রেখো—স্বামীন্—ঈশ্বর—প্রভু। (মৃত্যু)

জাহ্নবী। একি হ'ল—আমায় ছেড়ে কোথা গেলে বোন্?

(পতন ও মূর্চ্ছা)

মান। রমা, রমা, চ'লে গেলে, স্বর্গের পারিজাত এ পাপিষ্ঠের সংস্পর্শে শুকিয়ে গেলে? জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে যে মহারত্ন লাভ করেছিলুম্ আবার—পুঞ্জীকৃত পাপের ফলে সেই অমূল্য ধন হারালাম। যাও দেবী অনন্তধামে, যেখানে পাপ নাই, অত্যাচার নাই, সেই পুণ্য-রাজ্যে গিয়ে পতিব্রতা ধর্ম্ম শিক্ষা দেও। আর কার জন্য এ জ্বালাময় জীবনভার বহন ক'র্‌ব, কার আশায় শেলবিদ্ধ প্রাণে সংসারকাননে ছুটে বেড়াব—যাব যাব—যে পথে পুণ্য বিস্তার ক'রে হৃদয়লক্ষ্মী চলে যায়, তার অনুসরণ কর্‌ব—রমা, রমা—আমায় সঙ্গে নাও।

(যবনিকা পতন)
